শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

তরণীর যুদ্ধ

নাটক

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত

[ভাণ্ডারী অপেরা-পার্টিতে অভিনীত]

কলিকাতা ;
পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং,
৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, জোড়াসাঁকো
১৩৩০

মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

কাগজের দুর্ম্মূল্যতা জন্য
মূল্য বৃদ্ধি।

"তরণীর বৃদ্ধ" প্রণেতার

আর ১ খানি নূতন নাটক

অকাল-মৃগয়া

বা সিন্ধুবধ (অভিশাপ) ১॥০

ছাপা হইয়াছে।

Published by R. C. Dey for PAUL BROTHERS & Co.,
7, Shibkrishna Daw's Lane, Jorasanko, Calcutta,

Printed by K. C. Dey, Shastraprachar Press.
5, Chidammoodi Lane, Calcutta.

1924

উৎসর্গ

বঙ্গভূমির সুসন্তান

কাব্যে অমিতপ্রভাব

প্রতিভায় মনীষায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী

রসিক উদার ভাবুক

মহাকবি

৺নবীনচন্দ্র সেন

মহাশয়ের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

এই

নাটকখানি

উৎসৃষ্ট

হইল

কুশীলবগণ।

পুরুষ

রাম	...	...	অযোধ্যার নির্ব্বাসিত রাজপুত্র।
লক্ষ্মণ	...	...	ঐ ভ্রাতা।
রাবণ	...	...	লঙ্কার অধীশ্বর।
বিভীষণ	...	...	ঐ সহোদর।
তরণী	...	...	বিভীষণের পুত্র।
কুস্তীলক	...	...	সরমার পিতা।
মেঘনাদ	...	...	রাবণের পুত্র।
মকরাক্ষ	..	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র
সারণ	...	...	ঐ মন্ত্রী।
কুম্ভ, নিকুম্ভ	...	...	কুম্ভকর্ণের পুত্র
রসমাণিক্য	...	...	ছদ্মবেশী পাপ।

ধর্ম্ম, নন্দী, সাধক, সুগ্রীব, হনুমান, ভগ্নদূত, দূত, বিজট, রক্ষোবালকগণ, নগরপাল, নগরবাসিগণ, ধীবরগণ, রক্ষঃসৈন্যগণ, বানর-সৈন্যগণ, পারিষদবর্গ ইত্যাদি।

স্ত্রী

সীতা	...	...	রামের পত্নী।
মন্দোদরী	...	...	রাবণের মহিষী
সরমা	...	...	বিভীষণের স্ত্রী।
সুরজা	...	...	তরণীর স্ত্রী।
প্রচণ্ডা	...	...	কুম্ভকর্ণের স্ত্রী
সূর্পনখা	...	...	রাবণের ভগ্নী।
মুঞ্জুরা	...	...	অতিকায়ের স্ত্রী।

ত্রিজটা, বিজটা, চেড়ীগণ, বৈধব্যরূপিনী রমণী, সিন্ধুবালাগণ, নর্ত্তকীগণ প্রভৃতি।

তরণীর যুদ্ধ।

[সরমা-বীরমাতা]

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লঙ্কা—প্রমোদ-উদ্যান।

দক্ষিণ বাহুদ্বারা তরণীসেনের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া গীতকণ্ঠে ধীরে ধীরে সুরজার প্রবেশ।

সুরজা।—

গান।

তোমায় কোথায় লুকায়ে রাখি, বল হে প্রিয়তম।
তুমি যে সরবস ধন নাথ, এ জীবনে মম।
এ জগৎ যেথায় না পায় সন্ধান,
বল-না আছে কি হেন কোন স্থান,
অতল গভীর সাগরের তলে, রাখিব কি তোমা মাণিক সম।
অথবা কি ওই আকাশের পারে,
নিয়ে যাব তোমা অনন্ত আঁধারে,
(সেথায়) বিরলে একাকী শুধু তব মুখ নিরখি,
আমি ভুলিয়া যাব কি সকল সরম।

তরণী। [সুরজার চিবুক ধরিয়া] যদি কেউ আমাকে কেড়ে বা চুরি ক'রে নিয়ে যায়, এই ভয়ে ?

সুরজা। এমন ভয় তোমার সুরজার প্রাণে কখন আসে না।

তরণী। তবে আমায় লুকিয়ে রাখ্‌তে সাধ কেন, সুরজা ?

সুরজা। আমার প্রাণের জিনিষ, আমি জগতের কাউকে দেখ্‌তে দেবো না ; আমি একলাটি বিরলে ব'সে ব'সে কেবল দেখ্‌ব।

তরণী। তবে ত তুমি বড় স্বার্থপর, সুরজা !

সুরজা। সে স্বার্থপর হই, সেও ভাল ; তবু আমি তোমাকে যে, সবাই চেয়ে চেয়ে দেখ্‌বে, সে আমি সৈতে পারব না। এমন কি জগতের তাপ, জগতের আলো, জগতের বাতাস পর্য্যন্ত তোমার গায়ে না লাগে, সেই আমার ইচ্ছে। তুমি যে আমার অন্তরের গুপ্তধন ; গুপ্তধন বুঝি কেউ কাউকে দেখিয়ে থাকে ?

তরণী। যে দেখায় না, সে কেবল পাছে কেউ চুরি ক'রে নিয়ে যায়, এই ভয়ে ; তোমার ত আর সে ভয় নাই।

সুরজা। আমি তোমার সঙ্গে অত তর্ক করতে জানি না। আমি যা ভালবাসি, ভাল বুঝি, তাই কর্‌ব ; এতে কারও কোন কথা বল্‌বার কোন অধিকার নেই।

তরণী : কোন জিনিষেই কারও অত মায়া করা উচিত নয়, কেন না —দৈবাৎ যদি সে জিনিষটি কোন কারণে খোয়া যায়, তা' হ'লে শেষে তার জন্য কষ্টের অবধিও থাক্‌বে না।

সুরজা। [অভিমানপূর্ণ ক্রোধ করিয়া] দেখ—তুমি আজ আবার আমার সঙ্গে লাগ্‌লে। কিন্তু ব'লে রাখ্‌ছি, এ সুরজাও কম মেয়ে নয়, সাতদিন পর্য্যন্ত উপোস্ ক'রে থাক্‌তে জানে।

তরণী। কেন, আমি কি খোয়া যেতে পারি না ? এই যে নবাব

ভয়ানক যুদ্ধ বেধেছে, লঙ্কার কত বড় বড় বীরের সেই যুদ্ধে মৃত্যু হচ্ছে ; আমারও ত হ'তে—

সুরজা। [সত্বর-হস্তে তরণীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া] দেখ, তা' হ'লে আমি কিন্তু নিশ্চয়ই সাতদিন—

তরণী। বেশ—তবে থাক্, আমার মৃত্যু নাই, আমি খোয়া যেতে পারি না, আমি সুরজার আঁচলে-বাঁধা-মাণিক, কেউ খুলে নিতে পার্‌বে না, কেমন ?

সুরজা। হাঁ গো মশাই ! তাই—তাই।

তরণী। আচ্ছা, সুরজা !

সুরজা। [করযোড়ে] আজ্ঞে করুন।

তরণী। বাঃ—বেশ ত ! মন্দ হচ্ছে না।

সুরজা। হচ্ছে না, না কি ?

তরণী। সুরজা ! তুমি নিতান্তই পাগল, নৈলে স্বামীর সঙ্গে বুঝি ঐরূপ রঙ্গ কর্‌তে হয় ?

সুরজা। তোমার লঙ্কাপুরীর মেয়েরা বুঝি তা' হ'লে নিজের স্বামীর সঙ্গে রঙ্গ না ক'রে বাইরের লোকের সঙ্গে রঙ্গ করে ? তা এ বেশ নিয়ম তোমাদের !

তরণী। আমাদের মেয়েরা স্বামীকে পূজা করে—ভক্তি করে।

সুরজা। আর রঙ্গ কর্‌বার সময় কার সঙ্গে করে ?

তরণী। হার মান্‌লেম, সুরজা !

সুরজা। তা' হ'লে আমার জিৎ ?

তরণী। চিরকালই।

সুরজা। তবে এখন কি বল্‌ছিলে, বেশি ভূমিকা না ক'রে ব'লে ফেল।

তরণী। বল্‌ছিলেম, সত্যই যদি আমাকে যুদ্ধে যেতে হয়, তখন তুমি কি কর্‌বে, তাই জিজ্ঞেস্ কর্‌ছিলেম।

সুরজা। আমি তোমাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বিদায় দেবো, বুঝ্‌লে ?

তরণী। [সবিস্ময়ে চাহিয়া] তুমি ? তুমি সুরজা ? তুমি আমাকে যুদ্ধে যাবার সময় হাস্‌তে-হাসতে বিদায় দেবে ? বল কি, সুরজা ? যে সুরজা তুমি আমাকে জগতের অন্তরালে লুকিয়ে রেখেও তৃপ্তিলাভ কর্‌তে পার না, যে সুরজা তুমি আমাকে চক্ষের অন্তরালে রেখে তিলার্দ্ধও স্থির থাক্‌তে পার না, সেই তুমি আমাকে হাস্‌তে হাস্‌তে যুদ্ধে বিদায় দেবে ? বিদায় দেওয়া ত দূরের কথা, তুমি যে এ কথা মুখে প্রকাশ কর্‌তে পেরেছ—এতেই আশ্চর্য্য হচ্ছি !

সুরজা। [বিদ্রূপচ্ছলে] না, উনিই কেবল বীর, আর কেউ বীরাঙ্গনা হ'তে জানে না !

তরণী। সুরজা, তোমাকে চিনে ওঠা দায় !

সুরজা। সেটা তোমার পক্ষে বড় বুদ্ধিমানের কথা হ'ল না, তা' আমি তোমায় আগে থাক্‌তে ব'লে দিচ্ছি কিন্তু।

তরণী। সুরজা ! যথার্থই আজ তুমি আমার কাছে একটা মস্ত হেঁয়ালি।

সুরজা। তা' হ'লে ত এদ্দিন পরে বড় একটা আবিষ্কার ক'রে ফেলেছ ! এইবার তোমার নাম কেতাবে নিশ্চয়ই উঠ্‌বে।

তরণী। ভারি মুখরা হয়েছ ত, দেখ্‌ছি।

সুরজা। যে পুরুষ আপনার পত্নীকে চিন্‌তে না পেরে একটা হেঁয়ালি মনে করে, তার কাছে তার পত্নী দুটো প্রাণ খুলে কথা বল্‌লে যে, মুখরা হ'য়ে উঠ্‌বে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

তরণী। নাও, আমি এবার একেবারেই হার মেনেছি, আর যদি কোন কথা কই!

সুরজা। এরূপ বালিকার কথায় রাগ করা, এও বুঝি একটা বীরত্বের লক্ষণ?

তরণী। [ঈষৎ হাসিয়া] কথা কইলে ত?

সুরজা। বোবার কোন দিনই শত্রু নাই।

তরণী। কিছুতেই কইব না।

সুরজা। না—ও কিছুই কইছ না।

তরণী। আচ্ছা, এইবার দেখ।

সুরজা। বেশ, আমিও আজ থেকে সাত দিন উপোস্ ক'রে থাক্‌ব, কারও কাছে যাব না—কারও কথা শুন্‌ব না, কারও মালা গেঁথে দেবো না, কারও ইষ্টপূজার ফুল তুলে নৈবেদ্য সাজিয়ে দেবো না, কারও অঙ্গে রামনামের তিলক কেটে দেবো না, রামগুণ গান গেয়েও শোনাব না।

তরণী। দিব্যি ক'রে ব'স না যেন!

সুরজা। [হাসিয়া হাতে তালি দিতে দিতে] এই যে কথা ব'লে ফেলেছ। জিৎ—আমারই জিৎ।

পূর্ব্ব গান।

তোমায় কোথায় লুকায়ে রাখি, বল হে প্রিয়তম।

ইত্যাদি।

[গান করিতে করিতে তরণীকে কণ্ঠালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণ-শিবির।

ধনুর্ব্বাণ হস্তে বিষণ্ণভাবে রামচন্দ্রের প্রবেশ।

রাম। বীর কুম্ভকর্ণ আজি পড়িয়াছে রণে।
ভ্রাতৃশোকে রক্ষঃপতি উন্মাদের প্রায়,
বার বার সিংহাসন হ'তে
ভূমে পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া ;
বার্ত্তাবহ মুখে এবে পাইনু সংবাদ।
হায়! ভ্রাতৃশোক এমনি ভীষণ!
বিশাল হিমাদ্রি সম
লঙ্কেশের দৃঢ় বক্ষঃস্থল,
ভ্রাতৃশোকে ভাঙিয়াছে পঞ্জরে পঞ্জরে।
জীবনের চির-সহচর—
জীবনের একমাত্র সরল বান্ধব,
ভ্রাতৃসম কেহ নাই এ সংসার মাঝে।
ভ্রাতৃনামে প্রাণে মোর করুণা সঞ্চারে,
ভ্রাতৃনামে স্নেহ-সিন্ধু ওঠে উথলিয়া,
ভ্রাতৃশোক-শব্দে প্রাণ দুরু দুরু কাঁপে।
শত্রু মম দশানন আজি,
স্বহস্তে তাহার
সহোদর কুম্ভকর্ণ বীরে

আমিই করেছি বধ আজি মহারণে।
তথাপি সে ভ্রাতৃহারা রাবণের তরে
ঝরে আঁখি শতধারে মম ;
মনে ওঠে কত অকল্যাণ !
ভাবি মনে, প্রাণাধিক লক্ষ্মণের আজি
শত্রু-করে ঘটে যদি হেন অমঙ্গল,
তা' হ'লে রামের দশা কি ঘটিবে হায় !
তা' হ'লে রামের গতি—
ও-হো-হো পারি না ভাবিতে !
হা বিধাতঃ !
কি কুক্ষণে প্রবেশিনু কাল-পঞ্চবটী বনে !
কি কুক্ষণে দেখা হ'ল সূর্পনখা সনে !
তাই আজি সীতা কাঁদে অশোক-কাননে,
তাই আজি ভাসে লঙ্কা শোকের সাগরে,
তাই প্রাণ কাঁপে সদা লক্ষ্মণের তরে।
সর্ব্বক্ষণে কি এক আতঙ্ক
ফেরে যেন পশ্চাতে পশ্চাতে মম।
কি জানি কি ঘোর ঝঞ্ঝা
নিঃশব্দে লুকায়ে আছে
ভবিষ্যের যবনিকা-তলে।

[গণ্ডে হস্ত দিয়া চিন্তিতভাবে অবস্থান।

ধনুর্ব্বাণ হস্তে লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। [সবিস্ময়ে] একি ! আর্য্য !
কুম্ভকর্ণ সম বীরে

নিজ করে করিয়া সংহার,
আনন্দের পরিবর্ত্তে
নিরানন্দ নীরে কেন হেরি নিমজ্জিত ?

রাম। ভাই রে লক্ষ্মণ!
নিরানন্দে বিকল হৃদয় ;
কি কহিব,
শত্রুনাশে নাহি শান্তি পাই,
বরঞ্চ অশান্তি-স্রোত বাড়িছে হৃদয়ে।

লক্ষ্মণ। জানি, তুমি পরম দয়াল!
শত্রু-মিত্রে সমান করুণা তব,
তাই তোমা কৃপাময় বলে সর্ব্বজনে।
কিন্তু আর্য্য! রাজীবলোচন!
ভাব' দেখি একবার জানকীর কথা,
চিন্ত' দেখি একবার জানকীর ব্যথা!
অভাগিনী মা আমার,
কি ভীষণ মর্ম্মজ্বালা
সহিতেছে অশোক-কাননে!
দিবানিশি রাবণের কুৎসিত বচন শুনি'
দিবানিশি চেড়ীদের দারুণ প্রহারে
জর্জ্জরিতা অভাগিনী জনক-নন্দিনী।

রাম। তাও জানি—তাও বুঝি, ভাই!
কিন্তু হায়!
শত্রুবক্ষ তীক্ষ্ণশেলে করিতে বিদীর্ণ
কাঁপে কর থর্ থর্ করি ;

আঁখি-নীরে ভাসে বক্ষঃস্থল।
একদিকে জানকী-উদ্ধার,
অন্তদিকে শত্রুনাশে কাঁদে প্রাণ।
উভয় সঙ্কটে আমি পড়েছি, লক্ষ্মণ!
কি করিব— কিছু নাহি স্থির,
অস্থির মস্তিষ্ক মোর, অস্থির হৃদয়।

লক্ষ্মণ। তাই হ'ক্, কমললোচন!
থাকুন নিরস্ত, আর্য্য, শত্রুকুল নাশে।
পদাশ্রিত দাস আছে;
মাত্র ওই চরণ প্রসাদে
পদাশ্রিত দাস তব
জননীরে উদ্ধারিবে নাশি রক্ষঃকুল।

রাম। বুঝিবি না, ভাই রে লক্ষ্মণ!
তোর তরে কি আকুল রামের হৃদয়!
ইচ্ছা মনে হয়, রে লক্ষ্মণ!
বক্ষে তোরে করিয়া ধারণ
লঙ্কার সমর হ'তে বহু ব্যবধানে
ল'য়ে তোরে রাখি লুকাইয়া।
কাজ নাই সীতার উদ্ধারে,
তোর চিন্তা মনে হ'লে
সব চিন্তা—ভাই রে আমার,
কোথা যেন হয় অন্তর্হিত!
তাই বলি, প্রাণাধিক ভাই!
রাখ্ মোর একটি বচন;

কাজ নাই রণে আর,
লঙ্কার রুধির-স্রোত বন্ধ হ'য়ে যাক্,
একসঙ্গে চ'লে যাই বহু দূর বনে,
জগতের কোলাহল নাহি রে যেখানে।
যে দেশেতে সীতা নাম শোনে নাই কেহ,
যে দেশেতে সীতা নাম শোনাবে না কেহ,
হেন দেশে দুই ভাই আয় চ'লে যাই।
কাঁদুক্ অভাগী সীতা অশোকের বনে,
পশিবে না সে রোদন এই বধির শ্রবণে।

[লক্ষ্মণের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন]

বিভীষণের প্রবেশ।

বিভীষণ। [দেখিয়া সবিস্ময়ে] একি! রামচন্দ্রের চক্ষুর্দ্বয় হ'তে এমন অজস্রধারে ধারা বর্ষিত হচ্ছে কেন? ঠাকুর লক্ষ্মণও ত দেখ্‌ছি, নির্ব্বাক্, নিস্পন্দভাবে, কাতর নয়নে রামচন্দ্রের বক্ষঃস্থলে মস্তক রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। ব্যাপার কি? [নিকটে গিয়া] এ কি মিত্র, আজ আবার এ কি ভাব দেখি?

রাম। এস, মিত্র!

লক্ষ্মণ। মিত্র বিভীষণ! মা জানকীর উদ্ধার বুঝি আর হ'ল না; চিরদুঃখিনী মাকে বুঝি চির-বিসর্জ্জন দিয়েই যেতে হ'ল!

বিভীষণ। এ কথার তাৎপর্য্য যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে।

রাম। আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, মিতা! সীতার উদ্ধার আর আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।

লক্ষ্মণ। কুম্ভকর্ণকে বধ কর্‌বার পর থেকেই আর্য্যের এইরূপ ভাব-

বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়েছে। করুণা-আধার শত্রুর প্রতিও করুণার উৎস উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন। সেই অসীম করুণাবেগই শত্রুর প্রতি আর্য্যের অশেষ সহানুভূতি এনে দিয়েছে। যে সহানুভূতির কাছে মা জানকীর উদ্ধার-চেষ্টা পর্য্যন্ত আজ অকিঞ্চিৎকর ব'লে বোধ হয়েছে। যে সহানুভূতির বেগ আজ আর্য্যের ভ্রাতৃস্নেহ-সিন্ধুতে উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ তুলে দিয়েছে, সেই ভ্রাতৃ-স্নেহাধিক্যই আজ আমার ভাবী অকল্যাণের বিশ্বাসকে রাম-হৃদয়ে দৃঢ় ক'রে প্রোথিত ক'রে দিয়েছে; সেই ভ্রাতৃস্নেহের প্রবল ধারাই—ঐ দেখ, মিত্র! রামচন্দ্রের নেত্রপথে অশ্রুরূপে বিগলিত হচ্ছে। এখন কি উপায় করা যায়? জনম-দুখিনী মাকে আমার আর বুঝি উদ্ধার করতে পারলেম না। হায়! কি হতভাগ্য আমরা! ওঃ—

রাম। মিত্র! আমার প্রাণের কথা সমস্তই আজ লক্ষ্মণের মুখে শুনতে পেলে। এখন এক কাজ কর, হতভাগ্য রামকে পরিত্যাগ ক'রে নিজের ভায়ের কাছে যাও; ভাই হ'য়ে ভাইকে ছেড়ে থেকো না। আজ ভ্রাতৃশোকের প্রবল আঘাতে দশানন ক্ষত-বিক্ষত, এ সময়ে ভাই ছাড়া হ'য়ে থেকো না। যাও—দুই ভায়ে আজ গলাগলি হ'য়ে ভ্রাতৃপ্রেমের অমিয়-স্রোতে ভেসে চ'লে যাও: আর কোন দিকে চেয়ে দেখো না। আর আমার বানর-কটকগণকে দেশে ফিরে যেতে ব'লে দাও; দেশ-মাতৃকার কোলে গিয়ে তারা চিরশান্তি ভোগ করুক্। আমিও আমার লক্ষ্মণকে নিয়ে কোন নিবিড় অরণ্যে গিয়ে লুকিয়ে থাকি গে। আমি বৃথা হত্যাস্রোত বৃদ্ধি ক'রে জানকীর উদ্ধার সাধন করতে পারব না। আমি এক নারীর জন্য লঙ্কার লক্ষ-লক্ষ রমণীকে পতি, পুত্র, আত্মীয়, ভ্রাতার শোকে হাহাকার করাতে পারব না। এমন জীবহত্যার দ্বারা জানকীর উদ্ধারে আমি কিছুমাত্র শান্তি পাব না। সীতা যদি যথার্থ সতী হয়, তা' হ'লে তার সতীত্ব সে নিজেই রক্ষা

করতে পারবে, এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে। আমাদের পুনর্মিলন সুখ বিধাতার অভিপ্রেত নয়। তাই যদি হ'ত, তা' হ'লে আমি কিছুতেই সেই মায়াবী সুবর্ণ-মৃগের অনুসরণ করতেম না, এবং সীতাও আজ লঙ্কাপুরে এসে অশোক-বনে ব'সে চেড়ীগণের লাঞ্ছনাও ভোগ করত না। তাই বল্‌ছি, মিত্র! আমার এই শেষ প্রার্থনাটি তোমরা পূর্ণ কর।

ধীরে ধীরে ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম।—[করযোড়ে]

গান।

হে ভূভার-হরণ রাম কমললোচন।
ভূভার হরিতে, এই অবনীতে
অবতীর্ণ তুমি শ্রীমধুসূদন।
পাপের ভারে ধরা যায় রসাতলে,
ঝরে ধারা ধরার নয়ন যুগলে,
তুমি বিনে বল হরি, রাখে কে অকূলে,
কর হে দুখহারী ধরা-ভার বিমোচন।
অধর্ম্ম-তাড়নে ধর্ম্ম অধোগতি,
কাঁদে সুরগণ সহ সুরপতি,
চেয়ে দেখ বারেক ভীষণ দুর্গতি,
লভে দুর্ম্মতি-করে দুর্দ্দশা লাঞ্ছন।

রাম। কে তুমি, মহাপুরুষ?

ধর্ম্ম।— [পূর্ব্বগীতাংশ]

আমি ধর্ম্ম হের কি মর্ম্মপীড়ন,
কি কর্ম্ম দোষে সহি এ অধর্ম্ম তাড়ন,
দলে পদতলে দুষ্ট দশানন,
পাল শিষ্টে, করি দুষ্টের দমন।

রাম।　হায় ধর্ম্ম! অরণ্যে রোদন তব,
কেবা আমি, কি শক্তি আমার,
যে শক্তিতে পারি আমি অধর্ম্ম নাশিতে ?
যে শক্তিতে ধর্ম্ম তোমা পারি উদ্ধারিতে ?

ধর্ম্ম।— [পূর্ব্বগীতাংশ]
তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী,
রামরূপে তুমি ভূভারহারী,
তোমারি মায়াতে তুমি হে শ্রীহরি
রয়েছ বিস্মরি নিজ বিবরণ ॥

রাম। [স্বগত]
বুঝি না—জানি না, কেবা আমি,
কেন বলে মোরে সবে ভূভার-হরণ ?
অন্য কেহ নহে—
নিজে ধর্ম্ম নিজমুখে
আমার অনন্ত শক্তি করিছে কীর্ত্তন।
আমি নারায়ণ—
মায়া-বলে নিজ তত্ত্ব আছি বিস্মরণ।
সত্যই কি তাই ?
সত্যই কি জন্ম মোর অধর্ম্ম নাশিতে ?
সত্যই কি আমা হ'তে
হবে ভবে শান্তির স্থাপন ?
সত্যই কি জানকী উদ্ধারচ্ছলে
করিতেছি ভূভারহরণ ?
কিংবা কি এ মস্তিষ্ক-বিকার,

অথবা তন্দ্রার ঘোরে কুহক-স্বপন ?
কে করে এ বিপদে সংশয়-ভঞ্জন ?

ধর্ম্ম।— [পূর্ব্বগীতাংশ]
পূর্ণব্রহ্ম তুমি নিখিল পিতা,
পূর্ণলক্ষ্মী তব জনক-দুহিতা,
রাবণের করে হ'য়ে অপহৃতা,
অশোক-বনে সীতা করেন রোদন ॥

রাম। শোন, মিত্র বিভীষণ ! ধর্ম্মের বচন,
পূর্ণব্রহ্ম রাম আমি, পূর্ণলক্ষ্মী সীতা,
কহ মিতা, সত্যই কি তাই ?
দুর্ভাগ্যপীড়িত হতভাগ্য আমি,
রাজ্য-বিতাড়িত আমি ভ্রমি বনে বনে,
নিজ পত্নী হরে লঙ্কার রাবণ,
তবু আমি পূর্ণব্রহ্ম হরি ?
ভেঙে দাও এ সমস্যা, মিত্র বিভীষণ !

বিভীষণ। নারায়ণ !
পূর্ব্ব অভিশাপে আছ তুমি আত্মবিস্মরণ,
তাই তব নিজ তত্ব না হয় স্মরণ।
যুগে যুগে যুগধর্ম্ম করিতে রক্ষণ,
অবতীর্ণ হও ভবে, রাজীবলোচন !
ত্রিলোচন, বিধি, বিষ্ণু,
সকলি ত তুমি, নারায়ণ।
এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমাতে উদ্ভব।
সত্ত্ব-রজঃ-তম গুণে

সৃষ্টি-স্থিতি-লয় নিত্য করিছ সাধন।
কে পারে মহিমা তব করিতে বর্ণন ?
রক্ষোবংশ ধ্বংস হেতু
সেতু বাঁধি' এসেছ লঙ্কায়।
তব করে মরিলে রাক্ষস,
যাবে চলি' বৈকুণ্ঠ-ভবনে।
তাই বলি, নহে শুধু ধ্বংস হেতু,
উদ্ধারের সেতু তুমি রাক্ষসকুলের।
অতএব কেন চিন্ত' জীবহত্যা তরে ?
হত্যা নয়—মুক্তিদান মোক্ষদাতা তব।

রাম। তবে শোন, মিত্র বিভীষণ !
প্রাণাধিক লক্ষ্মণে আমার,
না দিব করিতে রণ রাক্ষসের সনে।
আমিই যুঝিব একা লঙ্কার সমরে।

লক্ষ্মণ। দয়াময় ! কৃপার জলধি !
এ অকৃপা কেন মোর প্রতি ?
প্রাণভয়ে কেবা কোথা ক্ষত্রিয়-নন্দন,
রণক্ষেত্রে না করিয়া রণ,
কাপুরুষ সম থাকে গৃহেতে লুকায়ে ?
বিশেষতঃ দশরথ-পুত্র আমি,
মহাবাহু রাম-সহোদর,
আমি র'ব বিরত সমরে ?
আর্য্য ! রঘুমণি !
এ কলঙ্ক-গ্লানি

সহিতে কি পারিব কথন ?
বীর তুমি, জান ভাল বীরের হৃদয়.
আরো ভাল জান তুমি লক্ষ্মণের প্রাণ,
মা জানকী মোর
রক্ষোগৃহে থাকিতে বন্দিনী,
রক্ষঃকুলে না করি নিপাত
একাকী নিশ্চিন্ত র'বে লক্ষ্মণ তোমার ?
একি অসম্ভব বাণী শুনি, রঘুনাথ !
কি দোষে হয়েছি দোষী তব পদে, দাদা,
বাম তাই তুমি মোরে আজ ?
হেন সাধে সাধিও না বাদ।
সত্য যদি ভালবাস মোরে,
সত্য যদি ভ্রাতৃস্নেহে মুগ্ধ তব প্রাণ,
তা' হ'লে হে রাজীবলোচন !
রণে যেতে ক'রো না নিষেধ।
হৃষ্ট মনে দেহ অনুমতি,
যাব আমি যুঝিতে সমরে।

বেগে হনুমানের প্রবেশ।

হনুমান। একি ! সবাই এখানে চুপ্ ক'রে ব'সে ? ওদিকে যে রাবণের ব্যাটা অতিকায় এসে হুলুস্থুল বাধিয়ে দিয়েছে। বানর-সৈন্য ছোড়্ভঙ্গ হ'য়ে যাচ্ছে। শীঘ্র আসুন—শীঘ্র আসুন। আমি চল্লুম। জয় রাম ! জয় রাম !

[বেগে প্রস্থান।

বিভীষণ। রঘুদেব! আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করা উচিত নয়, রাবণ-পুত্র অতিকায় একজন মহাবীর। এখনই তাকে সংহার কর্‌তে হবে, চলুন সকলে।

লক্ষ্মণ। পদে ধরি, রঘুনাথ!

[তথাকরণ]

অনুমতি দেহ একবার,
অতিকায় সহ আমি করিব সংগ্রাম।

রাম। চল, ভাই! আমি তব হব সহচর,
এস ধর্ম্ম!
চির ভাগ্যহীন মোরে ক'রো না বর্জ্জন।
এস সঙ্গে, মিত্র বিভীষণ।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

লঙ্কা—নিভৃত-স্থান।

বিজট ও বিজটার প্রবেশ।

দ্বন্দ্ব-নৃত্যগীত।

বিজট।— আমি খ'সে পড়েছি কলা দেখিয়ে।
যেতে যেতে পেছন থেকে (বুঝ্‌লে কি না)
তুই যেমন দিলি শিখিয়ে।

বিজটা।— বেশ করেছিস্ মাণিক আমার,
যুদ্ধে গেলে ফির্‌তিস্ কি আর;

বিকট।— আছে ঘরপোড়াটা বিষম ঠ্যাটা,

বিকটা।— দেখ্‌লে তোরে বাঁধ্‌তো লেঠা,

বিকট।— তবেই আমার যেত প্রাণটা,

সে চাইত যদি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে।

বিকটা।— তুই যুদ্ধে যদি ম'রে যেতিস্‌,

বিকট।— বল্‌ তবে তুই কি কর্‌তিস্‌,

বিকটা।— তোর শ্রাদ্ধ করতুম দেখ্‌তে পেতিস্‌,

ভাল ক'রে পিণ্ডি চট্‌কিয়ে।

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

লঙ্কা—রণক্ষেত্র।

একদল রাক্ষস-সৈন্যসহ যুদ্ধ করিতে করিতে

হনুমানের প্রবেশ ও প্রস্থান।

বেগে বিভীষণের প্রবেশ।

বিভীষণ। ভীষণ—ভীষণ যুদ্ধ!

অতিকায় সহ রণে

না পারে তিষ্ঠিতে আজি বানর-কটক।

নাহি দেখি রামচন্দ্র, ঠাকুর লক্ষ্মণে,

ঠাকুর লক্ষ্মণ বিনা

না মরিবে বীর অতিকায়।

বানর-কটক মাঝে পড়ে হাহাকার,

ছিন্ন-ভিন্ন কপিকুল অতিকায় শরে।

কি করি উপায় !
কোথা পাই ঠাকুর লক্ষ্মণে।

[বেগে প্রস্থান।

ধনুর্ব্বাণ হস্তে বেগে লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। পাড়িলাম কোটি কোটি রাক্ষস-সেনানী,
কিন্তু কই ?
অতিকায়ে না পাই দেখিতে।
ওই—ওই—প্রাণপণে
যোঝে বীর বানরের সনে।
এই মৃত্যুবাণ যুড়িনু ধনুকে,
এখনি বধিব দুষ্ট অতিকায় শূরে।

[বেগে প্রস্থান।

বেগে রামচন্দ্রের প্রবেশ।

রাম। করিছে ভীষণ রণ বীর অতিকায়,
ছত্রভঙ্গ করিয়াছে কপিসৈন্যগণে।
একাকী লক্ষ্মণ ভাই গিয়েছে সমরে ;
ভয় হয় মনে, কি জানি কি ঘটে !
যাই আমি লক্ষ্মণ নিকটে।

[বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

লঙ্কা—অন্তঃপুর।

কুম্ভের হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে

নিকুম্ভের প্রবেশ।

গান।

নিকুম্ভ।— ওগো, বল দাদা মোদের পিতা কোথায়।
আমি যাব আমার পিতা যথায়।

কুম্ভ।— ভাই রে, নাই রে মোদের পিতা বেঁচে,
পিতা যে মোদের ছেড়ে গেছে,
(আর ত পাব না, ভাই)
(এ জীবনে পিতার দেখা, আর ত পাব না ভাই)

নিকুম্ভ।— (দাদা আমায় বল বল)
(পিতার অকালে ঘুম কে ভাঙাল)

কুম্ভ।— আর কাঁদিস্ নে, ভাই,
আয় ঘরে যাই,
খুঁজে আর পাব না পিতায়।

ক্রুদ্ধা প্রচণ্ডার প্রবেশ।

প্রচণ্ডা।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

ওরে কুসন্তান, তোরা যা রে দূর হ'য়ে,
এখনো আছিস্ প্রতিহিংসা না মিটায়ে,
বধি পিতৃ-অরি আসিবি ফিরিয়ে,
নতুবা ও মুখ দেখাস্ নে হেথায়।

নিকুম্ভ।— "ওগো বল দাদা মোদের পিতা কোথায়।"

প্রচণ্ডা। দুর্ব্বল কাপুরুষ ভীরু যারা, তাদের এক কান্না বৈ আর থাকে কি? হা অদৃষ্ট! এমন কাপুরুষ সন্তান প্রচণ্ডা গর্ভে ধরেছিল! রক্ষঃকুলে এমন নিকৃষ্ট হেয় সন্তান আর কার আছে? পুত্র হ'য়ে যারা পিতৃহন্তাকে সংহার না ক'রে ঘরে ব'সে ব'সে কেবল অশ্রুমোচন কর্‌তে জানে, তাদের মত অধম এ সংসারে কে আছে? হীনবীর্য্য পুত্র তোরা? তোদের পিতা আজ অকালে ঘুম ভেঙে কালের কবলে প্রাণ দিয়েছে, আর তোরা তার প্রতিহিংসা সাধন না ক'রে এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্? ধিক্—ধিক্, কুলাঙ্গার, তোদের শত ধিক্!

উভয়ে। মা! মা! পায়ে ধরি, আমাদের ক্ষমা কর। [পদধারণ]

কুম্ভ। মাগো! পিতার শোকে আমরা অধীর হ'য়ে নিজেদের কর্ত্তব্য ভুলে গিয়ে যে অপরাধ করেছি, তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য এখনই আমরা দুই ভাই, জ্যেঠা মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে যুদ্ধে যাত্রা কর্‌ব। যদি পিতৃহন্তাকে বধ ক'রে প্রতিহিংসা সাধন কর্‌তে পারি, তবেই আবার ফিরে আস্‌ব, তবেই আবার ফিরে তোমাকে মুখ দেখাব; নতুবা এ মুখ আর আমরা দেখাব না। আয়, ভাই নিকুম্ভ! দুই ভাই মিলে পিতৃশত্রু নিপাত করি গে। যতক্ষণ আমরা পিতৃহন্তাকে বধ কর্‌তে না পার্‌ব, ততক্ষণ আমরা পিতার জন্যে একবিন্দু অশ্রুও ত্যাগ কর্‌ব না। [নিকুম্ভের চক্ষু মুছাইয়া দিয়া হস্ত ধরিয়া] ছিঃ—আর কাঁদে না, এস ভাই! মাতৃ-চরণে প্রণাম ক'রে আমরা জ্যেষ্ঠতাতের কাছে অনুমতি নিতে যাই।

[মাতৃপদে প্রণামান্তর উভয়ের প্রস্থান।

প্রচণ্ডা। প্রচণ্ডা এই ত চায়, বাঘিনী তার শাবককে কেবল গুহার মধ্যে লুকিয়ে রাখ্‌বার জন্য স্তন্যপান করায় না; সে চায়—তাকে যথার্থ বাঘিনীর শাবক ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে। সে আনন্দ পায়—যখনই তার শাবক একলম্ফে তার শিকারের স্কন্ধে গিয়ে প'ড়ে তার কণ্ঠরক্ত

পান ক'রে ফিরে আসে। আজ প্রচণ্ডার প্রাণে পুত্রস্নেহ নাই, আজ প্রচণ্ডা তার অনাথ শিশু পুত্র দুটিকে হাস্‌তে হাস্‌তে সেই ভীষণ সমরানলে ঝাঁপ দেবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রচণ্ডা আজ প্রচণ্ডা রাক্ষসী, আর তার চক্ষে পতিশোকের অশ্রু নাই; আছে অনলময়ী তীব্র জ্বালা! আজ তার পতিশোকের হু হু করা অনলের সঙ্গে তীব্র প্রতিহিংসার কালানল জ্ব'লে উঠে—অশ্রুজলকে শুকিয়ে ফেলে দিয়ে হৃদয়কে ভীষণ মরুভূমি ক'রে তুলেছে। এ জ্বালা জুড়াবে সেইদিন—পতিশোকের অশ্রু ত্যাগ করব সেইদিন—যেদিন তার পতিহন্তা রামলক্ষ্মণের ছিন্নমুণ্ড দুটার উত্তপ্ত রুধিরধারা প্রাণভ'রে পান করতে পারব; নতুবা এ প্রচণ্ডার চক্ষে কেহ এখন এক ফোঁটা অশ্রু দেখ্‌তে পাবে না। যতক্ষণ পতিহত্যার প্রতিহিংসা সাধন কর্‌তে না পার্‌বে, ততদিন প্রচণ্ডা উল্কার ন্যায় দিগ্‌দিগন্তে ছুটে ছুটে বেড়াবে—আগ্নেয়গিরির ন্যায় জ্বালা উদ্গীরণ কর্‌বে, দাবাগ্নির মত জ্ব'লে উঠে সপ্তসিন্ধু-বারি নিঃশেষ ক'রে ফেল্‌বে।

প্রচণ্ডার প্রতিহিংসা কত যে ভীষণ,
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল দেখিবে তখন!

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

লঙ্কা—প্রাসাদ।

রসমাণিক্যের প্রবেশ।

রস। আছি মন্দ নয়, চালাচ্ছি বেশ—চল্‌ছেও ভাল। রসমাণিক্যের রসালাপে লঙ্কাপুরীর সকলেই তুষ্ট, সকলেই সুখী। ছোঁড়া-বুড়ো—ছুঁড়ী-বুড়ী সকলেই আমার রসে ডগমগ। অধিকন্তু খেঁদী সূর্পনখী মাগী যেন বেশ একটু নয়নাবাণ হান্‌তে সুরুও করেছে। অযাত্রা রাঁড়ী মাগীর বুড়ো বয়সেও পিরীতি পাকাবার সাধ মেটে নি। তা আমিও ত ঐ চাই; আমি পাপ, পাপের ভরা ষোল আনা ভর্‌তি করতে পারলেই ত আমার বাহাদুরী। এ লঙ্কাটাতে আমার পুরোদস্তর আধিপত্য চালাব ব'লেই ত বহুকাল থেকে রাবণের স্কন্ধে চেপে এখানে অবস্থান কর্‌ছি। সব চাইতে সীতাহরণ ব্যাপারটাই আমার কাজের অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে। আমি পাপ, দেবতাদের মধ্যে আমার নিকৃষ্ট স্থান হ'লেও স্বদেশের টান্‌টা কি, না থেকে যায়? তাই স্বর্গবাসী দেবতাদের কণ্টক দূর কর্‌বার পথ পরিষ্কার করতে আমি স্বয়ং পাপ রসমাণিক্য নামে ছদ্মবেশে লঙ্কায় এসে আস্তানা পেতেছি। এই যে লঙ্কায় যুদ্ধ আর একে-একে রাক্ষস-বংশ উজোড় হচ্ছে. এর মূলে কে? স্বয়ং পাপ আমি। আমি রাবণের ঘাড়ে চেপে না বস্‌লে কি রাবণ সেই সীতাহরণ কর্‌ত? না সীতার কেশ-স্পর্শে অল্পায়ু হ'য়ে মৃত্যুর দিকে ঘনিয়ে আস্‌ত? এত যে স্বদেশবাসী দেবতাদের জন্য খেটে মর্‌ছি, তবুও কি তারা আমাকে একটু ভাল চক্ষে দেখে? তা না দেখে না দেখুক, আমার কাজ আমি ক'রে যাই।

ধীরে ধীরে সূর্পনখার প্রবেশ।

সূর্পনখা। [নাকি সুরে] এঁই যেঁ রঁসের সাঁগর—রঁসের নাগর, রসমাণিক্য মশাই? এঁকলাটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোঁন রঁসে হাবুডুবু খাঁচ্ছ?

রস। [স্বগত] একেবারে খাঁটী পেত্নী! [প্রকাশ্যে] আর কি করা যায় বল, যুদ্ধের হৈ-চৈতে ত আর কেউ বড়-একটা কাছেও আসে না; কাজে-কাজেই একলাটি থাক্‌ব ছাড়া আর দোক্‌লা পাওয়া যায় কোথায়? আর রসেই বা হাবুডুবু খাব কোত্থেকে? বীররসের পালা পড়েছে, তার কাছে কি আর আদিরস দাঁড়াতে পারে? আর লঙ্কায় তেমন রসিকাই বা কে আছে যে, রসমাণিক্যের সঙ্গে দুটো রসালাপ কর্‌তে পারে?

সূর্পনখা। বঁল কিঁ হেঁ, মাণিক! লঙ্কাতে তুঁমি এঁকটিও রঁসিকা দেঁখ্‌তে পেলে না?

রস। সে একটির মধ্যে এক তুমি যা আছ, তা বৈ আর কৈ দেখ্‌তে পাই নে।

সূর্পনখা। তঁবে যেঁ বঁলছ, রঁসালাঁপের লোঁক খুঁজে পাও না?

রস। তোমাদের রাজবাড়ীতে এখন যে তাল লেগে গেছে. তাতে কি আর শ্রীমতীর দেখা পাওয়া সম্ভব?

সূর্পনখা। আঁ কঁপাল! তাঁতে আঁমার কিঁ? আঁমি কিঁ ঐ সঁব কেঁ মর্‌ল, কেঁ থাঁক্‌ল, তাঁই দেঁখে বেঁড়াব? আঁমি চিঁরকাঁলই সুখের ময়না; মায়েঁর আঁছরে মেয়ে, দাঁদাদের আঁছরে বোঁন্, আঁমার ফুঁর্‌তিতে বাঁধা দিতে পারে কেঁ? আঁমি কিঁ কাঁরো ধাঁর ধারি? উড়ো পাখী—যেঁথায় সুঁখ, সেঁইখাঁনে গিঁয়ে উড়ে বঁস্‌ব।

রস। তা বটে—বটে। ওটা বলা আমার মস্ত ভুল হ'য়ে গেছে। [করযোড়ে] তবে হুজুরে হাজির আছি ; "ভুজপাশে বাঁধি কর দণ্ড।"

সূর্প। [পূর্ব্ববৎ] রসমাণিক্য ! তুমি পিরীত কাঁরে বঁলে জান ?

গান।

রস। [সুরে] সখি ! পিরীতি পিরীতি তিনটি আখর

কত মধু ভরা তায়।

আহাহা ! পি—রী—তি। রস যেন গড়িয়ে পড়ছে।

[সুরে] সখি ! পিরীতি পিরীতি তিনটি আখর

কত মধু ভরা তায়।

সখি গোপনে গোপনে পিরীতি করিবে,

কেহ নাহি যেন জানে।

সূর্পনখা। পিরীতটে বেঁশ গোঁপনে গোঁপনেই জঁমে ভাল, নয় ?

রস। [সুরে] জানিলে শুনিলে, পিরীতি টেকে না,

শ্রীরসমাণিক্য ভণে ॥

সূর্পনখা [পূর্ব্ববৎ] আঁচ্ছা, রঁসমাণিক্য ! কাঁরও সঁঙ্গে কঁখন পিরীতি কঁরেছ কি ?

রস। তেমন রসিকা প্রেমিকা পেলে ত কর্‌ব !

সূর্পনখা। তাঁ হঁ'লে পেঁলে কঁর ?

রস।—[সুরে] প্রেমিকা পাইলে পিরীতি যে না করে,

তারে কি প্রেমিক কয়। (প্রাণসখীরে)

সূর্পনখা।—[সুরে] প্রেঁমিকা দেঁখিয়া যেঁ জঁন চিঁনে না

সেঁ জন প্রেঁমিক নয়। (প্রাঁণবঁধু হে)

রস। আহা, কোকিল পুড়িয়ে না খেলে কি এমন ধারা নাকেশ্বরী রাগিণীর সুর বেরোয় ?

সূর্পনখা। এ বার সুঁরে হঁ'ল না ?

রস। আর কি হয়, ও সুর শুন্‌লে কি আর এ সুর জমে ?

সূর্পনখা। তাঁ' হ'লে আমি বেশ গাঁইতেও পারি?

রস। চমৎকার—চমৎকার, আমি একবাবে গ'লে গিয়েছি!

সূর্পনখা। তবে আখর চালাই?

রস। সে আর বল্‌তে? সুধার টুক্‌রোগুলো আখরের সঙ্গে সঙ্গে ঝ'রে পড়ুক।

সূর্পনখা।—[সুরে] প্রেমের ঢেউ উঠেছে)

(প্রেম দরিয়ায় প্রেমের ঢেউ উঠেছে)

(কিবা তর তর তর ছল ছল ছল ঢেউ উঠেছে)

প্রেমিকা দেখিয়া যে জন না চেনে

সে জন প্রেমিক নয়।

রস।— [সুরে] (প্রেম কর্‌ব আমি)

(মাইরি প্রেম কর্‌ব আমি)

(আমার যা থাকে কপালে সখি, প্রেম কর্‌ব আমি)

(আমি ঘ্যাট্‌ খেয়ে পেট ভর্‌তি ক'রে, প্রেম কর্‌ব আমি)

প্রেমিকা পাইলে পিরীতি যে না করে,

তারে কি প্রেমিক কয়?

সূর্পনখা।—তুমি রসিক নাগর, প্রেমের সাগর

পরাণ বঁধুয়া মম।

রস।— [সুরে] রসিকা নাগরী, তুমি নাকেশ্বরী

প্রেমের গাগরী সম॥

সূর্পনখা— [পূর্ব্ববৎ সুরে] (বঁধু হে)

রস।—[সুরে] (সখি রে)

সূর্পনখা।—[হস্ত ধরিয়া সুরে]

তবে এস এস এস বঁধু, পিও পিও মধু

তুঁহারে সঁপিনু প্রাণ।

[গাহিতে গাহিতে উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

রাজপথ।

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠে—জয় রামচন্দ্রের জয়! জয় রামচন্দ্রের জয়!]

বেগে ভগ্নদূতের প্রবেশ।

দূত। সর্ব্বনাশ—মহা সর্ব্বনাশ!
অতিকায় পড়ে রণে লক্ষ্মণের শরে।
হায় হায় হায়! কেমনে এ নিদারুণ বাণী
শুনাইব রাজা দশাননে?
ত্রাসে কাঁপে প্রাণ,
নাহি চলে চরণ আমার।
কিন্তু দূত আমি, কি করিব?
বাধ্য হ'য়ে দুঃসংবাদ হইবে বহিতে।
যাই—যাই—যাই,
বিলম্বে রাবণ-করে জীবন-সঙ্কট।

[বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লঙ্কা—রাজসভা।

শোককাতর রাবণকে ধরিয়া মেঘনাদ, পাত্র, মিত্র ও মন্ত্রী সারণ এবং প্রতিহারীর প্রবেশ।

রাবণ। [সিংহাসনে বসিয়া ক্ষণেক স্তম্ভিত ভাবে থাকিয়া]
ওঃ! [দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ]
গেল—সব চলে গেল!
ভ্রাতা, পুত্র, বন্ধুগণ—
বক্ষের অস্থির ন্যায়,
বক্ষ হ'তে মোর
একে-একে খ'সে প'ড়ে গেল!
রক্ষোমেধ যজ্ঞানল জ্বালি'
ঘৃতাহুতি সম,
দিলাম আহুতি আমি আত্মীয়-স্বজনে।
কুম্ভকর্ণ! ও হো-হো ভাই রে আমার!
অকালে জাগানু তোরে মৃত্যুর কারণ।
অভিমানে তাই ভাই, ছেড়ে গেলি মোরে।
অতিকায়! প্রিয়পুত্র মোর!

অভিমানে প্রাণ দিলি বনচারী-করে?
পুত্রহারা পাগলিনী মাতা তোর,
কি বলিয়া বুঝাইব তারে?
হায়! লঙ্কা বীরশূন্য হ'ল এতদিনে!

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠে—জয় শ্রীরামের জয়! জয় শ্রীরামের জয়!]

রাবণ। [সহসা উত্থিত হইয়া নেপথ্যের দিকে কর্ণপাত করিয়া আরক্ত-নেত্রে চাহিয়া পুনরায় বসিয়া পড়িলেন]

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে—জয় শ্রীরামের জয়! জয় শ্রীরামের জয়!

[পুনরায় জয়ধ্বনি শুনিয়া অসি নিষ্কাসিত করিয়া রাবণ ক্রুদ্ধমূর্ত্তিতে লম্ফ দিয়া গমনোদ্যত হইলে, অন্যান্য সকলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া সিংহাসনে বসাইলেন, ক্ষণকাল গম্ভীরভাবে থাকিয়া সহসা চীৎকারপূর্ব্বক]

সীতা! সীতাকে হত্যা কর্‌ব—সীতাকে হত্যা কর্‌ব—

[বলিয়া সলম্ফে পুনরায় অসি নিষ্কাসিত করিয়া দাঁড়াইলেন]

মেঘনাদ। [সত্বর সম্মুখে গিয়া যুক্তকরে] পিতা! পিতা! স্থির হ'ন্, স্থির হ'ন্, বৃথা নারীবধে কেন উত্তেজিত হচ্ছেন? আমি আপনার নিকটে প্রতিজ্ঞা ক'রে যাচ্ছি, আজ এই রাত্রি মধ্যে নিশ্চয়ই সেই বনচারী রাম-লক্ষ্মণের বধ-সাধন ক'রে আপনার শ্রীচরণ বন্দনা কর্‌ব। আপনি নিশ্চিন্ত মনে আশীর্ব্বাদ ক'রে পুত্রকে যুদ্ধ-যাত্রায় অনুমতি দিন।

[নিঃশব্দে আসিয়া রাবণ পুনরায় সিংহাসনে বসিলেন]

অদূরে পতি-শোকাতুরা, আলুথালুবেশা, অঙ্গাভরণ খুলিতে খুলিতে অতিকায়-পত্নী মুঞ্জরা, পরিচারিকা সহ সরোদনে গীতকণ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

মুঞ্জরা।—

গান।

আমার কপাল ভেঙে গেছে, মহারাজ।
চেয়ে দেখ গো—দেখ গো—আমার সিঁথির সিন্দূর
কে মুছে নিল আজ॥
আমি যে বড় সাধের বধূ তোমার,
দেখ কি দশা হয়েছে আমার,
আমার সাধের খেলা ভেঙে দিয়েছে হৃদয়ে হানিয়ে বাজ॥

রাবণ। দেখা যায় না—সহ্য করা যায় না। ও-হো-হো-হো!

মুঞ্জরা।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

আর কি কাজ অশনে, কি কাজ বসনে,
কি কাজ আমার এ ছার ভূষণে,
(অলঙ্কার ত্যাগ)
কি কাজ বল গো জীবন ধারণে,
আমার ফুরায়েছে সব কাজ।

রাবণ। হা, পুত্র অতিকায়! কোথা গেলি, বাপ্?

মুঞ্জরা।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

(আমার) বালিকা বয়সে কি করম দোষে,
প্রাণের পাখী গেল উড়ে কোন্ দেশে,
আমার এই ছিল কি কপালেতে শেষে,
আমায় কে পরালে বল বিধবার সাজ?

[পরিচারিকা সহ প্রস্থান।

রাবণ। এই করুণ দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে করুণ ভর্ৎসনা শুনে স্থির থাকতে পারে, এ সংসারে এক রাবণ ভিন্ন অন্ত কেউ বোধ হয় নাই; এ সব শোককারুণ্যের তীব্র শেল সহ্য করবার জন্যই রাবণের বক্ষ পূর্ব্ব হ'তেই বজ্র দিয়ে গ'ড়ে রেখেছি। কিন্তু—কিন্তু, বিভীষণ! ভাই হ'য়ে—শুধু ভাই নয়,

সহোদর ভাই হ'য়ে—এক-মাতৃস্তন্যের তুল্যাধিকারী হ'য়ে, সে কি কর্‌লে? নিজের ভাই ছেড়ে—পত্নী-পুত্র ছেড়ে অম্লানবদনে গিয়ে শত্রুর শরণাগত হ'ল? নিজের জন্মভূমিকে—যে জন্মভূমির স্নেহময় অঙ্কে আশৈশব লালিত হয়েছে, আজ আবার সেই জন্মভূমিকে শ্মশান কর্‌বার জন্য শত্রুর পক্ষে গিয়ে যোগদান কর্‌লে? [দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া] বিভীষণ! কুলাঙ্গার! একবার যদি তোকে আজ সম্মুখে পেতেম, তা' হ'লে এই মুহূর্ত্তে তোর নাম সংসার থেকে চিরবিলুপ্ত ক'রে ফেল্‌তেম। দেশদ্রোহী পামর! তোর অস্থি মজ্জা ছিঁড়ে ছিঁড়ে শৃগাল কুকুরকে ডালি দিতে পার্‌লে—বোধ হয়, কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ কর্‌তে পার্‌তেম। মূর্খ-নির্লজ্জের একটু লজ্জাও হ'ল না যে, ত্রিলোক-বিজয়ী রাবণের সহোদর হ'য়ে ক্ষুদ্র নর-বানরের কাছে গিয়ে আত্ম-সমর্পণ কর্‌লে? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! কি গ্লানি! কি ঘৃণা! কি লজ্জা! [উঠিয়া পদচারণা করিয়া পুনরায় বসিলেন]।

মেঘনাদ। অনুমতি করুন, পিতা! পাপ-বিভীষণের মুণ্ড এনে পিতৃ-চরণে উপহার প্রদান করি।

রাবণ। এখনই—এখনই, কিন্তু—কিন্তু, না—না, সে যে ভাই, সে যে আমার সহোদর ভাই, ভাই হ'য়ে ভায়ের ছিন্নমুণ্ড দেখ্‌ব? তা ত পার্‌ব না, বাবা! তাকে যে আমি আশৈশব ভালবেসে এসেছি। কিন্তু আশ্চর্য্য! সে পার্‌ছে কি ক'রে? তারই সম্মুখে তারই সহোদর কুম্ভকর্ণ যখন প্রাণত্যাগ কর্‌লে, সে তা' দেখে সহ্য কর্‌লে কি ক'রে? একবারও কি ছুটে গিয়ে সে নিষ্ঠুর, তার প্রাণের ভায়ের প্রাণ-শূন্য দেহ বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে রাখে নি? একবারও কি ভাই-ভাই ব'লে পাষাণ সে—চীৎকার ক'রে ওঠে নি? একবারও কি ভায়ের শোকে তার পাষাণ বুকটা ফেটে চুরমার হ'য়ে যায় নি?

হোঃ! কি ভাই সে? কি সহোদর সে? সে পিশাচ—সে চণ্ডাল!

মেঘনাদ। ক্ষান্ত হ'ন্, পিতা! বৃথা আক্ষেপে কেন যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছেন? আমাকে যুদ্ধযাত্রায় আদেশ করুন।

রাবণ। যাও, পুত্র ইন্দ্রজিৎ! করিনু আদেশ,
শত্রু নাশি' প্রতিহিংসা সাধি',
সত্বর ফিরিবে পুনঃ পিতার নিকটে।
রহিল এ শোকাতুর পিতা
আশা-পথ চাহি তব আজি।

মেঘনাদ। কোন চিন্তা নাহি, রক্ষোনাথ!
বধি শত্রু ত্বরায় ফিরিব হেথা।

[মেঘনাদের প্রস্থান।

রাবণ। মন্ত্রী সারণ!

সারণ। করুন আদেশ?

রাবণ। হবে কি বিজয়ী রণে পুত্র ইন্দ্রজিৎ?

সারণ। বীরশ্রেষ্ঠ, বীরচূড়ামণি!
পুত্র তব ত্রিলোক বিখ্যাত।
সুরপতি ইন্দ্রে জিনি—ইন্দ্রজিৎ নাম;
নিশ্চয় জিনিবে সেই শ্রীরাম লক্ষ্মণে!
তাই বলি, রক্ষোনাথ!
নিশ্চিন্তে অশান্ত প্রাণ করুন সুস্থির।

রাবণ। সুস্থির? বড় দুঃখে হাসালে, সারণ!
যেই দিন সেই কাল-ভুজঙ্গিনী
সীতারে হরিয়া।

আনিয়াছি স্বর্ণলঙ্কাপুরে,
সেইদিন হ'তে রাবণের
শান্তি সুখ গেছে ছাড়ি' তারে।
যেইদিন ক্ষুদ্র নর বনচারী রাম
বনের বানর ল'য়ে
বাঁধিয়াছে অকূল বারিধি,
সেইদিন হ'তে
রাবণের শান্তিসুখ গেছে ছাড়ি' তারে।
যেইদিন ঘরপোড়া পশি' লঙ্কাপুরে,
ছারখার করিয়াছে স্বর্ণলঙ্কা মোর,
সেইদিন হ'তে
বুঝেছে রাবণ তার ভাগ্য-পরিণাম।
যেইদিন ভ্রাতা বিভীষণ,
সৌভ্রাত্রের স্নেহসূত্র ছিঁড়ি'
শত্রুপক্ষে নিয়েছে আশ্রয়,
সেইদিন হ'তে
বুঝেছে রাবণ তার ভাগ্য-পরিণাম।
সারণ! সূক্ষ্মদর্শী তুমি,
এখনো কি দেখ নি চাহিয়া
একবার ভবিষ্যের অন্ধকার মাঝে?
ওই দেখ—ওই দেখ চাহিয়া, সারণ!
রাবণের ধ্বংস-চিতা রয়েছে সজ্জিত!
ওই দেখ, অমাত্য-প্রধান!
এক-এক করি রাবণের এক লক্ষ পুত্র,

একে-একে পতঙ্গের প্রায়
ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরে সেই চিতা মাঝে !

সারণ। রক্ষোনাথ ! করি কৃতাঞ্জলি,
রাখ মোর একটী বচন।
ভবিষ্যের চিত্র যদি এতই ভীষণ,
সীতা হ'তে হয় যদি হেন সর্ব্বনাশ,
তা' হ'লে হে রক্ষঃকুলচূড়া !
না করিয়া সব বিসর্জ্জন,
সীতা রামে দেহ ফিরাইয়া ;

রাবণ। [ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া]
কি ! কি ! সীতা রামে দিব ফিরাইয়া ?
উচ্চারিতে হেন বাক্য, কাপুরুষ !
মনে তব হ'ল না কি লজ্জার উদয় ?
রাবণের মন্ত্রী হ'য়ে
হেন যুক্তি করিতে প্রদান,
না কাঁপিল রসনা কি তব ?
হীনবীর্য্য ! যাও—
দূর হও সম্মুখ হইতে।

[সারণের নীরবে অন্তরালে অবস্থিতি]

[পদচারণা করিতে করিতে]

কি আশ্চর্য্য !
এখনো এ দশাননে
পারে নাই চিনিবারে কেহ !
যাহার হুঙ্কারে কাঁপে ত্রিলোকের লোক,

সুরাসুর, কিন্নর নর, যক্ষ-রক্ষোগণ
যার পদতলে শির করে অবনত,
অত্যাপি যাহার মালাকার রূপে
রচি' মালা দেয় নিত্য আপনি বাসব,
অত্যাপি যাহার অশ্বশালে
আপনি কৃতান্ত ফেরে তৃণ যোগাইতে,
যার প্রতি ঘরে ঘরে
অত্যাপি যোগায় বারি আপনি বরুণ,
যার ছত্র ধরি শিরে
ক্ষীণকর তীক্ষ্ণকর রবি,
অত্যাপি যাহার ভয়ে ভীত সমীরণ
মৃদু করে ধীরে ধীরে দোলায় ব্যজন,
সেই দশানন আজি
মৃত্যুভয়ে ভীত হ'য়ে
সীতা রামে দেবে ফিরাইয়া ?
যায় যদি লঙ্কাপুরী বীরশূন্য হ'য়ে,
এক লক্ষ পুত্র মোর সওয়া লক্ষ নাতি,
কেহ নাহি থাকে যদি বংশে দিতে বাতি,
তথাপি এ দশানন
নিজের প্রতিজ্ঞা হ'তে
তিলমাত্র হবে না বিচ্যুত।
তথাপি এ দশানন
গললগ্নীকৃতবাস হ'য়ে
রামে সীতা দেবে না ফিরায়ে

শিব-স্তোত্র গাহিতে গাহিতে নন্দীর প্রবেশ।

নন্দী।—

গান।

জয় শিব শঙ্কর হর পরমেশ।
মদনমথনকারী ধূর্জ্জটি মহেশ।
বিভূতি-বিভূষণ ভবভয়হারী,
শশিশোভিত শিরে, শ্মশানচারী,
ডিমি ডিমি ডমরুবাদনকারী
হে ভূত-ভাবন ভবেশ।
অনাদি অব্যয় অখিল-পাতা,
বিশ্বাদ্য বিশ্ববীজ জনয়িতা,
হে অঘহর অঘোর-হৃদয়েশ।

জয় শিব শম্ভো! জয় শিব শম্ভো!

[রাবণ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন]

নন্দী। সম্প্রতি কৈলাসপতির আদেশ নিয়ে মহারাজের কাছে এসেছি।

রাবণ। আদেশ করুন।

নন্দী। শঙ্করের আদেশ, মহারাজ! রাম-দয়িতা জনক-নন্দিনী সীতাকে এখনই রাম-করে সমর্পণ ক'রে লঙ্কায় শান্তি স্থাপন করুন।

রাবণ। [তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া] না—তা পার্‌ব না।

নন্দী। বলেন কি! শিবের আদেশ, শৈব-মন্ত্রে যে মহারাজ দীক্ষিত; সেই শিবের আদেশ অপালন করতে সাহসী হচ্ছেন?

রাবণ। হাঁ—হচ্ছি।

নন্দী। বেশ স্থির হ'য়ে বিবেচনা ক'রে উত্তর দিন্, মহারাজ!

রাবণ। রাবণের ঐ এক উত্তরই শেষ এবং স্থির।

নন্দী। মহারাজ! মদগর্ব্বে জ্ঞানশূন্য হচ্ছেন কিন্তু।

রাবণ। জ্ঞানশূন্য আমি হচ্ছি নে, নন্দী! জ্ঞানশূন্য হচ্ছেন—সেই শঙ্কর।

নন্দী। সাবধান, দাম্ভিক! নন্দী সম্মুখে দাঁড়িয়ে।

রাবণ। তদধিক সাবধান কর্‌ছি, এটা রাবণের রাজসভা, স্বয়ং রাবণ সেখানে বর্ত্তমান।

নন্দী। বটে! [কোপদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ]

রাবণ। বিনা বাক্যব্যয়ে কৈলাসে প্রস্থান করুন।

নন্দী। শিবভক্ত ব'লে এখনও ক্ষমা কর্‌ছি, রাবণ!

রাবণ। আমি বোধ হয়, তাও কর্‌ব না।

নন্দী। নীচ রাক্ষসের সঙ্গে নন্দী তার ধৈর্য্য নষ্ট কর্‌তে চা'য় না। এখনই এ পাপস্থান পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছি; কিন্তু যাবার সময়ে পুনরায় শঙ্করের শেষ বাণী শুনিয়ে যাচ্ছি। যদি তাঁর এই আদেশ পালন না কর, তা' হ'লে তাঁর শেষ বাণী—

রাবণ। কি?

নন্দী। ধ্বংস—ধ্বংস—ধ্বংস!

রাবণ। তুমি তোমার শঙ্করকে গিয়ে ব'লো যে, রাবণ সে কথা অনেক দিনই জেনেছে, তাকে আর সে কথা কষ্ট ক'রে জানাতে হবে না।

নন্দী। এরূপ বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ধ্বংসের পূর্ব্ব-সূচনাই বটে! জয় হর হর! জয় হর হর!

[প্রস্থান।

রাবণ। সত্যই কি এ আশুতোষের অভিশাপ, না ভক্তবৎসল শিবের আমাকে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হ'বার পূর্ব্ব-ইঙ্গিত? নতুবা আমি

যে প্রাণান্তেও রামের সীতা রামকে ফিরিয়ে দিতে পারব না বা দেবো না, এ কথা কি অন্তর্যামী মহেশের অজ্ঞাত আছে ? কখনই নয়। তিনি এই রাবণের হৃদয় ভাব সবই জানেন, তবুও ছলনাময় আমাকে পরীক্ষা করতে ভক্ত নন্দীকে আমার নিকট পাঠিয়েছিলেন ; তাঁর পরীক্ষা সার্থক দেখে ভক্তপ্রাণ আশুতোষ আজ তাঁর এই ভক্তের প্রতি কতই না সন্তুষ্ট হবেন !

নেপথ্যে। জয় মেঘনাদের জয় ! জয় ইন্দ্রজিতের জয় !

রাবণ। [সবিস্ময়ে] ঐ যে রণক্ষেত্র হ'তে ইন্দ্রজিতের জয়ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে ; তা' হ'লে নিশ্চয়ই কুমার জয়লাভ করেছে। এত শীঘ্র যে কুমার সমরে জয়লাভ করতে পারবে, তা ত মনে করি নি। কিন্তু যতই কেন জয়লাভ করুক্ না, পরিণামে ধ্বংস আমার অনিবার্য্য। তবে যতক্ষণ শ্বাস—ততক্ষণ বীরের মতন যুদ্ধ করব। ঐ যে কুমার ইন্দ্রজিৎ হাস্যমুখে এইদিকে আস্ছে, কুমারকে এখন উৎসাহই দিতে হবে।

মেঘনাদের প্রবেশ।

মেঘনাদ। যুদ্ধে জয়ী পুত্র আজি তব,
বিঁধিয়াছে তীক্ষ্ণ শরে
কপিকুল সহ শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
শরাঘাতে জর্জ্জর দুই ভাই তারা,
এতক্ষণ নিশ্চয় তাদের
প্রাণবায়ু হয়েছে বাহির।

রাবণ। বাখানি তোমারে, পুত্র !
কিন্তু, বৎস !
ভুল বুঝিয়াছ তুমি,

মরে নাই—মরিবে না কভু
তব শরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
লঙ্কাপুরে কাল-ধূমকেতুরূপে
হয়েছে উদয় তারা স্থির জেনো মনে।
যাই হ'ক্,
তুষ্ট মোরে করেছ, কুমার!
করি আশীর্ব্বাদ,
প্রাণান্তেও যেন
ওই চির সমুন্নত শির
অবনত নাহি হয় ত্রিলোকের কাছে।
এস বৎস! তৃতীয় প্রহর নিশি,
শ্রান্ত দেহ করিবে সুস্থির।
সভাসদ্‌গণ!
যাও সবে বিশ্রাম আগারে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

বক্ষে বাণবিদ্ধ, রক্তাক্তদেহ, মূর্চ্ছাগ্রস্তপ্রায় লক্ষ্মণ ও শিরোদেশে বাণবিদ্ধ, রক্তাক্তদেহ রামচন্দ্র প্রবেশ করিলেন। ক্ষণেক লক্ষ্মণ ভূতলে পড়িতে-ছিলেন, ক্ষণেক রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ধরিতেছিলেন; এইভাবে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ে অভিনয় প্রদর্শন করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন।

লক্ষ্মণ। [নিম্নস্বরে] উঃ—দাদা! গেলেম, মা জানকী রৈল—উদ্ধার ক'রো। [মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন]

রাম। [লক্ষ্মণের মস্তক ক্রোড়ে লইয়া সরোদনে]

লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! ভাই রে আমার!
কোথা যাস্ ছাড়ি মোরে আজি?
একবার—একবার প্রাণের লক্ষ্মণ!
উচ্চৈঃস্বরে দাদা ব'লে ডাক্;
একবার চেয়ে দেখ্, ভাই!
কাঁদে সীতা অশোকের বনে,
তুই বিনে কেবা আর
উদ্ধারিবে অভাগী সীতারে!
ওঠ্ ভাই! ওঠ রে লক্ষ্মণ!
বুকে ক'রে ল'য়ে যাই অযোধ্যা-নগরে।
সুমিত্রা মাতার বক্ষের রতন
ছিলি সেথা,

তাই ভাই, দিব ল'য়ে তোরে,
অভাগী সুমিত্রার কোলেতে ফিরায়ে।
তুই বিনে কেমনে দেখাব মুখ
অযোধ্যাবাসীরে ?
হায় হায়, কি হ'ল আমার !
বুক ভেঙে ভিখারী রামের
কিবা রত্ন কবিল রে চুরি ?
ওহো হো ! ওহো ! ভাই রে লক্ষ্মণ !
সত্যই কি ছেড়ে গেলি মোরে ?
রণে বনে ছিলি সহচর,
জীবনের একমাত্র তুই যে সম্বল,
প্রাণ দিলি আজ এই রাক্ষসের বাণে।
আঁখি মেলি দেখ্ রে লক্ষ্মণ !
ছিঁড়ে যায় হৃৎপিণ্ড মোর।
পারি না সহিতে আর,
ঝাঁপ দিব সাগরের জলে।
ওহো হো ! ভ্রাতৃশোক এমনি ভীষণ !
দেশে দেশে নারী মেলে,
দেশে দেশে মেলে রে বান্ধব.
কিন্তু কোন দেশে, কোন স্থানে দেখি নাই,
তোর মত ভাই মেলে, রে লক্ষ্মণ !
হায় ! হায় !! হায় !!!
কেন তোরে পাঠালাম রণে ?
কেন তোর বক্ষে শর পতনের আগে

নিজ বক্ষ নাহি দিনু পেতে শরমুখে ?
ওরে, আর যে পাব না—
আর যে সে দাদা ডাক্ শুনিব না কাণে !
তবে চল্, চল্ রে লক্ষ্মণ !
চল্ আমি যাব তোর সাথে !
চিরদিন ছিলি সহচর,
আজ আমি তোর হব সহচর।
আয় মৃত্যু ! আয় রে বারেক,
দে রে তোর হিমকর রামের অঙ্গেতে ;
যাব আমি লক্ষ্মণের সাথে।

[নিজের মস্তক-বিদ্ধ শরকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া আরও বিদ্ধ করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিতে করিতে]

যারে শর আমূল বিঁধিয়ে,
ঝলকে ঝলকে ওঠ্ রুধিরের ধারা।
উঃ ! উঃ ! এইবার—
এইবার ঠিক হয়েছে
দাঁড়া লক্ষ্মণ, দাঁড়া—
আমিও যাই।

[মূর্চ্ছিত হইয়া লক্ষ্মণের বুকে পতন]

তৎক্ষণাৎ বিভীষণ ও হনূমানের দ্রুত প্রবেশ।

হনূমান্। [প্রবেশ পথ হইতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া বিস্ময়ে এবং ভয়ে] ওকি ! ওকি ! ও আবার কি দেখ্ছি ! ঐ যে প্রভু আমার ঠাকুর লক্ষ্মণের অঙ্গে ঢ'লে প'ড়ে ধূলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছেন ! দুইজনের

রক্তে রক্ত-গঙ্গা ব'য়ে যাচ্ছে। আমি যাব না—কাছে যাব না। গিয়ে কি দেখ্ব—তা মনেও কর্তে পার্ছি না।

বিভীষণ। মারুতি, স্থির হ'য়ে কাছে যাই চল, এ সময়ে অস্থির হ'লে চল্বে না; বুক জোরে বেঁধে ফেল, চল। [হনূমানের হস্ত ধরিয়া রাম-লক্ষ্মণের নিকটে গমন]

হনূমান্। প্রভু! প্রভু! কোনও সাড়া নাই! হায়! হায়! কি হ'ল! কি হ'ল! [রামের পদতলে মস্তক রাখিয়া রোদন]

বিভীষণ। [উভয়কে পরীক্ষা করিতে করিতে স্বগত]

নারায়ণ!
এ লীলার কি এই অবসান?
না—না কখনই নহে।
রক্ষঃকুল এখনো ত হয় নির্ম্মূল,
এখনো ত জানকীর হয় নি উদ্ধার,
তবে কেন রামলীলা
হবে অবসান?
ঘোর নিশাযোগে
আচম্বিতে আসি ইন্দ্রজিৎ,
মেঘের আড়ালে থাকি'
করিয়াছে শর বরিষণ।
পড়েছে বানর-সৈন্য সুগ্রীবের সহ,
পড়েছে লক্ষ্মণ সনে
আপনি শ্রীরাম।
আমি আর পবন-কুমার
আছি মাত্র দুইজন।

কি করি এখন ?
পবন-নন্দন ধৈর্য্যহারা—
অচেতন প্রায়।
শরবিদ্ধ জর্জ্জরিত মন্ত্রী জাম্বুবান্
কহিলা আমায়,
মৃত-সঞ্জীবনী এনে
বাঁচাও সকলে ;
এইমাত্র, ইহা ভিন্ন নাহি অন্যপথ।
[প্রকাশ্যে] পবন-কুমার !
ধৈর্য্য ধর, ওঠ ভাই !
তুমি ভিন্ন এ বিপদে
নাহি পরিত্রাণ।
বাঁচাও ঔষধি আনি সকলের প্রাণ।

হনুমান্। [উঠিয়া] বল কোথায় ঔষধ ? কোথায় যেতে হবে ? অতল সমুদ্রের তলে যদি থাকে, তাই যাব। স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতলে, পর্ব্বতে বনে যেখানে যেতে বল্‌বে,—সেইখানে যাব। ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে যদি থাকে, তা' হলেও আন্‌ব। কিন্তু—কিন্তু বল, বিভীষণ ! সত্য ক'রে বল, আমার প্রভুকে বাঁচাতে পার্‌বে ত ? যদি আমার প্রাণ দিলেও প্রভুর প্রাণ পাওয়া যায়, তা' হ'লে বল, বিভীষণ ! বল, আমি এখনই এই নখাঘাতে আমার বুক চিরে প্রাণটা টেনে বের্ ক'রে ফেলি। আ-হা-হা ! প্রভু আমার যেন বেঘোরে ঘুমিয়ে আছেন ! বিভীষণ, আজ যদি প্রভুকে বাঁচাতে পার, তা' হ'লে কালই দেখ্‌তে পাবে, একা এই ঘরপোড়া ঐ লঙ্কাটাকে উপ্‌ড়ে এনে কেমন ক'রে ঐ সাগরের জলে বিসর্জ্জন দেয়।

বিভীষণ। আর সময় নাই মারুতি ; রাত্রি মধ্যে ঔষধ আন্‌তে

হবে। রাত্রি মধ্যে ঔষধ প্রয়োগ কর্‌তে না পার্‌লে আর কোন উপায় নাই।

হনুমান্‌! বল, আমাকে কোথায় যেতে হবে?

বিভীষণ। মন্ত্রী জাম্বুবানের মুখেই শুনেছি, সে ওষধি কৈলাস-পর্ব্বতের উত্তর পশ্চিমকোণে যে ঋষ্যমুখ নামে পর্ব্বত আছে, সেই পর্ব্বতের গুহা মধ্যে ঐ মৃত-সঞ্জীবনী-তরু আছে। ঐ সঞ্জীবনী-তরু আন্‌তে পার্‌লেই শ্রীরাম, লক্ষ্মণ এবং অন্যান্য কপি-সৈন্যগণের প্রাণ সঞ্চারের উপায় হয়।

হনুমান্‌। এর জন্য আর চিন্তা কি! এই মুহূর্ত্তে আকাশ-পথে বায়ু-বেগে চ'লে যাব, এবং এখনই সেই ওষধি নিয়ে ফিরে আস্‌ব; আর দেরী কর্‌ব না, আমি চল্‌লেম। কিন্তু—কিন্তু বিভীষণ! আমি ফিরে এসে যেন আমার প্রভুর চরণ দেখ্‌তে পাই। নতুবা—নতুবা, বিভীষণ! তোমার কিছুতেই রক্ষা থাক্‌বে না। তোমাকে আমার এখনও ভালরূপ বিশ্বাস হয় নি; তুমি সেই পাপিষ্ঠ চোর রাবণেরই ভাই, কাজেই তোমায় বেশ ক'রে সাবধান ক'রে দিয়ে যাচ্ছি। যাই তবে—জয় রাম! জয় রাম! জয় রাম!

[বেগে প্রস্থান।

বিভীষণ। রামচন্দ্রের উপ'র কি অসাধারণ ভক্তি! বনের বানর হ'য়েও হনুমান্‌ যে ভক্তি, যে বিশ্বাস লাভ কর্‌তে পেরেছে, এরূপ ভক্তি, বিশ্বাস অনেক মহাত্মাদের মধ্যেও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। হায়! নীচ নরঘাতী রাক্ষস বংশে জন্মগ্রহণ করেছি, যথার্থ ভক্তি বিশ্বাস সম্বল কর্‌তে পারি নি। তবে কোন্‌ বলে রামচন্দ্রের পাদপদ্ম লাভ কর্‌তে সাহসী হয়েছি! যাক্‌, এখন মারুতি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত রামচন্দ্র আর লক্ষ্মণের দেহ-রক্ষায় নিযুক্ত থাকি। [উপবেশন]

ধীরে ধীরে ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম।—

গান।

হারায়ে চেতন হ'য়ে অচেতন
কেন আজি আছ বল নারায়ণ।
একি লীলা তব, বল হে কেশব,
শব সম কেন ভূতলে শয়ন॥
হেরি দেবকুল হয়েছে ব্যাকুল,
ভাবিয়ে সকলে নাহি পায় কূল,
রক্ষঃকুল বুঝি হ'ল না নির্ম্মূল,
অকূলে ডুবালে তোমারি সৃজন।
যাহার চৈতন্যে হে চৈতন্যময়,
চরাচরের হয় চৈতন্য উদয়
রক্ষঃশরে সে কি অচৈতন্য হয়,
একি অসম্ভব কমল-নয়ন॥

বিভীষণ। কেবা জানে, ধর্ম্ম!
কি কর্ম্ম সাধিতে
মর্ম্মপীড়া ভোগ করেন কেশব।
যিনি সূক্ষ্ম হ'তে অতি সূক্ষ্মভাবে
অণু পরমাণুরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে,
যোগিগণ ধ্যানযোগে
যাঁর তত্ত্ব করিতে নির্ণয়
যিনি সূক্ষ্ম, স্থূল, অনাদি অব্যয়,
ভক্ত-প্রেমে হন্ মাতোয়ারা,

তাঁর তত্ত্ব কে পারে বুঝিতে ?
অচিন্ত্য মহিমা যাঁর
করিতে কীর্ত্তন
পঞ্চমুখ হন্ পঞ্চানন,
তুমি ধর্ম্ম, যার মর্ম্ম
নাহি পার নিজেই বুঝিতে,
সেই সর্ব্বমূলাধার
কোন্ ছলে—কোন্ লীলা করেন প্রকাশ,
কেবা পারে বুঝিতে সংসারে ?

ধর্ম্ম।—

গান।

সে না বুঝালে তার মর্ম্ম কে বুঝিতে পারে।
সে যে অচিন্ত্য মহিমময় (তারে)
চিন্‌তে গেলে চিন্তা হারে ॥
অরূপ রূপ ধ'রে সে বহুরূপী সাজে,
কাঁদে হাসে, মরে বাঁচে ভব-রঙ্গালয় মাঝে,
কভু রাবণ সাজে সীতাহরণ,
রাম হ'য়ে তায় করে নিধন,
আবার কপিরূপে করে বন্ধন অপার পারাবারে ॥
সে যে নিজেই পিতা, নিজেই মাতা, নিজেই ভ্রাতা হয়,
আবার অশোক-বনে সীতা কাঁদে, সে-ও কি নিজে নয়,
থাকে অন্তরে, বাহিরে, ঘরে,
প্রপঞ্চেরে পঞ্চে ধ'রে,
কবে প্রপঞ্চে বঞ্চনা ক'রে, রাখ্‌বে (অঘোর) তারে মূলাধারে।

বিভীষণ। [তন্ময় হইয়া চক্ষু মুদিত করিয়া, ভাবে বিভোর হইয়া কাঁদিতেছিলেন।] আ-হা-হা! কি ভাবময়, কি তত্ত্বময়, কি জ্ঞানময় ধর্ম্ম-সঙ্গীত রে! এ সঙ্গীত শুন্‌লে মুহূর্ত্তে জগৎ সংসার—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব যেন কোথায় লয় হ'য়ে যায় রে, লয় হ'য়ে যায়! থাকে এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ। বিভীষণ! ধন্য! তুই, সার্থক তুই—রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে তোর মতন ভাগ্যবান্ আর কে আছে? জয় রাম! জয় রাম! জয় রাম! [জপ করিতে লাগিলেন]

হনূমান্। [নেপথ্য হইতে উচ্চৈঃস্বরে] জয় রাম! জয় রাম! জয় রাম।

বেগে ওষধি লইয়া হনূমানের প্রবেশ।

হনূমান। এই নাও, বিভীষণ! ওষধি নাও—বাঁচাও; আগে আমার প্রভুকে বাঁচাও! দাঁড়াও, ধর্ম্ম! ঐখানে ঠিক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক, এক পাও যেন ন'ড়ো না। সাক্ষী থাক, যদি আজ তোমরা রঘুমণিকে বাঁচাতে না পার, তা' হ'লে এই পবন-কুমারের হাতে কারও রক্ষা থাক্‌বে না, কারও নিস্তার থাক্‌বে না কিন্তু।

বিভীষণ। [হনূমানের হস্ত হইতে ওষধি লইয়া] সর্ব্বব্যাধিবিনাশন রাম! আজ তোমার নাম উচ্চারণ ক'রে সঞ্জীবন-রস তোমারই শ্রীঅঙ্গে লেপন ক'রে দিচ্ছি, দেখো যেন নির্দ্দয় হ'য়ো না, দয়াময়! [দুই হস্তে ওষধি-পত্র পেষণ করিয়া] বল, ভক্ত মারুতি! আর বল, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম! উচ্চৈঃস্বরে মুখে একবার জয় রাম—জয় রাম বল!

[ধর্ম্ম এবং হনূমান্ উচ্চৈঃস্বরে 'জয় রাম' 'জয় রাম' শব্দ করিতে লাগিলেন, বিভীষণ পত্র-রস রাম এবং লক্ষ্মণের অঙ্গে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন; সহসা রাম ও লক্ষ্মণ মূর্চ্ছাভঙ্গে উত্থিত হইয়া উভয়ে উভয়কে বাহুধারা বেষ্টন করিলেন]

রাম। লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! ভাই রে আমার!

লক্ষ্মণ। দাদা! দাদা! দাদা আমার!

হনুমান্। [আনন্দে করতালি দিয়া নৃত্য করিতে করিতে]

জয় রাম, শ্রীরাম প্রভু রাজীব-লোচন!

জয় রাম শ্রীরাম প্রভু রাজীব-লোচন!

জয় রাম শ্রীরাম প্রভু রাজীব-লোচন!

বিভীষণ। এইবার অন্যান্য সকলকে বাঁচাতে হবে, রাত্রিও শেষ হ'য়ে এসেছে।

হনুমান্। আয়—আয়, বিভীষণ! তোকে একবার কোলে ক'রে নাচি। তোর জন্যই আজ আমার প্রভুকে বাঁচাতে পেরেছি। এতদিনে তোর উপর হ'তে আমার সকল সন্দেহ দূর হ'ল!

বিভীষণ। যিনি বাঁচাবার, তিনিই বাঁচিয়েছেন, ভাই! আমি কে? [রামের প্রতি] এখন চলুন, সকলে রণক্ষেত্রে গিয়ে অন্যান্য সৈন্যগণকে জীবিত করি গে।

রাম। এই ভাবে র'ব দুই-ভাই,

নাহি দিব আর কারে পৃথক্ হইতে।

চল, মিতা! চল রে, মারুতি!

চল, ধর্ম্ম সাথে;

এক সঙ্গে যাব সবে রণক্ষেত্র মাঝে।

[একসঙ্গে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অশোক-কানন।

সীতাকে বেষ্টন করিয়া বেত্রাঘাত করিতে করিতে চেড়ীগণের প্রবেশ।

চেড়ীগণ।—

গান।

মার্ বেত্, মার্ বেত্, সপ্ সপা সপ্।
মাগীর নাড়ী-ভুঁড়ি ছিঁড়ে খাব টপ্ টপা টপ্।
মাগীর নাক্‌টা ছিঁড়ে নে,
মাগীর হাত, পা ভেঙে দে,
(আর ধেই ধেই ধেই, ধেই ধেই ধেই)
খুঁড়্‌ব কাঁড়্‌ব হাড়-মাংস খাব, খপ্ খপ্ খপা খপ্॥

সীতা। [করযোড়ে সরোদনে] কোথায়, প্রভু রঘুনাথ! কোথায় তুমি; একবার এসে দেখে যাও—তোমার সীতার কি দুর্দ্দশা হচ্ছে।

চেড়ীগণ।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

মার্ বেত্, মার্ বেত্, মার্ বেত্। [প্রহার]

সীতা। ও হো-হো! আর যে সহ্য কর্‌তে পারি না, মা!

চেড়ীগণ।— [গীতাংশ]

মার্ বেত্ মার্ বেত্ সপ্ সপা সপ্। [প্রহার]

সীতা। ধরিত্রি! মা গো! তুই দ্বিধা হ', আমি তোর বুকে যাই।

চেড়ীগণ।— [গীতাংশ]

মার্ বেত্, মার্ বেত্ সপ্ সপা সপ্। [প্রহার]

[বারংবার প্রহারে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন]

ইত্যবসরে দ্রুতপদে ব্যস্ত হইয়া সরমার প্রবেশ।

সরমা। একি! চেড়ীগণ! মহারাজ কি এঁকে মেরে ফেল্‌বার আদেশ দিয়েছেন? দূর হও, সব!

[মস্তক নত করিয়া চেড়ীগণের প্রস্থান।

সরমা। [সীতাকে শুশ্রূষা করিতে করিতে] আহা হা! মা আমার একেবারে ঢ'লে পড়েছেন! হায়! হায়! কোথায় রাজনন্দিনী রাজ-মহিষী, আর এ কোথায় বন্দিনী হ'য়ে চেড়ীগণের প্রহার ভোগ! ওঃ! কি কষ্ট—কি দুঃখ!

সীতা। [মূর্চ্ছাভঙ্গে উঠিয়া] কেন আমার মূর্চ্ছাভঙ্গ কর্‌লে, মা? এই মূর্চ্ছা যদি আজ আমার শেষ মূর্চ্ছাই হ'ত, তা' হ'লে আমা হ'তে ভাগ্যবতী বুঝি আর কেউ ছিল না। [সরমার কোলে পড়িয়া রোদন]

সরমা। কেঁদো না, মা! স্থির হও; তোমাকে আর আমি কি বোঝাব, তুমি ত সবই বোঝ, মা!

সীতা। পারি নে যে, মা! আর এমন ক'রে পারা যায় না যে, মা! হায়! আমার যদি মৃত্যু হ'ত!

সরমা। ঐ অনন্ত দুঃখ, অনন্ত কষ্টের পরিণামই যে সুখ, মা? সেই সুখের জন্য কিছুদিন আর অপেক্ষা ক'রে থাক, মা! দেখ্‌বে—তখন অনন্ত সুখ পাবে।

সীতা। সরমা! বল দেখি, মা! এই পাপ-পুরীতে তুমি না থাক্‌লে আমাকে এতদিন কে রক্ষা কর্‌ত?

সরমা। তোমাকে ধর্ম্মই রক্ষা কর্‌তেন, মা! তোমার মত লক্ষ্মীর কাছে যে ধর্ম্ম একেবারে বাঁধা রয়েছে।

সীতা। যার কাছে ধর্ম্ম বাঁধা থাকে, তার কি কখন এমন দুর্দ্দশা হ'তে পারে? মহাপাপিনী ব'লেই আমার এই দুর্গতি। নৈলে রামের

মত যার স্বামী, লক্ষ্মণের মত যার দেবর, কৌশল্যার মত যার শ্বশ্রূ বর্ত্তমান, তার এমন দশা ঘট্‌বে কেন, মা ?

সরমা। ও সব কথা এখন থাক্, মা! আজ তোমাকে কয়টি শুভ সংবাদ দিতে এসেছি। শোন, মা! রাবণ-পুত্র অতিকায় গত কল্যকার যুদ্ধে ঠাকুর লক্ষ্মণের হাতে নিহত হয়েছে; লঙ্কাপুরে মহা হাহাকার প'ড়ে গেছে।

সীতা। আহা! দেবর লক্ষ্মণ আমার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে কি কষ্টই না ভোগ কর্‌ছেন!

সরমা। আরও শোন, মা! সেই অতিকায় বধের পর কুমার মেঘনাদের হস্তে রামচন্দ্র এবং ঠাকুর লক্ষ্মণ ও আর আর সকলেই মূর্চ্ছিত হয়েছিলেন।

সীতা। [উৎকণ্ঠিতা হইয়া] য়্যাঁ! য়্যাঁ!

সরমা। ভয় নাই, শোন মা! তার পর পবনকুমার ঋষ্যমুখ পর্ব্বত হ'তে ওষধি এনে সকলের প্রাণদান করেছেন।

সীতা। মারুতির মতন এমন ছেলে আর কোথাও পাব না, মা! বনের বানর হ'য়েও সে আমার উদ্ধারের জন্য কি অসাধ্যসাধন না করছে! কিন্তু আমি যে তার হতভাগিনী মা, আমার অদৃষ্টের কষ্ট ঘুচাতে পারে কে বল? সরমা! এই অত্যাহিত ঘটনার কথা ত আমাকে তুমি কিছুই বল নি?

সরমা। তখন বল্‌লে তুমি আরও কাতর হ'য়ে পড়্‌তে, তাই বলি নি!

সীতা। সরমা! মা! তোমার হাত দুখানি ধ'রে বল্‌ছি, বল— আমার রঘুমণি, দেবর লক্ষ্মণ ও আর সকলে যথার্থই সুস্থ হয়েছেন ত?

সরমা। মা! তুমি যে দেবতা, তুমি যে পূর্ণলক্ষ্মী; তোমার কাছে মিছে কথা বল্‌ব কেন, মা? তুমি এখন নিশ্চিন্ত হও।

সীতা। তুমি কাছে যতক্ষণ থাক, ততক্ষণ আমি যেন হাতে স্বর্গ পাই। তোমার মত আত্মত্যাগিনী আর কে আছে, মা? আমরা তোমাদের শত্রু হ'লেও তোমার স্বামী এবং তুমি, আমার জন্য লঙ্কাপুরে কত না লাঞ্ছনা ভোগ কর্‌ছ? তোমাদের এ ঋণ আর জীবনে কখন পরিশোধ কর্‌তে পার্‌ব না, মা!

সরমা। মা! এমন চির-বাঞ্ছিত দেবতাকে কাছে পেয়েও যদি পূজা কর্‌তে না পারি, তা' হ'লে আর আমাদের মত বঞ্চিত কে আছে, মা? এই রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে কখন কোনও পুণ্য-কাজ কর্‌বার সুযোগ পাই নি, তোমরা কৃপা ক'রে সেই সুযোগ দিয়েছ ব'লেই ত আমরা আজ ঘরে ব'সে তোমাদের সাক্ষাৎ পেয়েছি, মা!

সূর্পনখার প্রবেশ।

সূর্পনখা। [নাকিসুরে] তঁবে আঁর কিঁ! এঁখন ঐঁ দেঁবতাঁর পাঁ পূঁজো কঁর, ধুঁনো দীঁপ জ্বেঁলে, নৈবেঁদ্য সাঁজিয়ে যোঁড়শোঁপচাঁরে ঘঁরে বঁসে দেঁবীর পূঁজা কঁর। এঁকজঁন ওঁদিকে বাঁনর দেঁবতাঁদের সঁঙ্গে মিশে মানুষ দেঁবতাঁর পাঁ চেঁটে বেঁড়াচ্ছেন, আঁর তুঁমি এখাঁনে থেঁকে ঐ ডাঁইনী দেঁবতার পাঁ চাঁটাচাঁটি কঁর, নৈলে মানাবে কেঁন? আঁ-মঁরণ! লঁজ্জাও কঁরে না—গঁলায় দঁড়িও জোঁটে না!

সীতা। সরমা! তুমি এখনই এখান থেকে চ'লে যাও, মা! নৈলে আমার জন্য তোমাকে এই সব দুর্ব্বাক্য সহ্য কর্‌তে হবে।

সূর্পনখা। [নাকিসুরে] দেঁবতাঁটি আঁবার সঁৎ পঁরামর্শ দিঁচ্ছেন!

সরমা। আমায় যা ইচ্ছে, তাই বলুক, আমার তাতে কিছুই মনে হবে না।

সূর্পনখা। সেঁ লঁজ্জা থাঁকলে তঁ হঁবে? ওঁর কঁর্ত্তাটিকে যেঁ দিন দাঁদা লাঁথি মেরে রাঁজসঁভা থেঁকে তাঁড়িয়ে দিঁলে, তাঁতেই যঁখন কিঁছু

মনে হ’ল না, আর আমার কথায় হবে? ওঁরা যেঁ পাঁচাটার দঁল, কঁর্ত্তাও যেঁমন, গিঁন্নিও তেঁমন;—আঁবাঁর ছেঁলেটাঁকেঁও তৈঁরি কঁরেছে তেঁমন। সেঁটা আঁবার গাঁয়ে তেঁলক কেঁটে সেঁই বাঁপে খেঁদান—মায়ে তাঁড়ান, রাঁমটাঁর নাম কেঁত্তন কঁ’রে বেঁড়ায়। ছেঁলে দেঁখে গাঁ জ্বঁলে যায়। দাঁদা যেঁ কেঁন ওঁদের এঁখনও লঁঙ্কা থেঁকে তাঁড়িয়ে দেঁয় নাই, তাঁই ভাব্‌ছি, আঁমি হঁ’লে কঁবে—কোঁন্‌দিঁন বাঁ পাঁয়ের লাঁথি মেরে ঝেঁটা পেঁটা কঁ’রে আঁপদের পাঁল্‌কে বিঁদেয় কঁ’রে দিঁতাম! ঘঁর-সাঁন্ধানীর মাগ্‌কে কিঁ ঘঁরের ভেঁতর রাখ্‌তে আঁছে?

সীতা। সরমা! মা আমার! তুমি যাও—আর এখানে এসো না। আমার কপালে যা থাকে, তাই হবে।

স্বর্পনখা। তোঁমার কঁপালে যাঁ আঁছে, তাঁ দেঁখ্‌তেঁই পাঁবে। যুঁদ্ধটা মিঁটে যাঁক আঁগে, রাঁম লঁক্ষ্মণের চিঁতে জ্বঁ’লে উঁঠুক্‌ আঁগে, ঘঁর পোঁড়ার দঁল সাঁবাড়্‌ হঁ’য়ে যাঁক্‌ আঁগে, ঘরের ঢেঁকী বিঁভীষঁণের মুখে চুঁণ কাঁলী পঁড়ুক্‌ আঁগে, তঁখন দেঁখ্‌তে পাঁবে—তোঁমার দঁশা এঁই স্বঁর্প-নখা কিঁ কঁরে দেঁয়! এঁমনি কঁ’রে নাক কাঁণ কেঁটে—মাথা মুড়িয়ে—ঘোঁল ঢেঁলে লঙ্কার বাঁড়ী বাঁড়ী সং সাঁজিয়ে দেঁখিয়ে দেঁখিয়ে বেঁড়াব, তঁবে ছাঁড়্‌ব। আঁর দুঁবেলা এঁই পাঁ দুঁখানা টিঁপিয়ে নিয়ে তঁবে শোঁধ তুঁল্‌ব। তোঁর এঁখনি হঁয়েছে কিঁ, মাগী! হাঁড় খাঁব—মাস খাঁব—চাঁম্‌ড়া দিঁয়ে ডুঁগ্‌ডুঁগি বাঁজাঁব; হ্যাঁ—দেঁখে নিস্‌ তঁখন এঁর নাম স্বঁর্পনখা। তুঁই মনে কঁ’রে বঁসে আঁছিস্‌ যেঁ, দাঁদার পাঁটরাঁণী হঁ’য়ে সিঁংহাসঁনে বঁস্‌বি, তাঁ মনেও স্থাঁন দিঁস্‌ না।

সীতা। [কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া] শ্রবণ! বধির হ’! বধির হ! আর এ মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করতে পারি না। কোথায়, কমললোচন রাম! একবার দেখে যাও, অভাগিনী কি তীক্ষ্ণশেলে বিদ্ধ হচ্ছে!

সরমা। চুপ্ কর, মা! কাণে আঙুল দিয়ে দাঁড়িয়ে থাক, মা! তুমি যে সর্ব্বংসহা ধরণীর মেয়ে, তার পরিচয় দাও, মা!

শূর্পনখা। আঁ হাঁ হাঁ! ম'রে গেনু গোঁ! কোঁথায় যাব গোঁ! পাঁ চাটা মাগীঁর ভঁক্তি দেঁখে তঁ আঁর বাঁচিনে গোঁ!

সরমা। আমাকে যা ইচ্ছা বল, কিন্তু এমন সতীলক্ষ্মীর প্রাণে অমন ক'রে ব্যথা দিচ্ছ কেন, ননদিনি?

শূর্পনখা। সঁতীলক্ষ্মী নাকি। তাঁত আঁমি জাঁন্‌তাম না!

সরমা। ওরূপ ব্যঙ্গ করা তোমার উচিত নয়, ননদি! সতীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসে কখন মঙ্গল হয় না, জেনো।

শূর্পনখা। সঁত্যি নাকি? তাঁ হঁ'লে তঁ পিঁপ্‌ড়ের গর্ত্ত-টর্ত্ত খুঁজে নিয়ে পালাতে ইঁচ্ছে!

সরমা। যাই বল—যাই কর, ফল্ ত সব চোখের উপরই দেখ্‌তে পাচ্ছ।

শূর্পনখা। কি হঁয়েছে তাঁতে, লঁঙ্কার কোঁটী কোঁটী বীরের মধ্যে দুঁ চার্‌টে অঁমন গেলেই বাঁ! সেঁ-ও যাঁ গিঁয়েছে, তাঁ তোঁর সেঁই পাঁ-চাঁটা কঁত্তার মন্ত্রণায়। এঁই কালই রাঁত্তিরে নিকেঁশ হঁয়েছিঁল আঁর কিঁ! ঐঁ ঘঁর সঁন্ধানীটা যঁদি না ওঁষুধ আঁনিয়ে বাঁচাত, তাঁ' হঁলে এঁতক্ষণ ঐঁ ডাঁইনী মাগীর মড়াকাঁন্না লেঁগে যেঁত। তাঁই দেখ্‌ব বঁ'লে আঁশায় বুঁক ফুঁলিয়ে বঁসে ছিঁলাম, কিঁন্তু সঁব নষ্ট কঁ'রে দিঁলে সেঁই বোঁকা বিঁভীষণটা। দেঁখ্‌না—আঁজ আঁবার কিঁ হঁয়? "কঁ" দিঁন ওঁষুধ এঁনে বাঁচাবে? মাঁগীর ঠ্যাকার ভাঁঙ্‌লো ব'লে। কিঁ যেঁ সুঁন্দরী দেঁখে দাঁদা টঁলে পঁড়েছিঁলেন, তাঁ বুঁঝ্‌তেঁও পাঁরি নে। আঁমার বাঁ পাঁয়ের কাঁছেও কিঁ ওঁ পেঁত্নী দাঁড়াতে পাঁরে?

সরমা। পূর্ণলক্ষ্মীকে অমন কথা ব'লো না, ননদি!

শূর্পনখা। না, তোঁর মতন ব'সে ব'সে পা পূজো করি আর কি। কি, চেড়ীগুলো সব কোথা গেল? তারা এসে একবার বৈত-পেটা দিয়ে পূর্ণলক্ষ্মীর পূজো ক'রে যাক্। যাই—তাদের এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

সরমা। বাঁচা গেল! হায়, এই ননদীর জন্যই সোনার-লঙ্কা ছারেখারে গেল! এস, মা! আমরা কুটীরের মধ্যে গিয়ে বসি গে। আমি থাক্‌তে চেড়ীরা কিছুই বল্‌তে পার্‌বে না।

[সীতা সহ প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

লঙ্কা—রাজপথ।

গীতকণ্ঠে নগরবাসী রক্ষোবালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ।—

গান।

আমরা মানুষ খাব, মানুষ খাব রে।
ডাগর-ডাগর মানুষ-বাঁদর ধ'রে অমনি পেটে পূর্‌ব রে।
মানুষের তাজা রক্ত,
আমরা তার বড় ভক্ত,
ঘাড় ভেঙে চোঁ চোঁ ক'রে, এমনি ধারা চুষে নেবো রে।
এই জগৎ-জোড়া কর্‌ব হাঁ,
গণ্ডায় গণ্ডায় মণ্ডার মতন আণ্ডা-বাচ্ছা সব,
যা পেটের ভেতর ঢুকে যা,—
হা হা হা হা, হাহা হা, হাহা হাহা হাহা হা,
ভরতি পেটে ফূর্তি এঁটে রাজার সাথে রণে যাব রে॥

পঞ্চম দৃশ্য।

লঙ্কা—অন্তঃপুর।

একগাছি মালা লইয়া গীতকণ্ঠে
হাস্যমুখী সুরজার প্রবেশ।

সুরজা।—

গান।

আমি সোহাগ-সাগরে সদা ভেসে রই।
আমি ব্যথা বেদনা জানি না, বুঝি না,
আমি কাঁদি না কখন হাসি বই।
আমি দিয়েছি ঢালিয়া সব ভালবাসা,
পুরায়েছি প্রাণের অতৃপ্ত পিয়াসা,
কভু করে না আঁধার হৃদয়ে কুয়াশা,
কত সুখী আমি কেমনে কই।
আমি দিয়েছি—পেয়েছি—হই নি বঞ্চিত,
আমার হৃদয়ে কিছুই রাখি নি সঞ্চিত,
আমার হৃদয়-রতন যে চির-বাঞ্ছিত
জগতে তাহার তুলনা কই?
আমি সোহাগ-সাগরে সদা ভেসে রই ইত্যাদি—

ধীরে ধীরে তরণীর প্রবেশ।

তরণী। ভেসে থাক, সে মন্দ নয়; কিন্তু যেন ডুবে যেয়ো না।

সুরজা। আমি আমার মনে লুকিয়ে ব'সে গান গাইছি, তা তুমি লুকিয়ে শুনতে এলে কেন? ভারি দোষ কিন্তু এটা।

তরণী। দোষ ক'রে থাকি, শাস্তি দিতে পার।

সুরজা। আচ্ছা—তাই দিচ্ছি। খবরদার, তুমি এখান থেকে আজ এক পা-ও নড়্তে পার্বে না; সারাদিন আজ তোমাকে আমার কাছে এইরূপ ক রে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, মহা মাননীয়া শ্রীমতী সুরজাসুন্দরী তোমাকে এই শাস্তি প্রদান কর্‌ছেন।

তরণী। ও—সুন্দরী ত কত! কালো ভোম্‌রাগুলোকেও লজ্জা দিয়েছে!

সুরজা। এঃ—আমি কালো? কখনই না, কালো হ'লে মা আমাকে কখনই সোনার-প্রতিমা ব'লে ডাকতেন না।

তরণী। সে মিছে ক'রে মা ডেকে থাকেন, পাছে কালো বল্‌লে তুমি মনে ব্যথা পাও।

সুরজা। আচ্ছা, আমি যদি সত্যি সত্যিই কালো হই, তা' হ'লে আর কালোমুখ কাউকে দেখাব না। [বস্ত্র দিয়া মুখ আচ্ছাদন]

ধীরে ধীরে কুন্তীলকের প্রবেশ।

কুন্তীলক। [প্রবেশ পথ হইতে] ওরে শালা-শালীরা! বলি, কোথায় তোরা? কোনও সাড়া শব্দই যে আজ নাই। [নিকটে আসিয়া] না—এই যে শালা আমার দিব্যি ভালমানুষটার মতন দাঁড়িয়ে, আর ঐ যে শালী আমার কাপড়ে মুখ ঢেকে রয়েছে; বলি—কাণ্ডটা কি?

তরণী। শুধুন্ না একবার ডেকে, দাদামশাই!

কুন্তীলক। তুমি শালা ভারি দুষ্টু, একটা কিছু খুঁটী-নাটী ক'রে শালীকে আমার কাঁদিয়েছ। রাখ—আগে শুনি, তার পর কাণ টেনে সাত হাত লম্বা ক'রে দেবো এখন।

তরণী। তা কালোকে যদি কালো বল্‌লে রাগ হয়, তার আমি কি কর্‌ব বলুন ত, দাদামশাই?

কুম্ভীলক। সত্যি না কি? ও শালা তোমায় কালো বলেছে, রে শালা! আচ্ছা—আমিই আজ বিচার করব। [সুরজার মুখের কাপড় ফেলিয়া চিবুক ধরিয়া নিকটে আনিলেন] য়্যাঁ—এই তোমার কালো? এমন চাঁদের টুক্‌রোকে তুমি কালো বলেছ, শালা?

তরণী। দাদামশাই যে, একবারে পূর্ণিমার চাঁদ না ব'লে চাঁদের টুক্‌রো বলেছেন, তাই আমি ভাব্‌ছি।

সুরজা। ঐ শুন্‌ছ, দাদামশাই?

কুম্ভীলক। রাখ্‌ না—দেখ্‌ না, আজ ওকে কেমন জব্দ ক'রে ছাড়ি!

তরণী। দাদামশাই! এসেই যে একেবারে ঐ পক্ষ নিলেন; চাঁদের টুক্‌রো দেখে গ'লে জল হ'য়ে গেলেন বুঝি?

কুম্ভীলক। ওরে, গ'লে জল এ দাদামশাই হয় না রে—এ দাদামশাই হয় না; যে শালা হবার সেই শালাই হয়েছে।

সুরজা। তা বেশ করেছেন, দাদামশাই! আমার পক্ষ যখন নিয়েছেন, তখন আর কারু সঙ্গে কথা কইতে যাবেন না।

কুম্ভীলক। একেবারে শালাকে তা' হ'লে একঘ'রে ক'রে রেখে দি, কেমন?

তরণী। শেষটা বুড়োকালে কি দাদামশাই, তা' হ'লে পরের নৈবেদ্যে ঠোকর মারা শিখে এলেন না কি?

কুম্ভীলক। সে বিদ্যে অনেকদিন থেকেই শেখা আছে।

সুরজা। আবার কথা কইছেন?

তরণী। সাবধান, দাদামশাই! আমার সঙ্গে যেন কথা কৈবেন না, তা' হ'লে আপনার চাঁদের টুক্‌রো শেষে ক্ষুরের টুক্‌রো হ'য়ে পড়্‌বে। সে ধারের চোট্‌ সাম্‌লান তা' হ'লে আপনার দায় হ'য়ে উঠ্‌বে—কিন্তু।

সুরজা। এ ক্ষুরমুখীর কাছে কারো না এলেই ত ভাল হয়। আসুন, দাদামশাই, আপনার আঙুল মট্‌কে দি'। [তথাকরণ]

কুন্তীলক। [মালা দেখিয়া] দিব্যি মালা ছড়া গেঁথেছিস্ ত, শালি! ও আর কার গলায় পরাবি, আমারই গলায় পরিয়ে দে।

তরণী। শাঁখ বাজাবার এয়ো ডাক্‌ব না কি, দাদামশাই?

সুরজা। [জনান্তিকে] কোনও উত্তর কর্‌বেন না, দাদামশাই!

কুন্তীলক। এয়ো কাউকে ডাক্‌তে হবে না, গন্ধর্ব্বমতে হ'য়ে যাবে।

সুরজা। আবার কইছেন? তবে এখনই চ'লে যাব আমি কিন্তু।

কুন্তীলক। আমার মনে আমি কইছি, কারো দিকে চেয়ে বা নাম ধ'রে ডেকে কি কিছু বলেছি? উঃ মালা না পরাতে-পরাতেই এই, এর পর শেষে ভেড়া না বানিয়ে ফেলিস্, শালি!

তরণী। ঝাঁজ্‌টা তখন দেখে নেবেন।

সুরজা। [কুন্তীলকের মুখের কাছে হাত লইয়া বাধা দিয়া] এবারে কোন কথা কইবেন না।

তরণী। দিদি-মার ঝাঁজ্‌টা বোধ হয়, এখনও কতকটা গায়ে লেগে আছে নয়, দাদামশাই?

কুন্তীলক। [সুরজার হাত সরাইয়া] রাখ্, শালি! এবার একটা জবাব ক'রে নিই। তোর দিদি-মার নাম শুন্‌লে যে আর ঠিক থাক্‌তে পারি নে। ওরে ওরে, তার কথা মনে হ'লে আমি যেন কি হ'য়ে যাই রে, কি হ'য়ে যাই!

তরণী। দিদি-মা কখন অভিমান কর্‌লে দাদামশাই বোধ হয়, তখন তাঁর পায়ে ধ'রে মানভঞ্জন কর্‌তেন?

কুন্তীলক। ওরে, শুধু পায়ে-ধরা কি রে! একেবারে পায়ের তলায় প'ড়ে থাক্‌তেম! কত রাত্তির এইভাবে মানভঞ্জনের পালা গেয়ে কাটি-

য়েছি ; সে সব খবর তোরা জান্‌বি কি বে, শালা ? এই যে শালী আমার তোর ওপর অভিমান ক'রে ব'সে আছে, তুই একবার এসে ধর্‌ দেখি শালীর পা দুখানা ; তা' হ'লে কেমন ক'রে থাক্‌তে পারে দেখি ?

তরণী। দিদি মা বোধ হয়, কালো ছিলেন না, কেমন—দাদামশাই ?

কুন্তীলক। একবারে দুধে আল্‌তায় মিশান রং ছিল ; যাক্‌—সে কথা আর তুলিস্‌ নে, শালা ! তুলিস্‌ নে। এ দিকে এ শালী আবার আমার উপরে চ'টে যাচ্ছে।

সুরজা। আমি তবে চল্‌লুম, দাদামশাই ! [গমনোদ্যতা]

কুন্তীলক। [হাত ধরিয়া বাধা দিয়া] কোথায় যাবি শালি, আমার যুগল মিলন না দেখিয়ে ?

তরণী। যুগলমিলনটা কি তা' হ'লে দাদামশায়ের সঙ্গেই হবে না কি ?

কুন্তীলক। চুপ্‌, শালা, এইদিকে আয়। হাতযোড় ক'রে এর পায়ের কাছে দাঁড়া।

তরণী। [তথাকরণ] এই দাঁড়ালাম, তার পর ?

কুন্তীলক। বল্‌ এখন, "দেহি পদ-পল্লব-মুদারং।"

তরণী। দেহি পদ—

সুরজা। [সহাস্যে] আর কাজ নেই, মানের পালা শেষ হয়েছে।

কুন্তীলক। তবে এইবার যুগলমিলনটা হ'য়ে যাক্‌। আয়—দুজনা এইদিকে আয়। [উভয়কে মিলিত ভাবে কোলে বসাইলেন]

সরমার প্রবেশ।

সরমা। বাবার যেমন ব'সে ব'সে আর কাজ নেই, কেবল ওদের পরকালটা খাওয়া হচ্ছে।

[তরণী ও সুরজা লজ্জায় উঠিয়া দুইদিকে সরিয়া গেলেন]

কুম্ভীলক। ওঃ! বেটী আমার ভারি কর্ত্তা কি না? নাতী-নাত্‌নী নিয়ে একটু রসালাপ ক'রে বুড়ো বয়সে একটু শান্তিলাভ কর্‌ব, তাতেও বেটী কি না বাদী?

সরমা। আমি কি রঙ্গ কর্‌তে মানা কর্‌ছি, বাবা! তবে দিনরাতই কি ঐ ভাবে ওরা কাটিয়ে দেবে? তরণীর ত বয়স হ'য়েছে; ওর কি অপর কোনও কাজ নেই? এই যে যুদ্ধ বেঁধেছে, যদি দরকার হয়, রাজা আদেশ করেন, তবে যেতে হবে না? তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কৈ? যুদ্ধচর্চ্চা কর্‌ছে কৈ?

কুম্ভীলক। ও যুদ্ধে যাবে কি, রে বেটি! ওর কি যুদ্ধে যাবার বয়স হয়েছে?

সরমা। কেন হবে না, বাবা? লঙ্কাপুরের আরও কম বয়সের ছেলেরা কেমন দিব্যি সেজে-গুজে যুদ্ধে যাচ্ছে। তাদের মায়ের বুকটা কেমন পুত্রের গৌরবে ফুলে উঠ্‌ছে।

কুম্ভীলক। আ—হতভাগার বেটি! তোর যে সবে ঐ একটি কোলজোড়া কার্ত্তিক, তাকে যুদ্ধে যেতে দিতে চাস্ কোন্ সাহসে রে, বোকা হাবি?

সরমা। সাহস আর ভয় কি, বাবা? ভগবান্ যা কর্‌বেন, তাই হবে।

কুম্ভীলক। ভগবান্ যা কর্‌বেন বা কর্‌ছেন, তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছিস্। ভগবান্ নিজেই যে ধনুক হাতে ক'রে লঙ্কার দোরে এসে হত্যার কারখানা খুলে বসেছেন; যে বীরই যাচ্ছেন, তাকেই সেই ভগবান্ তার ভাল ক'রে ছাড়্‌ছেন।

সরমা। ভগবানের কোন দোষ নেই, বাবা! আমরাই আমাদের কর্ম্মের ফলভোগ কর্‌ছি।

কুম্ভীলক। নে—তোর ও সব বুড়োমি আমাকে শোনাতে হবে না; আমি আমার ও শালাকে কিছুতেই কখন যুদ্ধে যেতে দেবো না, তাতে যা হয় হবে। যদি তেমন দেখি, তা' হ'লে আমি আমার নাতি আর নাত্‌বৌকে নিয়ে সাগর পার হব; এ তুই ঠিক জেনে রেখে দিস্, বেটি!

সরমা। মহারাজ যদি যুদ্ধে যেতে আদেশ করেন, তা' হ'লে না গেলে যে অন্যায় হবে, বাবা! আমরা যে এখনও রাজ-অন্নে পালিত, তখন রাজ-আজ্ঞা অমান্য করব কি ক'রে, বাবা?

কুম্ভীলক। এ কোথাকার একটা হাবা বেটী রে! যার নিজের স্বামীকে মহারাজ সহোদর ভাই হ'য়েও রাজসভা হ'তে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিতে পার্‌লে, সেই তুই বোকা বেটী, আজ আবার সেই রাজার হুকুম পালন কর্‌তে নিজের একমাত্র দুধের ছেলেকে সেই যমের দক্ষিণ দোরে যুদ্ধে পাঠাবার ব্যবস্থা কর্‌তে বল্‌লি? কি বুদ্ধি রে বেটির! আমার মেয়ের পেটে যে এমন বুদ্ধি হবে, সেটা জানা ছিল না!

তরণী। মা! আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি যখনই বল্‌বেন, তখনই আমি যুদ্ধে যাত্রা কর্‌ব। আপনার পুত্র কখন মাতৃ-আজ্ঞা পালন কর্‌তে তিলমাত্রও শৈথিল্য প্রকাশ কর্‌বে না। আজ থেকে প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ-চর্চ্চায় নিযুক্ত হলেম। একমাত্র আমার ইষ্টপূজার সময় ভিন্ন সব সময়ই আমি রণকৌশল শিক্ষা কর্‌ব, মা! আমি চল্‌লেম তবে।

[প্রস্থান।

কুম্ভীলক। দেখ্‌লে? বেটী এসে সব কাজ গুলিয়ে ফেল্‌লে, ছেলেটাও একগুঁয়ে—অমনি ছুট্‌ল! দেখ্, সরমা! মা হ'য়ে অমনটা করিস্ নে—করিস্ নে। মায়ের কোমল প্রাণে কঠোরতার বজ্র দিয়ে অমন ক'রে পুড়িয়ে শ্মশান ক'রে রাখিস্ নে। মায়ের স্নেহময় হৃদয়টা

ছেলের জন্য সর্ব্বদা মুক্ত ক'রে না রেখে রাক্ষসীর মত ভীষণা হ'য়ে উঠিস্ নে, তা' হ'লে সুখ পাবি নে—শান্তি পাবি নে। জীবনে ছেলের যা প্রাপ্য—ছেলের যা শান্তি—ছেলের যা জুড়াবার দাঁড়াবার স্থান, সে আনন্দের পুরী—সে শান্তির স্বর্গ-নিকেতন মাতৃহৃদয় যেন দেখিস্ বেটী, মরুভূমি ক'রে ফেলিস্ নে।

সরমা। যাও মা, সুরজা! তরণীর ইষ্টপূজার অর্ঘ্য সাজিয়ে দাও গে।

সুরজা। যাই, মা!

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

সরমা। চলুন, বাবা। অনেক কথা আছে।

কুম্ভীলক। চল্—যাচ্ছি। কিন্তু মনটা বড়ই খারাপ ক'রে দিলি। তুই কোত্থেকে এসে এই বুড়োর জমা আসরটা মাটী ক'রে দিলি!

সরমা। ভগবান্‌কে ডাকুন, বাবা!

কুম্ভীলক। কেন—আরও নেমন্তন্ন ক'রে এগিয়ে আন্‌তে? দূর্ অভাগি! তুই একেবারে উচ্ছন্নে গেছিস্।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

লঙ্কা—রাজকক্ষ।

একাকী চিন্তিত রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। আশুতোষ!
তুষি' তোমা চিরদিন
লভিলাম এই পরিণাম?
ত্রিলোক-বিজয়ী ক'রে
লজ্জা দিলে শেষে আনি'
ক্ষুদ্র নর বানরের করে?
বিধাতার বরে জানি অবধ্য আমায়—
কৌশলে বধিতে মোরে করিয়া বাসনা,
অবশেষে শত্রুরূপে জুটাইলে
ভক্ষ্য কপি আর নরে?
হে শঙ্কর! এ কলঙ্ক-কালি
কেন ভক্তমুখে তব করিলে লেপন?
দেবতা যদ্যপি তব প্রিয় অতিশয়,
কেন তবে ভক্ত দশাননে
প্রীতি স্নেহ দেখালে, শঙ্কর?
শুনেছিনু দেবতা-সমাজে
তুমি মাত্র সমদর্শী শান্ত সদাশিব,
তুমি মাত্র নির্ব্বিকার পরমপুরুষ,
তাই আমি অন্য দেবে ত্যজি'

শৈব মন্ত্রে হইনু দীক্ষিত।
কিন্তু হায়! কার্য্যক্ষেত্রে নামি'
দেখিলাম চাহিয়া ক্রমশঃ
ভুল মোর—সম্পূর্ণই ভুল।
জাতিগত মহাস্বার্থ তরে
সমদর্শী শিব আজি মহা স্বার্থপর;
অতঃপর কি আছে আশ্চর্য্য আর!
বুঝিলাম, কেহ কিছু নহে,
দেববল স্থলভেদে হয় কার্য্যকরী।
পুরুষের পুরুষত্ব সার,
আজ হ'তে দৈব ত্যজি'
পুরুষত্বে করিব আশ্রয়;
রাবণ লভিবে জয় নিশ্চয়—নিশ্চয়।

কুম্ভ ও নিকুম্ভের হস্ত ধরিয়া প্রচণ্ডা প্রবেশ-পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রচণ্ডা। মহারাজ!
পতিহীনা ভ্রাতৃবধূ তব,
পতিহত্যার প্রতিশোধ নিতে
পুত্রদ্বয়ে মোর
রণ-সাজে এনেছি সাজায়ে।
দেহ অনুমতি, হে রক্ষঃকুলমণি!
পুত্রদ্বয় যাবে রণে আজি
পিতৃশত্রু রামে বিনাশিতে।

নিকুম্ভ। হাঁ, জ্যেঠামশাই! আমাদের দু'ভাইকে আপনি যুদ্ধে পাঠিয়ে দেন্, আমরা দু'ভাই বেশ যুদ্ধ কর্‌তে শিখেছি; আমরা আমাদের পিতৃহন্তা রামকে নিজের হাতে বধ কর্‌ব।

কুম্ভ। আজ তিন দিন থেকে আমরা যুদ্ধে যাবার জন্য সেজে-গুজে রয়েছি, কিন্তু আপনার অনুমতি নিতে পারি নি ব'লে যেতে পারি নি। তার জন্য মায়ের কাছে কত বকুনি খেয়েছি। তাই বল্‌ছি, জ্যেঠামশাই! আমাদের দু'ভাইকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেন্; না দিলে কিছুতেই ছাড়্‌ব না।

রাবণ। আয় রে মাণিক দুটি আমার! ভ্রাতৃশোক-সন্তপ্ত রাবণের বুকে আয়। [উভয়কে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন ও স্বগত] আবার কুম্ভ-কর্ণের শোকানল দ্বিগুণরূপে জ্ব'লে উঠ্‌ল। [প্রকাশ্যে উচ্ছ্বাসের সহিত] কুম্ভকর্ণ! ভাই আমার! ও-হো-হো! [হস্তে চক্ষু আবৃত করিলেন]

প্রচণ্ডা। শোকের সময় নয়, মহারাজ! এ ভীষণ প্রতিহিংসার সময়। এই দেখুন, মহারাজ! আজ আপনার স্নেহের ভ্রাতৃবধূ বিধবা সেজে—কুম্ভ-নিকুম্ভের হাত ধ'রে আপনার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু তার চক্ষে এক ফোঁটাও অশ্রু নাই। অশ্রুর বদলে সেখানে প্রতিহিংসার অনল জেলে রেখেছি—বক্ষকে বজ্রের দ্বারা গ'ড়ে ফেলেছি—হৃদয়কে শুষ্ক মরুভূমি ক'রে রেখেছি। তাই বল্‌ছি, মহারাজ, রোদনের সময় এখন আমাদের নয়। আমি এখন চল্‌লেম, আমার যা কিছু সম্বল ছিল, তা আজ মহারাজের হাতে দিয়ে গেলেম। এখনই শত্রু-সংহারে দু'ভাইকে পাঠিয়ে দিন্; প্রচণ্ডা আর কিছুই চায় না, চায় কেবল প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা!

[বেগে প্রস্থান।

কুম্ভ। [রাবণের চক্ষু মুছাইয়া] কাঁদ্‌বেন না, জ্যেঠা-মশাই! আর কাঁদ্‌বেন না। মা কাঁদতে মানা ক'রে দিয়েছেন, তাই আর আমরাও কাঁদি না; কেবল কেমন ক'রে পিতৃহন্তাকে বধ কর্‌ব, এই চিন্তা করি।

নিকুম্ভ। জ্যেঠামহাশয়! আমাদের বাবা নাই; কিন্তু আপনি যখন আছেন, তখন আমাদের আর চিন্তা নাই; এখন দাদাকে আর আমাকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিন্, যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে আবার আপনার কোলে এসে দু' ভাই বস্‌ব।

রাবণ। বাপ্ কুম্ভ নিকুম্ভ রে! তোমরা যে নিতান্ত বালক, তোমরা সে ভীষণ যুদ্ধে যাবে কি ক'রে বাপ্? আমি একবার মূর্খের মত তোমাদের পিতাকে, অকালে ঘুম ভাঙিয়ে—যুদ্ধে পাঠিয়ে কি সর্ব্বনাশ করেছি, তা' ত জানই। তার পর আবার তোমরা আমার সেই কুম্ভকর্ণের বংশ-দুলাল—শেষ প্রদীপ দু'টি, আমি আবার কোন্ সাহসে সেই প্রদীপ দু'টি নির্ব্বাণের পথ পরিষ্কার ক'রে দেবো, বাবা?

কুম্ভ। সে শুন্‌ব না, জ্যেঠামশায়! আমাদের যুদ্ধে পাঠাতেই হবে; যুদ্ধে না গেলে মা আমাদের মুখও দেখ্‌বেন না; আর আমরাও প্রতিজ্ঞা করেছি যে, যুদ্ধে জয়ী না হ'য়ে মাকে আর মুখ দেখাব না। জ্যেঠামশায়! সে প্রতিজ্ঞা আমাদের ভাঙ্‌বেন না।

নিকুম্ভ। কেন, জ্যেঠামশায়! আমরা যুদ্ধে জয়ী হ'তে পার্‌ব না? আমরা যে রাক্ষস, আর তারা যে মানুষ, আমাদের সঙ্গে পেরে উঠ্‌বে কেন?

রাবণ। [স্বগত] এদের বাধা দিতে যাওয়াও ত শক্ত! যুদ্ধের ফলাফল ত আর আমার জান্‌তে বাকী নাই? [কিঞ্চিৎপরে] ছিঃ—ছিঃ! আবার আমি দৈবের উপরে নির্ভর ক'রে কথা বল্‌ছি? না—না, দৈব কিছুই নয়; পুরুষকারই একমাত্র সংসারের সার এবং শ্রেষ্ঠ অবলম্বনীয়। [প্রকাশ্যে] যাও—কুম্ভ, নিকুম্ভ! তোমরা যুদ্ধে যাও, তোমাদের আমি অনুমতি দিলাম। যুদ্ধই চাই—যুদ্ধই তোমাদের প্রয়োজন। যাও—তাই কর; চল, বৎস! তোমাদের নিজের হাতে সাজিয়ে সুশিক্ষিত সৈন্যগণের সঙ্গে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেবো।

কুম্ভ ও নিকুম্ভ।—

গান।

রণে চলিলাম দু' ভাই, মহারাজ।
পিতৃ-শত্রু নাশি,   বীরত্ব প্রকাশি,
ঘুচাব মনের ব্যথা আজ॥
সিংহ-শিশু মোরা নই সাধারণ,
নাহি ডরি অরি, জীবন মরণ,
ছেদিব ভেদিব করি মহারণ,
ফিরিব না ঘরে না সাধিয়া কাজ॥

[দুইজনের হাত ধরিয়া রাবণের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

লঙ্কা—রাজপথ।

রক্ষঃসৈন্যগণের প্রবেশ।

রক্ষঃসৈন্যগণ।—

গান।

চল চল সবে,   ভীষণ আহবে,
সমর-তাণ্ডবে নাচিতে-নাচিতে।
কোদণ্ড টঙ্কারে,   কাঁপাও লঙ্কারে,
ভৈরব হুঙ্কারে অরাতি সহিতে॥
গভীর গর্জ্জনে,   অসির তর্জ্জনে
বীরত্ব অর্জ্জনে চল রে ত্বরিতে।
কর রে মার্ মার্   দেখাও পুরুষকার,
হইবে চুর্‌মার্ দেখিতে-দেখিতে॥

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

রণক্ষেত্র।

রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনূমান্ ও সুগ্রীবের প্রবেশ।

রাম। বিভীষণ! সখা! এক তুমি আর মারুতির জন্যই আজ আমি ও লক্ষ্মণ মৃতদেহে প্রাণ পেয়েছি। কিন্তু সখা, ইন্দ্রজিৎ যেরূপ মায়া-বিদ্যাবিশারদ, বিশেষতঃ অন্যের অলক্ষ্যে মেঘের আড়ালে থেকে যেরূপ শর বর্ষণ করে, তাতে মেঘনাদকে বধ করা ত একরূপ অসম্ভব ব'লে বোধ হয়। অথচ তার সেই অলক্ষিত শরে আমাদের কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্ত্তেই আছে। এ যাত্রা এক তুমি আর মারুতি অক্ষতদেহে ছিলে ব'লেই রক্ষা। কিন্তু যদি তোমরা দুইজনে পুনরায় মেঘনাদের শরে শক্তি-হীন হ'য়ে পড়, তা' হ'লে তখন কি উপায় হবে, সখা? আমি এই সমস্ত বিষয় যতই চিন্তা করছি, ততই যুদ্ধ-জয় সম্বন্ধে নিরাশ হ'য়ে পড়ছি।

বিভীষণ। হে রঘুনাথ! তাই যদি সম্ভব হ'ত, তা' হ'লে কূটবুদ্ধি-রাবণ কখন কুম্ভকর্ণ, অতিকায় প্রভৃতি বীরগণকে যুদ্ধে পাঠাত না। সাধ্য কি যে, মেঘনাদ বার বার এইরূপ অতর্কিত আক্রমণ করতে পারে? আজ হ'তে আমি পবনকুমার আর কিষ্কিন্ধ্যাপতি সুগ্রীব এই কয়জনে সমস্ত রাত্রি বিশেষ সতর্কভাবে সৈন্য-শিবিরে প্রহরী-কার্য্যে নিযুক্ত থাকব। মেঘনাদের সাধ্য নাই যে, আমাদের সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারে। অতএব রঘুনাথ, আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে অবস্থান করুন।

সুগ্রীব। একদিন বেটা ইন্দ্রজিৎ হঠাৎ এইরূপ করেছে ব'লে কি আর কোনদিন পারবে? কিছুতেই না। মিতা! তুমি আমায় একবার একটা আদেশ দাও ত, দেখ তোমার সুগ্রীব মিতে একাকীই ঐ লঙ্কাটাকে উপড়ে

এনে ফেল্‌তে পারে কি না? ঐ রাবণ বেটা একদিন আমারই সহোদর বালীর হাতে কি লাঞ্ছনাটা পেয়েছিল, তা' সবই শুনেছ? সেই বালীর প্রতিদ্বন্দ্বী বীর সুগ্রীব মনে করলে, আর তোমার আদেশ পেলে এক রাবণ কেন, ওরূপ শত-শত রাবণকে তৃণের মত নখে ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারে।

হনুমান্‌। প্রভু! প্রাণের দেবতা! কমললোচন! চিরদাস হনুমান্‌ করযোড়ে প্রার্থনা কর্‌ছে, একবার ঐ পদধূলি চাই—আর অনুমতি চাই, আর কিছুই চাই না; দেখি, আমি এখনই এই মুহূর্ত্তে মা জানকীকে আমার উদ্ধার ক'রে প্রভুর চরণে এনে রাখ্‌তে পারি কি না। যে চরণ-ধূলির গুণে একদিন এই দাস অসীম সাগর একটা লাফে পার হ'তে পেরে-ছিল, সে রাবণের মতন কয়টা রাক্ষসকে সামান্য তৃণজ্ঞানও করে!

লক্ষ্মণ। আর্য্য! আপনি নিশ্চিন্ত হন্‌। দৈবাৎ মায়াবী ইন্দ্রজিৎ একটা বিপর্য্যয় ক'রে গেছে বটে, কিন্তু সে আমাদেরই অসতর্কতাবশতঃ ত্রুটি ভিন্ন কিছুই নয়, নতুবা যত মেঘের আড়ালেই থাক্‌ না, লক্ষ্মণের অব্যর্থ তীক্ষ্ণশর কিছুতেই ব্যর্থ হ'ত না।

বিভীষণ। ঠাকুর লক্ষ্মণ ও আর আর সকলকেই বল্‌ছি যে, আপনারা কেহই ব্যস্ত হবেন না। প্রভুর যখন রণ-নীতি লঙ্ঘন ক'রে যুদ্ধ কর্‌বার ইচ্ছা নাই, প্রকৃত বীরের ন্যায় ধর্ম্ম-যুদ্ধ করাই যখন রামচন্দ্রের অভিপ্রায়, তখন সেই ধর্ম্ম-যুদ্ধে সকলকে প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে শত্রু সংহার কর্‌তে হবে। আরও এক কথা, পাপিষ্ঠ রক্ষঃকুল নির্ম্মূল করাই যখন দেবগণের অভিপ্রেত আর সেইজন্যই যখন নারায়ণ বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ ক'রে রামরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, তখন সেইভাবেই কার্য্য-সিদ্ধি হবে, এ নিয়মের অন্যথা কর্‌তে চেষ্টা করাও আমাদের পক্ষে অন্যায় হবে। নতুবা যে সমস্ত মহামহা বীর বর্ত্তমান আছেন, এঁদের মধ্যে যে কোন একজনেই মা জানকীকে এখনই উদ্ধার ক'রে আন্‌তে পারেন, সে কথা কারও অবিদিত নাই।

সহসা ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম।—[রামের প্রতি] গান।

ছলনা ছাড় হে ছলনাময় রাম।
কেন আর বল না, করিছ ছলনা,
ক'রো না বঞ্চনা হে গুণের গুণধাম।
আত্মারাম রূপে তুমি জীবের দেহ-ঘটে,
তুমি যা ঘটাও ঘটে, সেই সে ঘটনা ঘটে,
ঘটনার ঘটক হে রাম তুমি ঘটে ঘটে,
চতুর্ব্বর্গ ঘটে, নিলে ওই তারকব্রহ্ম নাম॥
শোকদুঃখাতীত, তুমি নির্ব্বিকার,
কেন হেরি তবে নির্ব্বিকারে এ বিকার,
হয় নির্ব্বিকার, আজ কর প্রতীকার,
কি অধিকার আছে বলিতে অধিক আর,
পুরাও সবাকার চির মনস্কাম॥

রাম। তুমি ধর্ম্ম, এই কর্ম্মময় ভবে,
সূক্ষ্ম মর্ম্ম তব কে পারে বুঝিতে ?
যে কর্ম্ম করিলে, যে ধর্ম্ম পালিলে
নাহি ডোবে জীব অধর্ম্ম-তামসে,
সেই সার কর্ম্ম, সেই সার ধর্ম্ম,
শিক্ষা দাও আজি হতভাগ্য রামে।

ধর্ম্ম।— [পূর্ব্বগীতাংশ]

সর্ব্বধর্ম্মরূপী ওহে ধর্ম্মময়,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম যত তোমা ভিন্ন নয়,
তব মর্ম্ম-তত্ত্ব নিহিত গুহায়,
করে কর্ম্মক্ষেত্রে স্বধর্ম্ম-সংগ্রাম॥

[সকলের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

রণক্ষেত্র।

রক্ষঃসৈন্য, কুম্ভ ও নিকুম্ভের প্রবেশ।

নিকুম্ভ। কৈ, দাদা! সে রাম কৈ? যে আমাদের পিতাকে বধ করেছিল?

কুম্ভ। চারিদিকে ত কেবল মুখপোড়া বানরের দলই দেখ্‌তে পাচ্ছি। রাম, লক্ষ্মণ কিংবা আমাদের সেই ঘর-সন্ধানি খুড়ো, এদের কাউকেই ত দেখ্‌তে পাচ্ছি নে।

নিকুম্ভ। বোধ হয়, আমাদের শিশু মনে ক'রে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে তারা আসে নি। কিন্তু আমরা যে প্রতিজ্ঞা করেছি, রামের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাকে নাশ কর্‌ব।

কুম্ভ। ঐ বানরগুলোকে নাশ ক'রে তার পর সেই পিতৃহন্তার সন্ধান নিতে হবে। কোথা যাবে? আমাদের হাত থেকে আর তাদের নিস্তার নাই।

নিকুম্ভ। দাদা! আমি কিন্তু একবার সেই ঘরপোড়াটার সঙ্গে লাগ্‌ব, আর তুমি সেই ভিখারী বেটা রামের সঙ্গে লেগো।

জয় রাম জয় রাম শব্দ করিতে করিতে হনূমান্,
সুগ্রীব এবং অন্যান্য সকলের প্রবেশ।

নিকুম্ভ। ঐ—ঐ, দাদা! সেই ঘরপোড়াটা। ঐ বেটার লেজের আগুনেই আমাদের সোনার লঙ্কাটা একেবারে ছারখার হ'য়ে গেছে!

বেটাকে যদি বধ করতে পারি, তা' হ'লে ওটাকে বেঁধে-ছেঁদে একেবারে লঙ্কার ভিতরে নিয়ে যাব এবং সকলকে দেখাব।

হনূমান্। বল্ কে তোরা? তোদের দুটো দুধ-খাওয়া ছেলেকে রাবণ মরবার জন্য এখানে পাঠিয়েছে। আর বুঝি তোদের লঙ্কায় বীর-টীর নাই?

কুম্ভ। আগে এই দুধ-খাওয়া খোকাদের হাতেই প্রাণ বাঁচা, তার পর অপর বীরের খবর নিস্।

নিকুম্ভ। কে আমরা দু ভাই, তা জানিস্? আমরা সেই মহাবীর কুম্ভকর্ণের পুত্র। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে রাক্ষসের ছেলেরা কিরূপ জানে, তাই দেখিয়ে যাব।

সুগ্রীব। তোদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেই যে লজ্জা করছে, নতুবা এতক্ষণ সুগ্রীব একাই তোদের দুটোকে ধ'রে, একটা আছাড় মেরে গুঁড়ো-গুঁড়ো ক'রে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিত।

কুম্ভ। ওরে, বনের বানর তোরা, তোরা বড় জোর দু-একটা লম্ফ-ঝম্ফ দিতে পারিস্, আর বড় বড় মর্ত্তমান গণ্ডায়-গণ্ডায় সাবাড়্ করতে পারিস্, তোরা আমাদের যুদ্ধের কৌশল কি জান্বি? পারিস্ যদি, তবে তোদের সেই ভিখারী দুই বেটাকে ডেকে দে, একবার যুদ্ধ কাকে বলে দেখিয়ে দি।

হনূমান্। সাবধান, রে রাক্ষসের বাচ্ছা! মুখ সাম্লে কথা বলিস্; রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সাধ? রাক্ষসের বাচ্ছা! রামের বাণের কি শক্তি, সে তোর বাবা কুম্ভকর্ণ জেনে গেছে; এখন তোদের যদি নিতান্তই মরবার ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে এই রামদাস হনূমানের একটা থাপ্পড় আগে সহ্য ক'রে দেখ্।

নিকুম্ভ। ওরে ঘরপোড়া কলাখেকো বানর! এ তোর লেজের

আগুনে ঘর পোড়ান নয়, এর নাম অস্ত্র ধ'রে যুদ্ধ। এই দেখ্—আমি একাই তোর বান্দুরে দাঁত খিঁচান ঘুচিয়ে দিচ্ছি। [হনুমান্ সহ যুদ্ধ]

কুম্ভ। সাবধান, ভাই! সাবধান। কোনও ভয় নাই।

[যুদ্ধ করিতে করিতে নিকুম্ভ ও হনুমানের প্রস্থান।

কুম্ভ। সৈন্যগণ! বানরগুলোর ওপর চেপে পড়।

সুগ্রীব। আর তুইও আয়, রাক্ষসের আণ্ডা-বাচ্ছা কাউকে ছাড়্ব না, পাপের বংশ নির্ব্বংশ ক'রে যাব।

কুম্ভ। তুই সুগ্রীব? আয়—আয়, তোকে আমিই সাবাড়্ ক'রে দি।

[উভয় সৈন্যদল ও সুগ্রীব সহ কুম্ভের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

যুধ্যমান হনুমান্ ও নিকুম্ভের প্রবেশ।

[তৎক্ষণাৎ হনুমান্ নিকুম্ভকে ভূপাতিত করিয়া প্রস্থান করিল]

নিকুম্ভ। [অৰ্দ্ধশায়িত ভাবে] ওঠ্বার শক্তি নাই, মাথা ঘুর্ছে—চোখে আঁধার দেখ্ছি। ওঃ! বুঝি হ'ল না! পিতৃহন্তার প্রতিশোধ নেওয়া হ'ল না, মায়ের মুখও আর দেখ্তে পেলেম না। ওঃ—বড় কষ্ট! কোথায়, দাদা! দাদা গো! একবার কাছে এস, একবার তোমার কোলে মাথা রেখে দাদা ব'লে ডাক্তে ডাক্তে মরি। তুমিই রৈলে, তুমিই প্রতিশোধ নিয়ো।

গান।

কোথা আছ দাদা! একবার দেখা দাও গো।
জন্মের মত শেষ দাদা ডাক্ একবার শুনে যাও গো॥
বড় স্নেহের ভাই যে তোমার দেখ ধূলায় প'ড়ে আছে,
আমায় কোলে তুলে নাও দাদা গো, এসে আমার কাছে,

(প্রাণ যায় গো আমার)
(আমার খেলা ধুলা ফুরাইল)
(আমার ভবের খেলা সাঙ্গ হ'ল)
এই মরণকালে প্রাণ খুলে একবার
ভাই ভাই ব'লে সুধাও গো ॥

ওঃ—ওঃ—যাই—যাই। [মৃত্যু]

সহসা উঠিতে পড়িতে কুম্ভ ছুটিয়া আসিল।

কুম্ভ। [প্রবেশ পথ হইতে] কোথা, নিকুম্ভ! ভাই আমার! দূর থেকে তোর ডাক্ শুনে যে রণে ভঙ্গ দিয়ে ছুটে এসেছি; কৈ? কোথায় গেলি, ভাই? আমিও যে আর চল্‌তে পার্‌ছি না। নিকুম্ভ! আজ বনের বানরের হাতে প্রাণ দিতে হ'ল, বোধ হয়। মায়ের আদেশ পালন করাও বুঝি হ'ল না, ভাই! [স্বগত] দেখি, আর একটু এগিয়ে দেখি। [টলিতে টলিতে নিকুম্ভের নিকট আগমন] এ কি! এ কি! নিকুম্ভ ধুলায় প'ড়ে কেন? নিকুম্ভ! নিকুম্ভ! ভাই! কৈ, আমার ডাকেরও ত কোনও সাড়া দিচ্ছে না। তবে কি নিকুম্ভ ভাই আমার নাই? নিকুম্ভ রে! কি কর্‌লি, ভাই! পিতৃহন্তাকে বধ না ক'রে—আমাকে ফেলে একাই চ'লে গেলি, ভাই? নিকুম্ভ রে! ওঠ্, ভাই! চল্—যাই, দু ভায়ে একসঙ্গে মিলে সেই রামকে বধ ক'রে মায়ের কাছে যাই। মা যে আশীর্ব্বাদ নিয়ে আমাদের দু'ভায়ের আশা-পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ও—হো—হো! নিকুম্ভ ভাই আমার নাই? আগেই চ'লে গেলি, ভাই? দাঁড়া—দাঁড়া, আমি তোকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ব না, আর ক্ষণকাল দাঁড়া, আমিও তোর সঙ্গে যাচ্ছি।

গান।

দাঁড়া দাঁড়া রে, দাঁড়া দাঁড়া রে,
প্রাণের ভাই রে আমার।
আমি যে তোর সঙ্গে যাব,
তুই বিনে জানি না রে আর॥
এক বোঁটাতে ফোটা ফুল ভাই ছিলাম দুজনে,
একাই ঝ'রে পড়্‌লি রে ভাই, বল্‌ রে কি কারণে,
(কোথা গেলি রে ভাই)
(আমি ভাই ভাই ব'লে কেঁদে মরি)
(ভাই রে) জীবনে মরণে, শয়নে স্বপনে
(ছিনু) পরাণে পরাণে গাঁথা,
ছিঁড়ে স্নেহ-ডুরি, মোরে পরিহরি
(ভাই রে) লুকাইলি বল্‌ কোথা।
(আমায় সঙ্গে নে, ভাই)
(তোরে একা যেতে দেবো না, ভাই)
(আমি যাব রে তোর সাথে সাথে)
তোকে বুকে ক'রে চলিনু ভাই রে,
ত্যজিয়ে এ ভব-সংসার॥

[নিকুম্ভের বক্ষে পতন ও মৃত্যু]

সত্বর হনূমান্ ও সুগ্রীবের প্রবেশ।

সুগ্রীব। দুটোই মরেছে, এখন শীঘ্র শীঘ্র, পবনকুমার, চল দুটোকে নিয়ে সাগরের জলে ভাসিয়ে দিই গে! নইলে রামচন্দ্র দেখ্‌তে পেলে ছোঁড়া দুটোর জন্যে কেঁদেই আকুল হবেন।

হনূমান্। ঠিক বলেছ, কিষ্কিন্ধ্যানাথ! রঘুনাথের কোমল প্রাণ, এদের দেখ্‌লে নিশ্চয়ই গ'লে যাবে। তা' হ'লে মা জানকীকে উদ্ধার কর্‌তে দেরী হ'য়ে যাবে। চল—চল, এখনই এদিগে নিয়ে যাই।

[কুম্ভ ও নিকুম্ভকে স্কন্ধে লইয়া হনূমান্ ও সুগ্রীবের প্রস্থান।

দশম দৃশ্য।

লঙ্কা—পথ।

শোকোন্মত্তা প্রচণ্ডার প্রবেশ।

প্রচণ্ডা। পার্‌লি না! পার্‌লি না, কু-সন্তান! প্রচণ্ডার মুখ হাসালি? প্রচণ্ডার মুখে কালি ঢেলে দিলি? আরে আরে, কুলাঙ্গার পুত্র! তোরা তবে কেন প্রচণ্ডার গর্ভে জন্মেছিলি? আয়—আয়, তোদের দুটোর গলা টিপে মেরে ফেলে দি! চুপ্—চুপ্, আবার মা, মা! ও কোমল সম্বোধন প্রচণ্ডার কাছে নয়—ওরূপ অশ্রু-বিসর্জ্জন প্রচণ্ডার কাছে নয়। দেখ্‌ছিস্ নে,—এ একটা ঘোর ঝঞ্ঝা দিগ্বিদিক্ গ্রাস ক'রে ছুটেছে? দেখ্‌ছিস্ নে—এ একটা দিগ্‌দাহ তীব্র জ্বালা উদ্গীরণ কর্‌তে কর্‌তে চলেছে? দেখ্‌ছিস্ নে—এ একটা মহাবিপ্লবের ধূমকেতু কক্ষভ্রষ্ট হ'য়ে জ্ব'লে উঠেছে? এখানে ও সব কান্না-কাটা হবে না—এখানে বজ্রে বজ্রে ভীষণ সংগ্রাম বেধেছে—এখানে বিদ্যুতে বিদ্যুতে ছেয়ে ফেলেছে—এখানে প্রলয়ের ঘনঘটা ভৈরব-গর্জ্জনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্তব্ধ ক'রে রেখেছে! এখানে জ্বালাময়ী প্রচণ্ডা—প্রতিহিংসার প্রতিমূর্ত্তি সেজে ধ্বংস-চিতা জ্বেলে দিয়েছে! এখানে আস্‌বি ত—পতঙ্গের মত ঐ ধ্বংস-চিতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়্‌বি, এখানে আস্‌বি ত—মৃত্যুর লোল-জিহ্বা দু' হাতে জড়িয়ে ধ'রে থাক্‌বি। ঐ—ঐ

রুধিরের ঢেউ ছুটেছে, ঐ—ঐ রাশি রাশি শবের গলিত দেহ ভেসে যাচ্ছে, ঐ—ঐ মৃতের আর্ত্তনাদ উঠেছে,—ঐ—ঐ হত্যাকুণ্ডের কৃষ্ণধূমে ব্যোমতল ছেয়ে ফেলেছে। এখানে মা নাই—রাক্ষসী আছে! স্নেহ নাই—তীব্র হলাহল আছে! কান্না নাই—ভীষণ হুঙ্কার আছে! যোঝ্, যদি পারিস্—যদি শক্তিতে কুলায়, তবে দাঁড়া—স্থির হ'য়ে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে দাঁড়া, প্রতিহিংসার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'রে দাঁড়া। নতুবা—নতুবা দূর হ'য়ে যা; প্রচণ্ডার জ্বলন্ত চক্ষুর সম্মুখ হ'তে দূর হ'য়ে যা। [কিঞ্চিৎ পরে] ও কি! ও কি! যুদ্ধ করতে-না-করতে দুজনেই রণক্ষেত্রের শ্মশানে ঘুমিয়ে পড়্লি! কাপুরুষ কুলাঙ্গার পুত্র! পিতৃহন্তার কণ্ঠরক্ত পান না ক'রে জন্মের মত ঘুমিয়ে পড়্লি? ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ! লজ্জা, ঘৃণা, ক্ষোভে, দুঃখে প্রচণ্ডা আজ কোথায় মুখ লুকাবে? নাই—নাই, পালাই—পালাই।

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লঙ্কা—বিলাস-কক্ষ।

মদমত্ত লম্বোদর, মকরাক্ষ, রসমাণিক্য
এবং পারিষদবর্গ আসীন।

মকরাক্ষ। বাবা রসমাণিক্য! ধন আমার, আজ একটু ভাল ক'রে রস জমিয়ে দাও ত! দিবারাত্রি কান্না-কাটি শুনে শুনে বিরক্তি ধ'রে গেছে। লঙ্কাটা যেন একটা হাহাকারের আড্ডা হয়েছে। বাবা, আমরা ফূর্ত্তিবাজ ছোক্‌রা, ফূর্ত্তির হাওয়া না পেলে কি প্রাণটাকে ঠাণ্ডা রাখ্‌তে পারি? কি বল হে, বন্ধু সব!

পারিষদবর্গ। নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়!

রসমাণিক্য। বাবা! দেশে কি আর রস আছে যে, রস জমিয়ে তুল্‌ব। এক যুদ্ধের কৃপায় একেবারে দেশটাকে বে-রস ক'রে তুলেছে। এখন এক ফোঁটা নিংড়ালেও বেরুবে না। নৈলে কি বাবা, রসমাণিক্য চুপ্-চাপ্ ক'রে ব'সে আছে?

পারিষদবর্গ। নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়!

মকরাক্ষ। যা বলেছ, রসমাণিক্য! ঐ যুদ্ধই হয়েছে—যত সর্ব্বনাশের মূল!

পারিষদবর্গ। নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়!

রসমাণিক্য। এ যুদ্ধের মূলটা কে বাবা, বল ত?

মকরাক্ষ। ঐ মাগীটা, যার রূপ দেখে লঙ্কাপতির দশমুণ্ড ঘুরে গিয়েছিল।

রসমাণিক্য। এ যুদ্ধের মূল হচ্ছে—তোমাদের ঐ খাঁদা ঠাক্‌রুণটি। বল—সত্য কি না? যার জন্য বাপধনের বাবাকে পর্য্যন্ত পটল তুল্‌তে হয়েছিল।

পারিষদবর্গ। হ্যাঁ—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই!

মকরাক্ষ। তা' হ'লে বাবা রসমাণিক্য, সুরু ক'রে দাও।

রসমাণিক্য। তা' হ'লে যে জিভ্‌টাকে একটু সরস ক'রে না নিলে রস গড়াবে না, বাবা!

মকরাক্ষ। এই—কোথা রে!

সুরাপাত্র হস্তে ভৃত্যের প্রবেশ।

মকরাক্ষ। এই শালা, জল্‌দি জল্‌দি চালাও। [ভৃত্য সকলকে মদ্য দিল]

রসমাণিক্য। আঃ—বাবা, এতক্ষণে ধাত ঠাণ্ডা হ'ল।

মকরাক্ষ। তা' হ'লে রসমাণিক্য, বাবা! এই বার রস ঢাল্‌তে থাক।

রসমাণিক্য। ঘড়া ধর তবে।

মকরাক্ষ। বাবা, ঘড়া কেন, জালা ধ'রে দিচ্ছি; তুমি যত ঢাল্‌বে, ঢাল না, চাঁদ!

রসমাণিক্য।—

গান।

কে খাবি রে টাট্‌কা আদি-রস।
প্রেমের গাছের পিরীত বেয়ে, সে রস পড়্‌ছে যে টস্‌ টস্‌।

এ রসের আস্বাদ যে পেয়েছে,
তার ফ্‌রতিতে প্রাণ ভর্‌তি আছে,
তার বাঁকা টেড়ী হাতে ছড়ি
দেখে চেয়ে থাকে কত ছুঁড়ী,
তার লম্বা কোঁচার বাহার ভারি
হেলে-দুলে চলে রে মস্‌-মস্‌॥
সে হ'ক্‌ না কাণা বুড়ো জাম্বুবান্‌,
তবু তার রসের চোটে লাফিয়ে ওঠে
পিরীত কর্‌তে প্রাণ;
যদি রূপসী ষোড়শী জোটে
তবে আর ত কথাটি নাই ব্যস্‌॥

মকরাক্ষ। বেশ ঢেলেছ, বাবা, বেশ ঢেলেছ। [ভৃত্যের প্রতি] বাবা! একটা পূরো বোতল রসমাণিক্যের হাতে তুলে দাও ত দেখি। [ভৃত্যের তথাকরণ]

রসমাণিক্য। [মদ্যপূর্ণ বোতলটি হাতে লইয়া কীর্ত্তন ধরিল]

গান।

তুমি লম্পটকুল সঙ্কট-মূল
ওগো বোতলেশ্বরী সুন্দরী।

[পারিষদগণের প্রতি] কেত্তনে দোয়ারকি চালাও, বাবা। [তথাকরণ]

তুমি লম্পটকুল সঙ্কট-মূল
ওগো বোতলেশ্বরী সুন্দরী।
তুমি যখন যারে ধর, তারেই উজোড় কর,
তোমার বালাই ল'য়ে যে মরি॥
(গুণ বল্‌তে নারি)
(একমুখে গুণ বল্‌তে নারি)
(কত রাজার রাজ্যি উড়িয়েছ)

(কত শুঁড়ির বাড়ী বাড়িয়ে দেছ)

(কত রক্তারক্তির ঢেউ খেলেছ)

তুমি　জীবন-যৌবন,　　ধন—মান—জন,

সকলি লও গো হরি' ॥

কিবা　টল-টল-টল,　　কর টল—টল

বোতলে বসতি কর,

তোমায়　পেটে যবে ঢালি, বোতল ক'রে খালি

তুমি তখনি জড়িয়ে ধর ;

(আর রইতে নারি)

(ভুঁয়ে ঠিক হ'য়ে আর রৈতে নারি)

(পড়ি ট'লে-ট'লে-ট'লে ঢ'লে-ঢ'লে-ঢ'লে)

(অমনি প্রাণটা তখন তর্ হ'য়ে যাবে)

(তখন ধরা দেখি সরার মতন)

হ'লে গিনির দরকার,　　গিন্নির অলঙ্কার

বেচে তোমার পূজা করি ॥

[বোতল ধরিয়া মদ্যপান]

মকরাক্ষ । বাহবা—বাহবা ! বেড়ে জমিয়েছ, বাবা, তোমার জোড়া মেলা ভার ! এই—শালা ! [ভৃত্য মদ্য দিল এবং পান করিল] কিয়া ফূর্ত্তি—কিয়া ফূর্ত্তি ! এ তুনিয়াটাকে একবারে সুরায় ভর্ত্তি ক'রে গড়ালে না কেন, বল দেখি ? তা' হ'লে আর বোতলে ব'য়ে বেড়াতে হ'ত না ; একেবারে সেই সুরার সাগরে দিনরাত ডুবে প'ড়ে থাকা যেত, আর মাথা তুলে চাইত কোন্ শালা !

পারিষদবর্গ । নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয় !

রসমাণিক্য । একবার মহারাজকে ব'লে চেষ্টা ক'রে দেখ না, বাবা ! তা' হ'লে একদম সাগরগুলো সেঁচে ফেলে, সুরা দিয়ে ভর্ত্তি ক'রে রাখা যায় ।

মকরাক্ষ। এখন কি আর হবার যো আছে? সব ফূর্ত্তি মাটি ক'রে দিয়েছে ঐ শালার যুদ্ধটা বেধে। মহারাজ আবার না কি কড়া হুকুম ঝেড়েছে যে, যতদিন যুদ্ধ চল্‌বে, ততদিন কেউ লঙ্কাতে কোনও আমোদ-প্রমোদ কর্‌তে পার্‌বে না। দেখ দেখিনি—কি বে-আক্কেল হুকুম। আর আমরা হলাম, ফূর্ত্তিবাজ ছোক্‌রা, আমরা মদ খাব না—মাগী নাচাব না, এ কি কখন হ'তে পারে? আরে-তোর যুদ্ধ আছে, তোর আছে, তাতে আমাদের প্রাণটা নিরামিষ ক'রে রাখ্‌লে কি হবে বল্ ত?

রসমাণিক্য। কখনই না, সে কি কখন সম্ভব? একে ঐ উঠ্‌তি বয়েস—তাতে বাপ ম'রে গেছে; বাপের ভয় নেই, একবারেই সম্পূর্ণ স্বাধীন। এ অবস্থায় কি কেউ চুপ্ ক'রে থাক্‌তে পারে? "যৌবনং ধনসম্পত্তি প্রভুত্বমবিবেকতা" এ সব কয়টাই যখন জাজ্জ্বল্যমান, তখন আর কথা আছে কি? রাতদিন চালাও—রাস্তার ধূলো কাদা হ'য়ে যাক্, তার উপর সটান্ শুয়ে পড়; মুখ দিয়ে গেঁজ্‌লা উঠ্‌তে থাক্—দুই-একখানা রথের চাকা বুকের ওপর দিয়ে সটান্ চ'লে যাক্; তবে ত ফূরতি জম্‌বে; কি বল, বন্ধুগণ?

পারিষদবর্গ। আরে নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়!

মকরাক্ষ। [ভৃত্যের প্রতি] এই শালা, হর্‌দম চালাও। [ভৃত্য সকলকে মদ্য দিল] এই শালা, এইবার নর্ত্তকীদের ডেকে নিয়ে আয়। [ভৃত্যের কিঞ্চিৎ গমন] এই ব্যাটা, শোন্ [ভৃত্য আসিল] নর্ত্তকীরা যেন শুধু মুখে আসে না, বেশ ক'রে তৈরী ক'রে নিয়ে আসা চাই।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

রসমাণিক্য। যাক্, বাবা! চাট্‌নীর ব্যবস্থাটাও কর্‌লে, ভালই কর্‌লে; যে কাজের যা দস্তুর।

মকরাক্ষ। ততক্ষণ, বন্ধুগণ! তোমরা একখানা গেয়ে ফেল, নৈলে আসর ঠাণ্ডা হ'য়ে যায় যে।

পারিষদগণ। নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়!

গান।

যাক্—দুনিয়া ফুরিয়ে যাক্।
কেবল মদ আর মাগী, মাগী আর মদ
বেঁচে থাক্—বেঁচে থাক্॥
আর বেঁচে থাক্ বাবা মকরাক্ষ,
তোমার ঐ দুটোর পর বেজায় লক্ষ্য
কর্‌ছ টাকার শ্রাদ্ধ লক্ষ লক্ষ
ভাণ্ডার ক'রে ফাঁক॥
কেবল চোঁ চোঁ ক'রে মাল টান্‌ব,
কাঁকড়া ভাজার চাট্ কর্‌ব,
দেখে শুনে কাপ্তেন ধর্‌ব,
উড়্‌বে টাকা লাখ্—লাখ্—লাখ্॥

গীতকণ্ঠে মদমত্তা নর্ত্তকীদের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ। [নৃত্যসহ]

গান।

মোরা পারি না, পারি না দাঁড়াতে লো,
প'ড়ে যাই—প'ড়ে যাই ঢলিয়া লো।
মোরা নয়না হানিয়া, মুচ্‌কি হাসিয়া
যাই সোহাগ-সাগরে গলিয়া লো॥
(মোদের) ঝিমি ঝিমি আঁখি আধ-আধ ঠারি,
চঞ্চল অঞ্চল রাখিতে না পারি,
কেমনে পরাণে ধৈরজ ধরি,
মদন-দহনে মরি দহিয়া লো॥

(মোদের) প্রেমরসে ছল ছল যৌবন ঢল ঢল
ভূতল চুম্বিত লম্বিত কুন্তল,
দুরু দুরু কম্পিত হৃদয় আকুল
গাহে পিককুল রহিয়া লো॥

মকরাক্ষ। কেয়াবাৎ, সুন্দরীগণ! কেয়াবাৎ! হর্‌দম চালাও।

রসমাণিক্য। দুপুর রেতে বেহাগে বিরহ চালাও।

পারিষদবর্গ। নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়!

নর্ত্তকীগণ।—

গান।

সারা রজনী সখি, রহিলো জাগিয়া।
পিউ পিউ পিয়া পিয়া গাহে লো পাপিয়া॥
বিরহ-বিধুরা অধীরা অবলা,
বঁধু আশে রহি হইয়া ব্যাকুলা,
নিশি পোহাইল, বঁধু না আইল,
শশী লুকাইল হাসিয়া॥
কত ফুল তুলি গাঁথিনু মালা,
সে মালায় বাড়িল বিষম জ্বালা,
বুঝি এই আসে, রহিনু সেই আশে
পথ পানে তারি চাহিয়া॥

বেগে জনৈক দূতের প্রবেশ।

দূত। রক্ষঃপতি লঙ্কেশের আদেশ—নৃত্যগীত বন্ধ করুন। দ্বিতীয় আদেশ—বীর মকরাক্ষকে কল্য যুদ্ধে যাবার জন্য প্রভাতেই মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করতে হবে। আদেশ অপালনে গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা অবশ্যম্ভাবী। আমি চল্‌লেম।

[প্রস্থান।

মকরাক্ষ। [সভয়ে চীৎকার করিয়া] ওরে বাপ্‌ রে! [চিৎ হইয়া পতন]

রসমাণিক্য। এইবার একবার তাকিয়াটায় ঠেসান দিয়ে নি। [মকরাক্ষের উদরে ঠেসান দিয়া পদদ্বয় ছড়াইয়া অর্দ্ধশয়ন]

পারিষদবর্গ। ফুলমণিরা! খ'সে পড়—খ'সে পড়, গতিক ভাল নয়।

নর্ত্তকীগণ। ওলো, পালা লো—পালা।

[প্রস্থান।

মকরাক্ষ। রসমাণিক্য! বাবাধন! ওঠ—ওঠ, আমায় ধ'রে তোল—ঘরে নিয়ে চল; যুদ্ধের নাম শুনেই সব নেশা ছুটে গেছে।

রসমাণিক্য। [উঠিয়া মকরাক্ষকে বহুকষ্টে ধরিয়া তুলিয়া] তাই ত, বাবা! কাল হয় ত এতক্ষণ এমন ভুঁড়িটে রণক্ষেত্রের ধূলোয় প'ড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন; আর এমন ক'রে আমাদের তোয়াজ কর্‌বে কে, তাই ভাব্‌ছি।

মকরাক্ষ। চল, বাবা, আর তোয়াজে কাজ নেই; আমি এখন লঙ্কা ছেড়ে রাতারাতি কোথায় পালাই, তাই ভাব্‌ছি। বন্ধুসব! আমায় ধ'রে নিয়ে চল, আমার আত্মাপুরুষ উড়ে গেছে। কেবল মকরাক্ষের খোলসটা প'ড়ে আছে।

[মকরাক্ষকে ধরিয়া লইয়া সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লঙ্কা—পথ।

ঘাসের বোঝা মস্তকে যম ও জলের কুম্ভ মস্তকে করিয়া বরুণের প্রবেশ।

যম। এ হ'তে আর কি লাঞ্ছনার বিষয় আছে, বরুণ! আমি স্বয়ং ধর্ম্মরাজ শমন, ত্রিলোকের সমস্ত জীবের ওপর যার একমাত্র অধিকার, জীবের শেষ লীলা, শেষ উদ্‌যাপন যার হস্তে ন্যস্ত, সেই কৃতান্ত আমি—আজ কি না রাক্ষসের অশ্ব-খাদ্য মস্তকে বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছি! হায় রে অদৃষ্ট! আমার উপরেও তুই আধিপত্য ক'রে গেলি!

বরুণ। সপ্তসিন্ধুর অধিপতি আমি বরুণ, ভাগ্যদোষে আজ আমাকে দেখ—পাপিষ্ঠ রাক্ষসের গৃহে বারি বহন ক'রে বেড়াতে হচ্ছে। এ অপমান—এ লাঞ্ছনা—এ গ্লানির কি অবসান হবে না, ভাই?

যম। হবে ত নিশ্চয়ই, কিন্তু কতদিনে—কতকালে যে হবে, তা বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে না। ভূভারহারী হরি রামরূপে রক্ষঃকুল সমূলে নির্ম্মূল করবেন ব'লেই ত এই অবনীতে অবতীর্ণ। সীতা উদ্ধার ছলে সাগর বন্ধন ক'রে লঙ্কাতেও দেখা দিয়েছেন এবং যুদ্ধেও প্রবৃত্ত হয়েছেন; কুম্ভকর্ণ, অতিকায় প্রভৃতি রাক্ষসগণকে বধও করেছেন। কিন্তু দুষ্টমতি দশানন নিজে যুদ্ধে উপস্থিত না হ'য়ে অন্যান্য রাক্ষস বীরগণকে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করছে। যার পুত্র হ'ল এক লক্ষ, এবং সওয়া লক্ষ হ'ল যার নাতি, তার বংশ ধ্বংস কর্‌তে যে আরও কতদিন যুদ্ধ চল্‌বে, তা কে জানে?

বরুণ। বুঝ্‌তে পারি নে, ভাই! যার কটাক্ষে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সাধিত হয়, যিনি নৃসিংহরূপে মুহূর্ত্তের মধ্যে হিরণ্যকশিপুকে বধ কর্‌তে পেরেছেন, তিনি এই সামান্য রাক্ষস বংশ ধ্বংস কর্‌তে কেন এত বিলম্ব কর্‌ছেন?

যম। এ কালবিলম্বের কারণ কি তুমি জান না, বরুণ? এরূপ কালবিলম্বের কারণ আমাদের পিতামহ দেব। তিনি রাবণকে পূর্ব্ব হ'তেই বর দিয়ে রেখেছেন যে, একমাত্র নর-বানর ব্যতীত ত্রিলোকের অন্য কেহ তোমাকে বিনাশ কর্‌তে পার্‌বে না। সেই বিধাতার বাক্য এবং নিয়ম রক্ষা কর্‌বার জন্যই ত নারায়ণ মানুষরূপে বানর সঙ্গে ক'রে লঙ্কার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং ঐশী শক্তিকে আশ্রয় না ক'রে কেবলমাত্র মানবীয় শক্তিকে অবলম্বন ক'রে রামচন্দ্র লঙ্কার সমরে অবতীর্ণ হয়েছেন। বিশেষতঃ পূর্ব্ব অভিশাপে রামচন্দ্র আত্মবিস্মৃত হয়েছেন, সেইজন্যেই রাবণ বধে এত কালবিলম্ব হচ্ছে।

বরুণ। চিরদিনই ত দেখে আস্‌ছি যে, যত বর দেবার সময় বিধাতা এবং আশুতোষ। শেষে সেই সব বরদৃপ্ত গর্ব্বিত দৈত্য রাক্ষসগণকে বিনাশ কর্‌বার সময়ে নারায়ণ। ঐ এক পিতামহ আর ভোলানাথের জন্যই দেবতারা একদিনও স্বর্গে শান্তিতে বাস কর্‌তে পার্‌লেন না। দেবতাদের এইরূপ লাঞ্ছনা—এইরূপ অবমাননা চিরদিন হ'তে দেখে আস্‌ছেন, তবুও বর দেবার সময়ে সতর্ক হ'তে পার্‌লেন না।

যম। সবই ভাই, অদৃষ্ট! অদৃষ্টকে অতিক্রম কর্‌বার শক্তি এই ত্রিজগতে কারও নাই। ভেবে দেখ ত' ভাই, সুরপতি বাসবের দুর্দ্দশাটা একবার, তিনি স্বর্গের অধিপতি, তেত্রিশকোটি দেবগণ যাঁর আজ্ঞাধীন, সেই সুরেন্দ্রকেও আজ কি না রাক্ষসের মালাকররূপে মাল্য রচনা ক'রে দিতে হচ্ছে!

পবনের প্রবেশ।

পবন। আর আমার দুর্দ্দশার কথা, ভাই, কি বল্‌ব? আমি স্বয়ং পবন, ইচ্ছা করলে এক মুহূর্ত্তে যে ত্রিসংসার সামান্য তৃণ-পর্ণের মত উড়িয়ে দিতে পারে. সেই পবন আমাকে আজ কি না রাবণের ভয়ে ভীত হ'য়ে মৃদুমন্দভাবে তার অঙ্গ সেবা ক'রে বেড়াতে হচ্ছে। এ হ'তে আর কষ্টের কথা কি আছে?

সহসা ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম।—

গান।

ওরে ধর্ম্ম আছে—ধর্ম্ম আছে।
যতই জোর থাক্ না কেন, কোন জোর
খাটে না এই ধর্ম্মের কাছে॥
পাপের তরী, হ'য়ে ভারি
লঙ্কার ঘাটে এসে লেগেছে,
এইবার ডুব্‌তে তরী, নাইক দেরী
ভীষণ রবে ঝড় উঠেছে,
ওই দেখ পাহাড় সমান্ ঢেউ উঠে ভাই
আস্‌ছে ঝড়ের পাছে পাছে॥

[প্রস্থান।

সকলে। জয় হ'ক্, ধর্ম্ম! তোমার জয় হ'ক্।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

লঙ্কার গুপ্তপথ।

সভয়ে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে সন্তর্পণে
একাকী মকরাক্ষের প্রবেশ।

মকরাক্ষ। [স্বগত] নিঃশব্দে চার্‌টি মহল ত পেরিয়েছি, এখন এই দরজাটা পেরুতে পার্‌লেই হাঁফ্‌ ছেড়ে বাঁচি; আর মকরাক্ষকে তা' হ'লে কে পায়? একেবারে রাবণের মুখে অঙ্গুষ্ঠটি দেখিয়ে পগার পার হ'তে পারি। বাবা—আমায় বলে যুদ্ধে যেতে! যুদ্ধে যেতে না যমের আড্ডায় মর্‌তে? আর আমি কি কখন এ জীবনে কোনও অস্ত্র-শস্ত্র হাতে করেছি? শৈশব হ'তে ছাড়া থেকে আস্‌ছি; বাবা ছিলেন খর, তিনি দূষণের সঙ্গে মিশে ঐ খেঁদীটাকে নিয়ে বাইরে বাইরেই থাক্‌তেন। কাজেই আমাকে আর টুঁ শব্দটি করে, এমন কেউ কোথাও ছিল না। কেবল ব'সে ব'সে খ্যাঁটের ব্যবস্থা ক'রে এই ভুঁড়িটি বাগিয়েছি, আর বন্ধুর দল নিয়ে সুরার শ্রাদ্ধ করে ছেড়েছি; এ কথা লঙ্কাতে ত সবাই জানে। তবে বাবা, আমাকে যুদ্ধে পাঠাবার জন্যে রাজার এত মাথা ব্যথা কেন? কেন বাবা, তোমার ত লাখে লাখে, গণ্ডায় গণ্ডায় পুত্র পৌত্র আছে, তাদের পাঠালেই ত হয়! আর যদি তেমন ভয় হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে সেই অনামুখো মাগীটাকে সেই ভিখারী বেটার কাছে ফিরিয়ে দিলেই ত হয়। তুমি বাপু রাক্ষস—তোমার মানুষের সঙ্গে পিরীত কর্‌বার সাধ কেন? রাক্ষসের ঝাঁজ্‌ কি কখন মানুষে সৈতে পারে? যাই—এখন চুপি চুপি ঐ দোরটার

কাছে যাই, আর ছোরাখানা শক্ত ক'রে ধরি। কি জানি, পাহারাওয়ালাটা যদি দোর ছেড়ে না দিয়ে কোনও গোলযোগ ক'রে বসে! তার চাইতে আগেই সাবাড়্ ক'রে পথ খোলসা রাখাই উচিত। [ছোরা হস্তে গুটী গুটী চলিতে লাগিল]

ইত্যবসরে কতিপয় সৈন্য সহ
নগরপালের প্রবেশ।

মকরাক্ষ। [দেখিয়া একলম্ফে পশ্চাতে আসিয়া] ওরে বাপ্ রে! [কম্পন]

নগরপাল। পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো। [নগরপাল মকরাক্ষের হস্ত ধরিল ও সৈন্যগণ চারিদিকে বেষ্টন করিল]

মকরাক্ষ। [সভয়ে] অ্যাঁ—অ্যাঁ! এইবার গেলাম রে! আর প্রাণ বাঁচান গেল না। হায় হায় হায় রে, হায় হায় হায়!

নগরপাল। তোম্ লোক খালি বৈঠে বৈঠে সরাপ পিতা হ্যায়, আউর রেণ্ডীকো ওয়াস্তে বহুৎ বহুৎ রূপেয়া ঝাড়্‌তা হ্যায়। লেকেন্— লড়াই কর্‌নেকো নেহি সেক্‌তা হ্যায়?

মকরাক্ষ। সেকেগা নেই, বাবা! সেকেগা নেই। হামি কভি যুদ্ধের ত্রিসীমানা দিয়েও মাড়াই নি। তাই বোল্‌তা হ্যায়, বাবা নগরপাল! আমাকে ছোড়্ দেও, হামরা দ্বারা মহারাজের কোনও ফয়দাই হবে না। কেবল এই গরিব বেচারীই ম্যর্ যায়ে গা।

নগরপাল। আরে নেহি নেহি, মহারাজকো হুকুম—তোম্ লোক্‌কো লড়াই কর্‌নেকো, আবি যানে হোগা।

মকরাক্ষ। কি ক'রে যুদ্ধ করব, তলোয়ার কেমন ক'রে ধর্‌তে হয়—তাও আমার জানা নেই, বাবা!

নগরপাল। সে হামলোক জান্‌তা নেহি।

মকরাক্ষ। তোম্ লোক ত জান্‌তা নেহি। কিন্তু হামি লোক্ এখন কি উপায় করেগা। এ সময় রসমাণিক্য কাছে থাক্‌লে না হয় একটা মতলব আঁটা যেত; কিন্তু আমাকে অসময়ে ফেলে সব শালারাই পিট্‌টান মেরেছে। এত বন্ধু-বান্ধব মকরাক্ষের ছিল, কিন্তু আজ আর কোনও শালাকেই দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না।

নগরপাল। আরে চলিয়ে চলিয়ে, ঝুটা বাত্ চিত্ মৎ কর। [হস্ত ধরিয়া টানিল]

মকরাক্ষ। যেতেই হ'ল, এ যমদূতের হাত থেকে আর ফস্‌কাবার উপায় নাই। যাই—মরি গে। সাপে খেলেও নির্ব্বংশ, বাঘে খেলেও নির্ব্বংশ। যুদ্ধে গেলে রামের হাতে মৃত্যু, না গেলে রাবণের হাতে মৃত্যু; তার চাইতে যুদ্ধে মরাই ভাল। তবে তাই যাই, কিন্তু আমার এই যুদ্ধযাত্রার কালে কেউ এক ফোঁটা চোখের জলও ফেল্‌ছে না গা? "প্রাণনাথ! যুদ্ধে যেতে দেবো না", ব'লে কৈ—একটা নর্ত্তকী শালীও ত এসে আজ আমার পথ আগ্‌লে দাঁড়াল না? কিন্তু যখন পয়সাবৃষ্টি করেছি, তখন আমিই তাদের জীবন-সর্ব্বস্ব ছিলাম। হায় রে সংসার! তুই এতই স্বার্থপর!

নগরপাল। আরে চলিয়ে—চলিয়ে। [হস্তাকর্ষণ]

মকরাক্ষ। আর টানাটানি কর্‌তে হবে না। চল—নিজেই যাচ্ছি। এমন স্বার্থপর সংসারের ওপর বেজায় চ'টে গেছি, আর সংসারে থাক্‌তে চাই নে। এদ্দিন পরে আমার চোখ ফুটেছে। চল, নগরপাল! আমি যুদ্ধেই যাব।

[সকলের প্রস্থান।

অন্যদিক্ দিয়া রসমাণিক্যের প্রবেশ।

রসমাণিক্য। আহা হা! রাগ ক'রো না লক্ষ্মী। যাও, বাবা, লক্ষ্মী ছেলের মত যুদ্ধে যাও। তোমাদের যদি অমন ধারা সুমতি না হবে, তা' হ'লে আমার কাজ এগিয়ে আসে কৈ? আমার কাজই হচ্ছে—এই লঙ্কার বীরগণকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেওয়া; আমি যে দেবতাদের একজন প্রধান আড়কাটি। এ আড়কাটির হাতে যখন পড়েছ, তখন কি আর যুদ্ধে না গিয়ে পার পাবার যো আছে? আর তোমরা দলে দলে যুদ্ধে গিয়ে লঙ্কা সাফ্ ক'রে না দিলে রাবণচন্দ্রকেই বা পাঠাই কি ক'রে? তোমরা বেঁচে থাক্তে ত আর তাকে পাঠান যাবে না। তা বেশ করেছ, চাঁদ! যাক্—মকরাক্ষের বিষয় একরূপ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল; এখন একবার সেই খেঁদীটার কাছে যেতে হবে। সেটা না কি কাল থেকে আমার খোঁজ নিচ্ছে; মাগীর আমার ওপর ভারি নজর প'ড়ে গেছে। কিন্তু বাবা, কি উৎকট প্রেম রে মাগীর! আমি পাপ, আমিই যখন তার বেয়াড়া প্রেমের ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াই, তখন অপরের ত কথাই নাই। ঐ মাগীই দেখ্ছি, আমাকে প্রেমের তাড়নায় লঙ্কা থেকে না তাড়িয়ে ছাড়্ছে না—এরি মধ্যেই একেবারে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে। মাগী যখন তার আকাশ-পাতাল যোড়া হাঁ ক'রে হাই তুল্তে তুল্তে কাছে ঘেঁসে আসে, তখন মনে হয়—গেছি আর কি! আবার যখন নাকি সুরে টপ্পা কি বিরহ ধরে, তখন মনে হয় এইবার বুঝি পেত্নীর রাজত্বে এসে উপস্থিত হয়েছি। যাই—মাগীর সঙ্গে একবার উৎকট প্রেম ক'রে আসা যাক্।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অশোক-কানন।

একাকিনী সীতা গায়িতেছিলেন।

সীতা।—

গান।

কেন রে প্রাণ আছিস্ দেহে,
  আর ত দুঃখ সয় না—সয় না।
আমার পাষাণ বুক যে ভেঙে গেল,
  কেন তবু মরণ হয় না—হয় না॥
কাঁদিতে পারি নে যে আর,
কেঁদে জনম গেল আমার,
তবু জনম-দুখিনী সীতার
  কেন যাতনায় প্রাণ যায় না—যায় না॥
কেন রে রমণী ক'রে,
বিধি রে সৃজিলি মোরে,
সীতা নাম হায় এ সংসারে
আর যেন কেউ লয় না—লয় না॥

চেড়ীগণ সহ ত্রিজটার প্রবেশ।

ত্রিজটা। [ফোক্লাভাবে সীতার প্রতি] হেঁ দেখ, ভাল মানুষের মেয়ে! তোমাকে একটা কথা বলি; তুমি দিনরাত অমন ধারা কেঁদে-কেঁদে মারা যাও কেন? তুমি ত ইচ্ছে কর্‌লে সোণার থালায় ভাত খেতে পার, একেবারে মহারাজের পাটরাণী হ'য়ে বস্‌তে পার;

তা না ক'রে কেন যে না খেয়ে—না দেয়ে গাছের তলায় প'ড়ে থাক, তা বুঝ্তে পারি নে। তোমাদের দেশের মেয়ে মানুষগুলোর বুঝি বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছুই নেই? আমাদের এই রাক্ষসের দেশের মেয়েরা অমন ধারা বোকা নয়, তারা নিজেদের সুখ-সুবিধে আগে খুঁজে নেয়; ইচ্ছে হ'ল—এক স্বোয়ামী ছেড়ে অপর স্বোয়ামী বেছে নিলে।

সীতা। তাতে যে দ্বিচারিণী হ'তে হয়, তার চেয়ে পাপ কি আর আছে?

ত্রিজটা। ঐ যে ছাই তুমি কি বল, সেটা আমরা বুঝ্তে পারি নে। 'পাপ' 'পাপ' ক'রে কি যে ছাই বল, ওর মানেই বা কি, তা আমরা কিছুই ত জানি নে, বাছা!

সীতা। তোমাদের এখানে কি পাপ পুণ্য ব'লে কোন কথা নাই, ত্রিজটা?

ত্রিজটা। এই ত কত হাজার কুড়ি বয়েস হয়েছে, কোনদিনই ত ও সব কথা শুনি নি, বাপু! এ রাক্ষসের রাজত্বে ও সব বুলী-টুলীর চলন নেই।

সীতা। তা' হ'লে তোমাদের এখানে ইচ্ছে হ'লেই রমণী নিজের স্বামীকে ত্যাগ করে?

ত্রিজটা। হা আমার কপাল! এই ত্রিজটা বুড়ীই আর না হ'ক্, হাজার গণ্ডা স্বোয়ামী ছেড়েছে—আর ধরেছে।

সীতা। তোমাকে ত তেমন মন্দ ব'লে বোধ হয় না, বাছা!

ত্রিজটা। তুই কি বলিস্ রে, পাগ্লি! মন্দ বল্বে কেনে রে? বরং আরও নাম ডাক্ বাড়ে। এইজন্যেই ত ত্রিজটাকে সবাই এক ডাকে চিন্তে পারে; সেইজন্যেই ত মহারাণী আমাকে চেড়ীগুলোর কর্ত্তা ক'রে দিয়েছে।

সীতা। থাক্, ত্রিজটা! ও সম্বন্ধে আর কোন আলোচনার দরকার নেই।

ত্রিজটা। তোমার ত দরকার নেই, বাছা! তা ত বুঝ্‌তেই পার্‌ছি; নৈলে কি আর তোমার মত স্বর্গের বিদ্যাধরী এমন ধারা দুর্গতি ভোগ করে?

সীতা। অদৃষ্টে বিধাতা যা লিখেছেন, তাই ভোগ কর্‌ছি।

ত্রিজটা। ঐ আবার এক বুলী নিত্যিই তোমার মুখে শুন্‌তে পাই। অদিষ্ট—অদিষ্ট। যাক্, বাছা! বাজে কথা ছেড়ে এই বুড়ীর কথাটা শোন, আর বজ্জাতিপণা না ক'রে রাজার পাটরাণী হ'য়ে ব'সো গে। আহা! এমন কাঁচা বয়েস, সোনা দিয়ে গড়া রূপ, মাখন দিয়ে মাজা গড়ন, এ কি এইভাবে বোকার মতন খুইয়ে ফেল্‌তে হয় রে, অভাগি?

সীতা। ত্রিজটা! তুমি ও সব কথা ব'লো না, ও সব কথা আমাদের শুন্‌তে নাই।

ত্রিজটা। শুন্‌তে নেই ত ছাই আছে! এমনধারা হাবা ত আমি কস্মিন্‌কালেও দেখি নি। আঁচলে বাঁধা সোনা এমন ক'রে কেউ নষ্ট করে গা?

সীতা। ত্রিজটা! তুমি অপর কথা কও।

ত্রিজটা। আরে বোকা মাগি! আমি কি সাধে তোকে এ সব কথা বলি! তোকে দেখ্‌লে আমার বড় দুঃখ হয়; তাই তোর দুঃখ যাতে দুর হয়, তারই চেষ্টা করি। আমি তোকে না আগ্‌লে রাখ্‌লে এদ্দিন কবে এই চেড়ীগুলো তোর ঐ মাখমের মতন নরম মাংস গা থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে দিত।

সীতা। সে-ও যে আমার ভাল ছিল, ত্রিজটা! আমার এ ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে ম'রে যাওয়াই ভাল ছিল।

ত্রিজটা। এ মানুষের দেশের হাবা মেয়েটা বলে কি ? ম'রে যেতে চায়, ম'রে কি আবার যেতে চায় না কি ? এ যে একবারে তাজ্জব ক'রে ছাড়্‌লে দেখ্‌ছি ! মানুষের রাজ্যিতে এমন মেয়েমানুষও থাকে !

সীতা। [স্বগত] ত্রিজটা যথার্থই আমাকে ভালবাসে, তাই নিজের সরল প্রাণে এই সব কথা বল্‌ছে।

ত্রিজটা। দেখ, একটু ভেবে-চিন্তে দেখ, তার পর আমাকে ব'লো—আমি ধুইয়ে-মুছিয়ে, রং-বাহারের কাপড় পরিয়ে, গায়ে হলুদ মাখিয়ে মহারাজের কাছে নিয়ে যাব। তোমায় মুখ ফুটে কিছু বল্‌তে হবে না, আমিই সব কথা মহারাজকে বুঝিয়ে বল্‌ব। মহারাজ তোমাকে পেলে একেবারে মাথার উপরে তুলে রাখ্‌বেন। এ দিকেও যুদ্ধ-হাঙ্গামা সব মিটে যাবে। ঘর পোড়ার দল যার যার বনে চ'লে যাবে, তোমার ভিখিরী দুবেটাও লঙ্কা ছেড়ে দেশমুখো রওনা দেবে ; তুমি সুখে-স্বচ্ছন্দে রাজরাণী হ'য়ে রাজবাড়ী আলো ক'রে ব'সে থেকো আর কি ! কেমন বাছা, সেই ভাল হবে না ?

সীতা। ত্রিজটা ! তুমি বুঝ্‌তে পারছ না, তোমার ঐ সব কথা শুনে আমার কি কষ্ট হচ্ছে। আমি জানি, তুমি আমাকে নিজের মেয়ের মত ভালবাস ; যখন ভালই বাস, ত্রিজটা ! তখন আমি তোমার কাছে মিনতি ক'রে বল্‌ছি, তুমি ও সব কথা আর আমাকে ব'লো না। তার চাইতে আমাকে যদি মেরেও ফেল, তা' হ'লে মনে করব যে, ত্রিজটা যথার্থই আমার একটা উপকার কর্‌লে।

ত্রিজটা। ওঃ, তোমার মাথাটা একেবারে বিগ্‌ড়ে গেছে ! নৈলে এমন দশা হবে কেনে ? আয় লো আয়, চেড়ীগুলো ! আমরা এখান থেকে স'রে যাই ; এ হাবা মানুষটার মাথা খারাপ হয়েছে।

১ম চেড়ী। আজ একটা রূপকথা বল্‌বি নে, বুড়ি ?

২য় চেড়ী। বুড়ীটে আজ কেবল বকর্ বকর্ ক'রেই কাটালে, একটা উপিন্যাস কথাও কৈলে না।

৩য় চেড়ী। বুড়ীটা ঐ মানুষটার সঙ্গে ভারি ভাব ক'রে ফেলেছে; তার জন্তিই ত আমরা আর ও মাগীটাকে তেমন বেত লাগাতে পারি না।

ত্রিজটা। আচ্ছা—আজ তোদের একটা ভাল দেখে উপিন্যাস শোনাব; এখন তোরা একবার সেই বুড়ো-বুড়ীর গানটা গাইতে গাইতে ঐ ধারে চল্।

চেড়ীগণ।—

গান।

(ও বুড়ি) বুড়ো তোরে কেমন ভালবাস্ত।
তোর ফোক্‌লা গালে চুমো খেয়ে (ও বুড়ি)
বল্ না বুড়ো কেমন ক'রে হাস্ত।

[ত্রিজটা মুখ-ভঙ্গি করিয়া হাসি দেখাইল]

চেড়ীগণ।—

[গীতাংশ]

বুড়ো যখন আদর ক'রে মুখ্‌টো ধ'রে
হেসে হেসে কাছে ঘেঁসে বস্ত।
বল্ না বুড়ি তখন তোর ওই প্রাণটার ভেতর
কেমন ক'রে উঠ্‌ত।

ত্রিজটা।—[সুরে] প্রাণটা আমার তখন যেন
মাইরি-মাইরি করত।

চেড়ীগণ।—আর তোর তরে কি বুড়ো কখন রেতের বেলায়
(ও বুড়ী বল্) কেঁদে কেঁদে চোখের জলে ভাস্ত।

বল্ না, বুড়ি! তোর সাথে কি বুড়ো কখন
ঝগ্‌ড়া-ঝাটী কর্‌ত?
আবার মান কর্‌লে তখন তোর
ওই পায়ে ধ'রে সাধ্‌ত॥

ত্রিজটা।—[সুরে] আমায় কোলে তুলে নিয়ে তখন
সে যে কত কথা বল্‌ত।

চেড়ীগণ।—আর ভোর বেলায় কি তোর কাছে ব'সে
গুড়ুক টেনে খুক্-খুক্ ক'রে কাস্‌ত॥

[ত্রিজটা সহ প্রস্থান।

বেগে উন্মত্তা প্রচণ্ডার প্রবেশ।

প্রচণ্ডা। [প্রবেশ পথ হইতে] হাঃ—হাঃ—হাঃ! খাব—খাব, আজ তোর মুণ্ডটা কাম্‌ড়ে খাব। ডাইনী মাগি! আমার ছেলে দুটোকে তুই খেয়ে ফেলেছিস্, আজ তোকে খেয়ে তার শোধ মেটাব। তোকে খেয়ে তার পর সেই রাম-লক্ষ্মণকে খাব, তবে আমার তৃপ্তি হবে—তবে প্রচণ্ডার প্রতিহিংসার জ্বালা মিটবে। আয়, সর্ব্বনাশী মাগি! তোর ঘাড়টা দু' হাতে মট্ ক'রে ভেঙে সেই তপ্ত রক্ত পান করি। [বেগে আসিয়া দুইহস্তে সীতার মস্তক জোরে ভাঙিতে চেষ্টা]

সহসা অসিহস্তে তরণীসেনের প্রবেশ।

তরণী। এখনই ছাড়ুন, নতুবা বলপ্রয়োগ কর্‌ব।

প্রচণ্ডা। কিছুতেই ছাড়্‌ব না, দেখ্‌ব—কাপুরুষ পিতার পুত্রের অঙ্গে কত শক্তি আছে, প্রচণ্ডার কার্য্যে বাধা দিতে আসে, এই দেখ্ তবে—

[এই বলিয়া সীতাকে ভূমিতে ফেলিয়া যেমন বুকের উপর বসিতে যাইবে, তৎক্ষণাৎ অসি উত্তোলন করিয়া তরণীসেন প্রচণ্ডাকে বাধা দিতে সম্মুখে দাঁড়াইল]

তরণী। উন্মাদিনি! যাও—স'রে যাও, নতুবা মাতৃস্থানীয়া হ'লেও আজ তরণীর হাতে তোমার রক্ষা থাক্‌বে না।

প্রচণ্ডা। কি! এতদূর সাহস—এতদূর স্পর্দ্ধা তোর, রে কুলাঙ্গার! আয়—আগে তোর মাথাটাই থাই—আগে সেই সরমা সর্ব্বনাশীর কোল শূন্য ক'রে ফেলি; তার পর ওটাকে দেখ্‌ব। [আক্রমণ করিতে চেষ্টা]

তরণী। সাবধান! [কিঞ্চিৎ পিছাইয়া] রমণী ব'লে—আর মাতৃস্থানীয়া ব'লে এখনও ক্ষমা কর্‌ছি।

প্রচণ্ডা। আরে—আরে দেশদ্রোহীর ছেলে! রাজদ্রোহীর ছেলে! তোকে এখনই যমের বাড়ী পাঠিয়ে ছাড়্‌ছি। [তরণীর উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িতে উপক্রম, এবং তরণীসেন অসি উত্তোলন করিয়া আঘাত করিতে উদ্যত]

দ্রুতপদে সরমার প্রবেশ।

সরমা। [আসিতে আসিতে] সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ! [উভয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন] যাও, তরণী! স'রে যাও—[তরণী প্রস্থানোদ্যত হইলে প্রচণ্ডাকে জড়াইয়া ধরিয়া] দিদি! দিদি! তোমার পায়ে পড়ি, ক্ষান্ত হও! ও যে তোমারই ছেলে, আপনার ছেলেকে কি অমন ক'রে মার্‌তে যেতে আছে? [তরণীকে ইঙ্গিত করিলেন]

[তরণীর প্রস্থান।

প্রচণ্ডা। আমার ছেলে! আমার পেটে অমন ছেলে? প্রচণ্ডার উদরে অমন কাপুরুষ ছেলের জন্ম হবে? আমার ছেলে যারা, তারা দেখ্‌গে, হাস্‌তে হাস্‌তে বীরের মত রাজার জন্য প্রাণ দিয়েছে। তাদের আমি নিজের হাতে সাজিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিয়েছি; তোর মতন মা আমি নই, তোর মত ছেলেকে যুদ্ধের ভ'য়ে আঁচলের তলে লুকিয়ে রাখ্‌তে শিখি নি। প্রচণ্ডা তার দেশের জন্য—রাজার জন্য—নিজের

পতি-পুত্রকে হাস্‌তে হাস্‌তে চিরদিনের মত বিদায় দিয়ে এখনও এই দেখ্‌ বেঁচে রয়েছে।

সরমা। সত্যি, দিদি, তুমি তাই করেছ ; তোমার মত আত্মবলি দিতে সংসারে আর কেউ পারে নি।

প্রচণ্ডা। অ্যাঁ! তা' হ'লে পেরেছি? পতি আর পুত্র দু'টোকে হাড়কাঠে ফেলে বলি দিতে পেরেছি? একটুও কাঁদি নি? একটুও মুস্‌ড়ে যাই নি? চোখ দু'টো থেকে এক ফোঁটাও জল পড়্‌তে কেউ দেখে নি? এ্যাঁ! সত্যি বল্‌ছিস্? আমার মাথা খাস্—সত্যি বল্‌ছিস্?

সরমা। [স্বগত] আহা! পতি-পুত্র শোকে দিদি একেবারে উন্মাদিনী! না জানি—হতভাগিনীর মর্ম্মস্থলটা কি ভাবে জ্ব'লে যাচ্ছে!

প্রচণ্ডা। তবে যাক্, আর ওটাকে খাব না—তোর ছেলেটাকেও খাব না, তা' হ'লে তোরা আমাকে দুর্ব্বলা মনে কর্‌বি। তা' হ'লে সকলে ভাব্‌বে যে, প্রচণ্ডা রাক্ষসী তার পতি-পুত্রের শোক সহ্য কর্‌তে না পেরে পাগল হ'য়ে উঠেছে। হা-হা-হা! প্রচণ্ডার আবার শোক! প্রচণ্ডার আবার দুঃখ! আ-পোড়া কপাল আমার! তোদের কথা শুনে যে হাসি চেপে রাখ্‌তে পার্‌ছি নে। যাই—যাই ; এখন আমাকে অনেক দূর যেতে হবে। উঃ—সে কতদূর—অনেক দূর। তারা গেছে যে, আমাকে ডাক্‌ছে, আমাকেও যেতে হবে ; যাই—যাই—যাই—

[বেগে প্রস্থান।

সরমা। [সীতার নিকটে আসিয়া] আহা-হা! এ কষ্ট আর দেখা যায় না। তাই ত! এখনও মূর্চ্ছা ভাঙে নি? যাক্—যতক্ষণ মূর্চ্ছা না ভাঙে, ততক্ষণই মায়ের আমার শান্তি। দিবানিশি বৃশ্চিক-দংশন যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে এরূপ মূর্চ্ছাও মায়ের আমার সহস্র গুণে ভাল।

সীতা। [মূর্চ্ছাভঙ্গে উঠিয়া] কিছুই যে স্থির করতে পারছি না! আমি কোথায়? আমার কি হয়েছে? ও কারা অমন চীৎকার করতে করতে আমার দিকে ধেয়ে আস্‌ছে? ঐ যে, এইদিকে আস্‌ছে; আমাকে কি মেরে ফেলতে আস্‌ছে? তবে আমি কোথায় যাব? কে আমাকে রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচাবে? কোথায়, রঘুনাথ! কোথায় দেবর লক্ষ্মণ! কোথায় বৎস পবন-কুমার! আমাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর! [সরমার বক্ষে পতিত হইলেন ও সেইভাবে সরমা লইয়া গেলেন]

[নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম দৃশ্য।

রণক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

বিভীষণ ও রামের প্রবেশ।

রাম। কহ, মিত্র বিভীষণ!
কোন্ বীর আজ
পশি রণে ছাড়িছে হুঙ্কার?

বিভীষণ। রাজীবলোচন! মনে পড়ে,
যবে পঞ্চবটী বনে ঠাকুর লক্ষ্মণ
সূর্পনখার নাসা কর্ণ করেন ছেদন?
তার পর খর নামে বীর
দূষণের সনে মিলি'
প্রভুসহ করিয়া সমর
প্রাণ দিল প্রভু-করে পঞ্চবটী বনে?
সেই খর-পুত্র মকরাক্ষ—

মদমত্ত দুষ্ট ছন্নমতি,
লক্ষ লক্ষ বৎস ধেনু জুড়িয়া রথেতে
পশিয়াছে রণক্ষেত্র মাঝে।
গাভীদল অন্তরালে থাকিয়া দুর্ম্মতি
অগণন শরজাল করে বরিষণ।
গোহত্যার ভয়ে ভঙ্গ দিয়ে রণে
কপিদল দলে দলে করে পলায়ন;
তাই এত করে আস্ফালন,
তাই ওঠে মুহুর্মুহুঃ এ হুঙ্কার ধ্বনি।

রাম। তবে বল কি হবে উপায়?
কেমনে সে মকরাক্ষে করিব বিনাশ?
তীক্ষ্ণশর করিলে বর্ষণ,
হবে সখা গোহত্যা নিশ্চয়।
তবে মকরাক্ষ সনে কেমনে করিব রণ?
শুন সখা! ডাক হে লক্ষ্মণে,
যুক্তি করি তিনজনে,
কর্ত্তব্য নির্ণয় করি' পশিব সমরে।

লক্ষ্মণের প্রবেশ :

লক্ষ্মণ। আর্য্য! আর্য্য!
পশি রণে মকরাক্ষ রক্ষঃকুলগ্লানি
নাশে কপি খরতর শর বরিষণে।
অগণন বানর কটক
প্রাণভয়ে করে পলায়ন।
বিষম সঙ্কট!

তব অনুমতি বিনা, রঘুমণি !
নাহি পারি রাক্ষসে নাশিতে।

রাম। কর যুক্তি, অনুজ লক্ষ্মণ !
লক্ষ লক্ষ ধেনুদলে হইয়া বেষ্টিত
আসিয়াছে ধূর্ত্ত রক্ষঃ মকরাক্ষ বীর।
কি কৌশলে বল, ভাই,
না বধিয়া ধেনুদলে
বধ করি মকরাক্ষে এবে ?

লক্ষ্মণ। কমললোচন !
কি আছে অজ্ঞাত তব সমর-কৌশল ?
তবে কেন—বুঝিতে না পারি
কর চিন্তা অরি-বিনাশিতে !
রঘুমণি, একান্তে রহুন স্থির।
বন্দি' ওই চরণযুগল,
যাই রণে বধিতে রাক্ষস।
বায়ুবাণ জুড়িয়া ধনুকে
এখনি উড়াব যত ধেনু-বৎস কুল,
মরিবে লক্ষ্মণ-শরে মকরাক্ষ বীর।

রাম। ধন্য ভাই ! ধন্য রে লক্ষ্মণ !
উদ্ভাবিলি আশ্চর্য্য কৌশল।
অসাধারণ তব বুদ্ধিবল,
অসামান্য তব বাহুবল,
এই দুই মহাশক্তি মিলি'
দুর্ভেদ্য ব্যূহের ন্যায় রাখিয়াছে মোরে।

থাক্ ভাই! আর চিন্তা নাই,
আমি যাই একেশ্বর করিবারে রণ।

[বেগে প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। মিত্র বিভীষণ!
একেশ্বর রামচন্দ্র গেলেন সমরে,
না পারিনু নিশ্চিন্তে তিষ্ঠিতে,
দূরে থাকি দেখি গিয়া সমর-কৌশল।

[প্রস্থান।

বিভীষণ। কি অসাধারণ ভ্রাতৃপ্রেম! কি অত্যাশ্চর্য্য ভ্রাতৃস্নেহ আর জ্যেষ্ঠানুরক্তি! উভয়েই উভয়ের কিঞ্চিন্মাত্র অদর্শন সহ্য করতে অশক্ত; যেন একই হৃদয় দুইটি দেহে একই সময়ে সমভাবে অবস্থিত! এই ভ্রাতৃপ্রেম—এই ভ্রাতৃস্নেহ জ্যেষ্ঠানুরক্তির ছবি দুইখানি দেখ্‌লে ভ্রাতৃদ্রোহী ভীষণ রাক্ষস এই বিভীষণের হৃদয়ও অলক্ষ্যে দ্রব্য না হ'য়ে থাকৃতে পারে না—শত অশ্রুধারা ঝর্ ঝর্ ক'রে এই পাষাণ চক্ষু হ'তে ঝর্‌তে থাকে। একবার ইচ্ছা হয় যে, এখনই সেই লঙ্কেশ্বরের কাছে গিয়ে প্রাণ খুলে বলি যে, 'দাদা—দাদা আমার! প্রাণের সহোদর আমার! একবার ভাইকে বুকে টেনে নাও। একবার প্রাণের সহোদরকে প্রাণের সঙ্গে গেঁথে রাখ, আর যেন পৃথক্ হ'তে না হয়।' [দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া] কিন্তু—কিন্তু, সেদিন জীবনে আর কখন বুঝি আস্‌বে না, সে পথ হতভাগ্য বিভীষণ স্ব-ইচ্ছায় বহুদূরে ফেলে এসেছে, সে ভ্রাতৃপ্রেমের সুধা-সিন্ধুতে অবগাহন-সুখ আর বুঝি এ জীবনে ঘটবে না। দয়াল রাম! পতিতপাবন! চরণে স্থান দিয়ো, তুমি ভিন্ন এ দুর্ভাগ্যের আর কোনও অবলম্বনই নাই। জয় রাম! জয় রাম! জয় রাম!

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রণক্ষেত্র।

অসিহস্তে মদমত্ত মকরাক্ষের প্রবেশ।

মকরাক্ষ। বাবা! কোত্থেকে একটা ঝড় উঠে আমার গোরুগুলো সব কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল! এখন ত দেখ্ছি—নিতান্তই বেগতিক। এতক্ষণ গোহত্যার ভয়ে কেউ কাছে ঘেঁসে নি, এখন যদি এমন ফুরসুৎ পেয়ে শালা ঘরপোড়া কি সেই ছুটোর একটা এসে খাড়া হয়, তা' হ'লেই ত এ যাত্রার মতন এ মকরাক্ষের দফা রফা! এখন তা' হ'লে কি মতলব আঁটা যায়? বেড়ে ফিকির বের্ করেছিলাম, যদি ঝড়টা না উঠ্‌ত, তা' হ'লে বাবা, কেল্লা মেরেছিলুম আর কি! তবে কাউকে কোন দিকেই দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না; আমার গোরু-সৈন্যের ভয়ে সবগুলোই বোধ হয় পালিয়ে গেছে। আমি তা' হ'লে এখন কি করি, বাবা? আস্তে—আস্তে লম্বা দেবো? না আর এক বোতল উজোড় ক'রে যুদ্ধে লেগে যাব? নেশাটা আজ বেশ জ'মে আছে; যুদ্ধের ভয়ও অনেকটা ক'মে গেছে। ও দিকে বাড়ীতে আজ আর কুঞ্জকুটীরে আলো জ্বল্‌ছে না, বন্ধুর দল শালারা আজ আর সুবিধে পাচ্ছেন না; রসমাণিক্য শালাটা হয় ত এতক্ষণ খোঁয়ারি ভাঙ্‌বার জন্যে এধার-ওধার ক'রে বেড়াচ্ছে। দেখ্ শালারা, দেখ্ কেমন মজাটা! নাচিয়েগুলোর আঁচল আজ আর ভর্‌তি হচ্ছে না। শালীদের পায়ে এতদিন ধ'রে এত রাশ রাশ টাকা ঝাড়্‌লাম, সময়কালে শালীরা যুদ্ধে আস্‌বার সময় চোখে লঙ্কা দিয়েও

নিদেন দু ফোঁটা জল না হয় ফেল্, তাও নয়। এই খাও, শালীরা, টাকা খাও। লঙ্কায় আমার মত আর দিল্‌দরিয়া ফূর্তিবাজ ছোক্‌রা কোথায়ও মিল্‌বে না।

নেপথ্যে—জয় রামচন্দ্রের জয়! জয় রামচন্দ্রের জয়!

মকরাক্ষ। [সহসা বিচলিত এবং ভীত হইয়া] ঐ বুঝি—ঘরপোড়ার দল এসে উপস্থিত হয়।

ধনুকে শরযোজনা করিয়া রামের প্রবেশ।

রাম। কোথা যাবে, মকরাক্ষ? এস—রণে প্রবৃত্ত হও।

মকরাক্ষ। বাবা! তুমিই বুঝি সেই রাম? তা চেহারাটা ত বেশ মাত্নস্‌-নুত্নস্ আছে, এমন চেহারা থাক্‌তেও ঘরের মাগকে ঘরে রাখ্‌তে পার নি, চাঁদ?

রাম। নীচাশয় নিশাচর! বাক্য ত্যাগ ক'রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

মকরাক্ষ। বাবা! তোমার ও ধনুক-টনুক রেখে দাও, পার ত অসি ধ'রে লেগে যাও।

রাম। তাই হবে। [অসি ধরিয়া] আয়, দুষ্ট!

মকরাক্ষ। কেন, বাবা! মিছেমিছি রক্তারক্তি কর্‌বে? দেশের ছেলে দেশে ফিরে যাও; মাগের আশা আর ক'রো না। সে যখন রাবণের খর্পরে পড়েছে, তখন আর তার আশা কর্‌তে হবে না। তাই কর, বাবা! দেশে চ'লে যাও। বাঁদুরে বুদ্ধি শুনে কেন বাবা, এই সাত সমুদ্রের পারে এসে প্রাণটা রেখে যাবে?

রাম। নিরস্ত হ', দুর্ব্বৃত্ত! এখনই তোর পাপ-রসনা দ্বিখণ্ড ক'রে ফেল্‌ব।

মকরাক্ষ। তা' হ'লে দেখ্‌ছি, তুমি নিতান্তই না-ছোড়বান্দা। তবে এস, এই অসির আঘাত সহ্য কর। [অস্ত্রাঘাত]

রাম। [অসি দ্বারা বাধা দিয়া] এইবার! [অস্ত্রাঘাতোদ্যত]

মকরাক্ষ। [দুই হাত উত্তোলন করিয়া] দোহাই বাবা! দোহাই বাবা! ও ভাবে নয়, ও ভাবে নয়, তা' হ'লে আর দর্শকেরা আমার রণ-কৌশল দেখ্‌তে পাবে না; তার চাইতে এস, দু'জনে একটু তলোয়ারের প্যাঁচ দেখাই।

রাম। তোর যে ভাবে খুসী, সেই ভাবেই যুদ্ধ কর্।

মকরাক্ষ। [স্বগত] বেগতিক বাবা! আর জ'টে বেটার হাত থেকে প্রাণটাকে বাঁচান গেল না যখন, তখন মরিয়া হ'য়েই লেগে যাই; যা থাকে বরাতে! [উভয়ের যুদ্ধ]

[মকরাক্ষকে বিতাড়িত করিয়া রামচন্দ্রের প্রস্থান।

বেগে ভগ্নদূতের প্রবেশ।

ভগ্নদূত। এক কোপেই সাবাড়্। মকরাক্ষের হ'য়ে গেল। বাবা! মানুষের হাতে এত শক্তিও থাকে? যাই—এখন লঙ্কেশ্বরের কাছে সংবাদ দিই গে। [প্রস্থান।

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে।—জয় রামচন্দ্রের জয়! জয় রামচন্দ্রের জয়!

সপ্তম দৃশ্য।

লঙ্কা—শ্মশান।

সাধকের প্রবেশ।

সাধক।—

গান।

কেন হাঁ ক'রে তুই আছিস্ বেটী,
আকাশ-পাতাল জুড়ে।
পাচ্ছিস্ যারে দিচ্ছিস্ তারে,
তোর ওই পেটের ভেতর পুরে।
চিরদিন তোর ওই একই ধারা,
তোর ওই ধারার কারণ যায় না ধরা,
কেন নিচ্ছিস্, কেন দিচ্ছিস্
বল্ না বেটী ঝেড়ে-ঝুড়ে।
কবে বল্ তোর মিট্‌বে ক্ষিধে,
তোর ও ক্ষিধে যে নয়কো সিধে,
অঘোর বলে মিট্‌বে ক্ষিধে,
যাবে যেদিন জগৎ উড়ে।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

নিভৃত-উদ্যান।

সূর্পণখার প্রবেশ।

সূর্পণখা। [নাকিসুরে] কৈঁ, এখনও রসমাণিক্য আসছে না কেন? এখনই আসবে। সূর্পণখার পিরীতে পড়লে কি আর চুপ ক'রে থাকবার যো আছে? ততক্ষণ আমি একটা গান গাই।

গান।

আমি এবার বেছে বেছে প্রেমিক দেখে
প্রেম ক'রেছি বেশ।
সে যে রসিক-নাগর রসের সাগর
একবারে রস-পাগলার শেষ।
সে যখন টেড়ী কেটে ছড়ি হাতে গুণ গুণ ক'রে গায়,
প্রাণটা যেন তখন আমার কেমন হ'য়ে যায়,
অমনি তার গলা ধ'রে পড়ি ঢলে
থাকে না আর লজ্জার একটু লেশ।
সে যখন বাঁকা চোখে হেসে হেসে আমার পানে চায়,
ভাবি তখন, পাখী ক'রে হৃৎপিঞ্জরে পূরে রাখি তায়,
কিংবা তারে নিয়ে আবার ফিরে পালাই ছেড়ে দেশ॥

হাস্যমুখে রসমাণিক্যের প্রবেশ।

রসমাণিক্য। দেশ ছেড়ে পালালে আবার খর-দূষণের মতন হব না ত? তোমারও ত আবার লক্ষ্মণ-টক্ষ্মণ জুটে যেতে পারে? তবে তোমার এবার সে ভয়টা নেই। কারণ—[নাক কাণ দেখাইয়া] একবারে বেমালুম!

সূর্পণখা। তা এ আমার মন্দ হয় নি, মুখের ওপর একটা মাংসের পিণ্ডি ঝুলত, ভারি বিশ্রী দেখাত। তার চেয়ে এ বেশ সমান নিটোল হ'য়ে আছে; কেমন, সে উচু নীচু থাকবার চেয়ে এইবার সুন্দর দেখাচ্ছে না?

রসমাণিক্য। তা আর বলতে? এ বেশ তেলপানা হ'য়ে গেছে, অন্ধকারে হাত দিলে বোধ হবে, যেন একটা ছাঁচি কুমড়ো ঝুলে রয়েছে।

সূর্পণখা। মাইরি ভাই, তোমার বেশ কথাগুলি, যেন মিছ্‌রীর রস মাখান রয়েছে।

রসমাণিক্য। তোমার মত রসিকা না হ'লে কে এ সব রসের কথা বোঝে বল?

সূর্পণখা। দু'জনে আমাদের মিলেছে বেশ, নয়?

রসমাণিক্য। যেন চা'লে ডা'লে ভুনি খিচুড়ী।

সূর্পণখা। কেউ লোভ সাম্‌লাতে না পেরে শেষে খেয়ে না ফেলে!

রসমাণিক্য। হজম করা বড় শক্ত, বড্ড গুরুপাক!

সূর্পণখা। দেখ দেখি, এমন ধারা রসালাপ করতে না পারলে কি মজা হয়?

রসমাণিক্য। তাতেই ত খুঁজে খুঁজে এসে তোমার মতন রসিকা সুন্দরীর সঙ্গে পিরীত করেছি।

সূর্পণখা। আচ্ছা—সত্য ক'রে বল্‌ছ? আমার মাথা খাও, বল দেখি আমার মতন রসিকা প্রেমিকা সুন্দরী আর কোথাও তোমার চোখে পড়েছে না কি?

রসমাণিক্য। উঁহু—আর কোথাও না; বিধাতার ভাণ্ডারে যত

রস, যত রূপ জমান ছিল, সে সব রূপ রস দিয়েই তোমাকে তৈরি করেছেন. তোমার জোড়া ভূ-ভারতে নেই !

স্পর্ণখা। তাঁই ভাঁবি, দাঁদা যে কিঁ রূপ দেঁখে ঐ সীঁতা মাগীঁকে চুঁরি কঁ'রে এঁনে লঁঙ্কাটা ছাঁরেখাঁরে দিঁচ্ছে, তাঁ বুঁঝ্‌তে পাঁরি নে। মাগীর কিঁ চুঁল ? যেঁন গাঁঢ় কাঁলীর ভেঁতর থেঁকে ছুঁবিয়ে নিয়েছে। তাঁও পাঁ ছাড়িয়ে ভুঁয়ে পঁড়ে লুঁটো-পুঁটি যাঁয়। আঁরে চুঁল হঁবে এঁই আঁমার মতন কঁটা-কঁটা. ঝাঁটার শঁলার ডঁগার মতন, মাথার চুঁল মাথার ওঁপরেই থাঁক্‌বে, পাঁ ছাঁড়িয়ে পঁড়্‌তে যাঁবে কেঁন ? তাঁর পর দাঁত— সেঁ যেঁন বিঁধাতা আঁর কিঁছু খুঁজে না পেঁয়ে তাঁর বাঁগান থেঁকে কুঁন্দ ফুঁলের কুঁড়িগুঁলো এঁক সঁঙ্গে কঁ'রে রেঁখে দিঁয়েছে। আঁরে ছাঁই—ওঁ কিঁ দাঁত হ'ল ? দাঁত হঁবে এঁই আঁমার মতন, যেঁন গঁজদঁন্ত, তঁবে তঁ মানাবে। তঁবে তঁ দেঁখে সঁবাই তাঁরিফ্‌ কঁর্‌বে। নৈলে ওঁষ্ঠ দিঁয়ে চাঁপা পঁ'ড়ে থাঁক্‌ল, কেঁউ দেঁখ্‌তেও পেঁলে না। নাক কাঁণের কঁথা আঁর কিঁ বঁল্‌ব ? ওটা গোঁড়াতেই আঁমার বেঁলায় তঁ বিঁধাতা ভুঁল কঁ'রে ফেঁলেছিল, তাঁ সেঁ ভুঁল স্বঁধ্‌রে নিয়েছি। মাগীর গাঁয়ের রং দেঁখলে মনে হয়, বিঁধাতা আঁর কিঁছু হাঁতড়ে না পেঁয়ে খানিকটা হঁলুদ গুঁলে গাঁয়ে ঢেঁলে দিঁয়েছে, আঁরে ওঁ কিঁ রং হঁয়েছে, রং হঁবে বেঁশ এঁকটু তাঁমাটে ধঁরণের আঁমার গাঁয়ে যেঁমন। এঁ এঁকেবাঁরে পাঁকা রং, হাঁজার রঁগ্‌ড়ালেও বঁদ্‌লাবে না। আঁর কোঁমরটা মাগীর দেঁখ যঁদি, তাঁ' হ'লে হেঁসে ম'রে যাঁবে। সেঁ এঁত সঁরু যে, মনে হঁবে যেঁন ভেঁঙে গেঁল বুঝি। ওঁটা গঁড়াবাঁর সঁময় বিঁধাতার মেদ মজ্জার ভাঁণ্ডার খাঁলি হঁ'য়ে গিঁয়েছিল, তাঁই অঁমনি কোঁন রঁকমে যেঁন কোঁমরটা ধঁড়ের সঁঙ্গে স্থঁতো দিঁয়ে বেঁধে রেখে দিঁয়েছে। এঁইরূপ ত মাগীর চেঁহারা, তঁবু দাঁদার দঁশমুণ্ড ঘুঁরে গেঁল, সেঁটাও কিঁন্তু এঁকটা বঁড় আঁশ্চর্য্যি।

রসমাণিক্য। আশ্চর্য্যি ব'লে আশ্চর্য্যি—মহা আশ্চর্য্যি! তাই ত আমিও ভাব্ছি যে, এমন সুন্দরী বোন্ থাক্তে, কেন তোমার দাদা অপরের মাগ ধ'রে বাঘের মতন টানাটানি করেন।

সূর্পণখা। দাঁদার যঁদি কিঁছুমাত্র সুঁন্দর কাঁরে বঁলে, এঁ জ্ঞাঁন থাকে!

রসমাণিক্য। নৈলে তোমাকে খোঁজে না!

সূর্পণখা। সেঁ মরুক্ গেঁ, আঁমার তুঁমিই ভাঁল! তোঁমার চোঁখে আঁমাকে সুঁন্দর দেঁখ নি বঁল?

রসমাণিক্য। এ কথা শতবার স্বীকার কর্তে হবে, এক আনি ভিন্ন এমন কোনও শালাই নাই যে, তোমার রূপ দেখে মূর্চ্ছা না গিয়ে সাহস ক'রে খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্তে পারে!

সূর্পণখা। তঁবে আঁজ ভাঁই, তোঁমাকে আঁমার সঁখীদের মুখের এঁকখানা টপ্পা শুঁনে যেঁতে হঁবে; তাঁদের কেঁমন নাচ শিঁখিয়েছি, তাঁরও পঁরখ কঁর্তে হঁবে। এঁ নাচের শিঁক্ষককে আঁমি বঁহুকষ্টে এঁনেছিলাম। আঁমি বঁহুকষ্টে সেঁই উড়িষ্যা দেঁশ থেকে আঁমদাঁনী কঁরেছিলাম।

রসমাণিক্য। আজ আর থাক্ না, তাদের সেই বিকট সুরের সঙ্গে নূতন তাণ্ডব নৃত্য দেখে কি মাথা ঠিক রাখ্তে পার্ব? আবার মহারাজার হুকুম, লঙ্কাপুরে কেউ নৃত্যগীত কর্তে পার্বে না। সেদিন মকরাক্ষের বাগানে নেমন্তন্ন ছিল, নৃত্যগীতও বেশ জ'মেছিল, কিন্তু মহারাজার কড়া হুকুম নিয়ে নগরপাল এসে হাজির যে, এখনই নৃত্যগীত বন্ধ ক'রে দাও।

সূর্পণখা। কাঁর ঘাঁড়ে কঁয়টা মাথা আঁছে যেঁ, সূঁর্পণখার আঁমোদে বাঁধা দিঁতে পাঁরে। তঁবে দেঁখ আমার প্রঁতাপটা, আঁমি এঁখনই সখীদের ডাঁক্ছি। [বংশীধ্বনি করন]

গীতকণ্ঠে সখীগণের প্রবেশ।

সখীগণ।— নৃত্যগীত।

ওলো প্রেম-কুকুরে কাম্‌ড়ে দিলে নামে না সে বিষ।
ঝাড়-ফুঁকে যায় না লো সে এমনি বিষের বিষ॥
লজ্জা সরম গোল্লায় দিয়ে,
ছুটে বেড়ায় ছ্যান-ফ্যানিয়ে,
ধারা বয় লো চোখ দিয়ে,
ওলো সে এমনি বিষের বিষ।
দীর্ঘ দীর্ঘ নিঃশ্বেস ছাড়ে,
সারা রাত্তির হাত পা নাড়ে,
দাঁড়ায় গিয়ে জানালার ধারে,
ওলো সে এমনি বিষের বিষ॥

রসমাণিক্য। বেশ—বেশ—বেশ, যেমন গান, তেমনি নাচ! ন্যাংটো হবার ভয় না থাকলে পরণের কাপড় খুলে বক্‌শিস কর্‌তাম।

স্বর্ণণখা। দেঁ না লোঁ, আঁর এঁকখাঁন বিঁরহ শুঁনিয়ে!

রসমাণিক্য। [স্বগত] তবেই গেছি আর কি!

সখীগণ।— নৃত্যগীত।

বিরহের চোটে মোদের পেট কেঁপেছে।
সারারাত তাই ত কেবল চোঁয়া ঢেকুর উঠেছে॥
বিরহে ক্ষুধা মন্দা,
তাই লুচি-পুরী কোনরূপে পাঁচ গণ্ডা
কাঁচা মোণ্ডা দু' দশ-গণ্ডা,
হয় তাইতে পিত্তি ঠাণ্ডা,
বিরহে বুক ফেটে যায় খাব কি হায়,
(তারপর) একটা হাঁড়ি রাব্‌ড়ী খেয়েই
পেটটা ভ'রে গিয়েছে।

রসমাণিক্য। ক্ষিধে মন্দাই বটে !

সখীগণ।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

বিরহে ঘুম হয় না,
কেবল নাক ডাকাটা বাদ্ যায় না,
ভোরের বেলায় ডেকে কেউ সাড়া পায় না,
বিরহে এমনি ধারা জ্ঞানহারা করেছে ॥

রসমাণিক্য। চমৎকার বর্ণনা ! এরূপ বিরহ হ'লে গরীব আমরা বেঁচে যাই। এখন চল, সুন্দরি ! ঘরে গিয়ে একবার ষোড়শোপচারে বিরহের সেবা কর্‌ব।

সুর্পণখা। এ'স, মাণিক।

[রসমাণিক্যের হাত ধরিয়া সখীগণসহ প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

অন্তঃপুর-কক্ষ।

বিষাদিনী সুরজা সাশ্রুনেত্রে গাহিতেছিলেন।

সুরজা।—

গান।

খেলিতে খেলিতে খেলা ঘর হ'তে
পুতুল আমার হারিয়ে গিয়েছে।
পুতুল হারিয়ে ক"াদিয়ে ক"াদিয়ে,
(আমার) আঁখিজলে বুক ভাসিয়ে দিয়েছে।
(আমি) বড় সাধ ক'রে পুতুল সাজিয়ে,
পুতুল খেলাতে ছিনু গো মজিয়ে,
আমার খেলা না ফুরাতে, কেবা কোথা হ'তে
পুতুল আমার হরিয়ে নিয়েছে।
পেতেছিনু খেলা হাসিতে হাসিতে,
(আজি) ভাঙিনু সে খেলা ক"াদিতে ক"াদিতে,
আজি কে শিখাল হায়, ক"াদিতে আমায়,
সুখের স্বপন ভাঙিয়ে ফেলেছে।

[অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছিলেন]

অদূরে কুন্তীলকের প্রবেশ।

কুন্তীলক। [আপন মনে বলিতে বলিতে নিকটে আসিতে-ছিলেন] শালী আমার এতক্ষণ হয় ত গালে হাত দিয়ে কত কি ভাব্‌ছে, না হয় চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে! সেই ছেলেবেলা

থেকেই দুজনে গলায় গলায় ভাব, একসঙ্গে খেলা, একসঙ্গে বসা, একসঙ্গে খাওয়া, দিবারাত্রি হাসির ছবিটি, যেন স্বর্গের পরীর ন্যায় হেসে খেলে কাটিয়েছে। এক অভিমানের কান্না ছাড়া সত্যি ক'রে কান্না কারে বলে জান্‌ত না। বেশ ছিল, আমিও এই বৃদ্ধ বয়সে ওদের দুটিকে নিয়ে রঙ্গরসেই মেতেছিলাম ; তা সরমা পোড়াকপালী সেদিন থেকে সব নষ্ট ক'রে দিয়েছে। ত'রো শালাকে আমার আর শালীর কাছে আস্‌তে দেয় না। আমিও দিন রাত কোনরূপে শালীকে আমার ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখ্‌ছি ; আমি কাছে না থাক্‌লেই মুস্কিল বাধে আর কি !

সুরজা। [দেখিয়া তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া কৃত্রিম হাস্যসহ] এই যে, দাদামশায় ! এতক্ষণ কোথায় ছিলেন, বলুন ত দেখি ?

কুশীলক। কেন, আমার বিরহটা বড্ড লেগেছে না কি ? দেখিস্—আবার মানের পালা জুড়ে দিস্ নে যেন, শালি ! [চোখের দিকে চাহিয়া স্বগত] যা মনে ক'রে আস্‌ছিলাম, তাই-ই ; ঠিক কেঁদেছে, এখনও চোখে জল লেগে রয়েছে। [প্রকাশ্যে] দেখি মুখখানা। [নিজ হস্তে চক্ষু মুছাইয়া দিতে দিতে] তুই শালী মনে করিস্, আমাকে লুকাবি ? কিন্তু তা কি পারিস্ ? আমি যে একজন বুড়ো ঘুঘু, রে শালি !

সুরজা। চোখে কি প'ড়েছিল, তাই জল লেগেছিল বুঝি।

কুশীলক। কি প'ড়েছিল না তোর মাথা হয়েছিল ?

সুরজা। আসুন, দাদামশায় ! আজ আপনার সাদা চুলগুলি ভাল ক'রে বেছে দি। আপনি এখানে বসুন, আমি আপনার পেছনে গিয়ে দাঁড়াই।

কুশীলক। ও কম্বলের রোঁয়া বাছ্‌লে আর থাক্‌বে কি ? থাক্—তোর পিছনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে না, চুলও বাছ্‌তে হবে না, তুই আমার সাম্‌নেই দাঁড়িয়ে থাক্। শালি, তুই ভারি চালাক, নয় ? মনে

করেছিস্ যে, পেছনে আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালে আর মুখ চোখ কিছুই দেখ্তে পাব না, কেমন? কেন, রূপ না থাক্‌লে শালা বুঝি শেষে তোকে ফেলে আর একটা বিয়ে কর্‌বে? কেমন? ওঃ—শালীর আমার ভারি সতীনের ভয় যে দেখ্‌ছি!

সুরজা। ইঃ! ভারি ত ভয়! পুরুষে যদি এক স্ত্রী থাক্‌তে অপর স্ত্রী বিয়ে কর্‌তে পারে, তা' হ'লে আমরা বুঝি পারি নে? পুরুষের বেলায় দোষ নেই, যত দোষ তাই এই আমাদের বেলায়। এ নিয়ম যে গড়েছে, সে নিশ্চয়ই মহাস্বার্থপর লোক, দাদামশায়! তা কিন্তু ব'লে দিচ্ছি।

কুন্তীলক। ভগবানের নিয়ম, লোকের দোষ দিলে কি হবে রে, শালি!

সুরজা। কখনই না, আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্‌তে পারি, দাদামশায়! ভগবান্ কখন দুচোখো নন্। যদি তা হন্, তা' হ'লে তিনি ভগবান্‌ই নন্।

কুন্তীলক। এইবার কথাটা যা বলেছিস্, শালি! বড় সত্যি কথা—বড় দামী কথা; তোর এ কথার দাম নাই রে, শালি, দাম নাই। কথাটা আমার মনে বড্ডই ধরেছে। ভগবান্ দুচোখো হ'তে পারেন না—এ কথাটা যেমনই সত্য, তেমনি তোর মুখেও এই নতুন শুন্‌লেম।

সুরজা। তা' হ'লে বলুন, আমি একজন যে সে মেয়ে নই!

কুন্তীলক। আচ্ছা, সত্যি ক'রে বল্ ত দেখি, শালি! ত'রো শালা যদি সত্যিসত্যিই এখন আর একটা বিয়ে ক'রে ফেলে, তা' হ'লে তুই তখন কি করিস্?

সুরজা। আমিও তা' হ'লে এই আপনার গলায় মালা পরিয়ে নূতন বর ক'রে নিই।

কুন্তীলক। শালীর সঙ্গে এঁটে ওঠা দায়!

সুরজা। আচ্ছা, দাদামশায়! একটা কথা জিজ্ঞেস্ করব?

কুন্তীলক। তার জন্য আবার বুড়োর অনুমতি নিতে হবে না কি?

সুরজা। এই বল্‌ছিলেম কি যে, আমাদের দ্বারা যদি পুরুষদের অমন কাজ-কর্ম্মের ক্ষতিই হয়, তা' হ'লে আমাদিগে বিয়ে করা ত পুরুষদের ভারি অন্যায়!

কুন্তীলক। অন্যায় কি ন্যায় সেটা ধরা বড় শক্ত।

সুরজা। আচ্ছা, আমি ত ভেবেই পাই নে, আমাদের দিয়ে পুরুষদের কি কাজের ক্ষতি হয়?

কুন্তীলক। তোদের ঐ চাঁদমুখের এমনি একটা যাদু আছে রে শালি, যে, ও চাঁদমুখ দেখ্‌লেই পুরুষগুলোর মাথা-মুণ্ডু ঘুরে যায়, কাজেই নিজের কাজ তারা গুলিয়ে ফেলে।

সুরজা। সকল পুরুষেরই কি মুণ্ডু ঘুরে যায়?

কুন্তীলক। না—সকলেরই যায়—তা নয়, তবে অনেকের যে যায়, সে কথা সত্যি।

সুরজা। আপনার নাতিরও কি যায়?

কুন্তীলক। এইবার শক্ত জায়গায় এনে ফেলেছিস্ রে, শালি! তবে সে খবর আমা হ'তেও তুই বল্‌তে পারিস্ বেশি।

সুরজা। তা যদি বলেন, তা' হ'লে তার মুণ্ডু ঘুরে যায় না; তার আপনার কাজে বেশ ঠিক থাকে।

কুন্তীলক। আবার সব সময়ে যে পুরুষদেরই মুণ্ডু আপনা হ'তে ঘোরে, তা নয়। অনেক সময়ে ঐ বিধুমুখীরা ঘুরিয়ে দেয়। সে বিধুমুখীরা চায়, তাদের আঁচলের তলে স্বামীকে ভেড়া ক'রে রাখ্‌তে।

সুরজা। [সহাস্যে] তোমার এ নাত্‌নীও কি তাই চায়, দাদামশায়, সত্যি কথা বল্‌বেন কিন্তু!

কুশীলক। যদি বলি যে, না—আমার এ শালী সে বিধুমুখীদের মতন নয়, তা' হ'লেই বা তুই কি করতে চাস্, বল্‌-না ?

সুরজা। করতে কিছুই চাই নে, কেবল কথাটা আপনার মুখে শুনে রাখ্‌লেম।

কুশীলক। ত'রো শালার জন্যে প্রাণ তোর বড়ই কাঁদে, নয় রে শালি ?

সুরজা। না—কিছু না।

কুশীলক। তোর শাশুড়ীটা, এটা যে কি ক'রে বস্‌লে, তা সেই জানে। তোদের দুজনকে যথার্থ চিন্‌তে আমি যতটা পেরেছি, তোর শাশুড়ী তা পারে নি। সে বড় বেশি রকম সাবধান হ'য়ে কাজ করে, ওটা তার চিরকেলে স্বভাব। বাইরে দেখ্‌লে মনে হবে, সরমার প্রাণ ভারি শক্ত—পাষাণ দিয়ে গড়া, কিন্তু যদি তার ভেতরটা একবার দেখিস্‌, তা' হ'লে দেখ্‌বি—সেখানে কত কোমলতা—কত মায়া-মমতা—কত স্নেহের নির্ঝর ঝর্‌ ঝর্‌ ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে! সকলে তাকে চিন্‌তে পারে না। আমার মেয়ে, আমিই অনেক সময়ে তার কাজ দেখে তার মনের ভাব ধরতে পারি নে। তবে আমি তাকে বেশ ক'রে চিনি, তাই সময়ে-সময়ে মনে হয় যে, তোদের দুজনকে যে এইরূপ পৃথক্‌ ক'রে রেখে কষ্ট দিচ্ছে, এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন তার গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। সে বেটী অনেক গভীর জলের ভিতর দিয়ে চলে, তাকে ধরা বড়ই শক্ত।

সুরজা। তিনি মা, মা যা বল্‌বেন, আমাদের তথনই সেটি ঘাড় পেতে নিতে হবে; নৈলে মহাপাপ।

কুশীলক। [স্বগত] কেবল "মা" আর "মহাপাপ" ব'লে ঘাড় পেতে নিতে হবে। কথাটা ঠিক সরমাকে বোঝ্‌বার দিক্‌ দিয়ে হ'ল না, কেবল কর্ত্তব্যের খাতিরেই হ'ল। ঐটুকুর জন্যই এদের প্রাণের

অশান্তি দূর হচ্ছে না, ঐটুকুই এদের প্রাণের অতি গুপ্ত কোন একটা ক্ষত রেখে দিয়েছে।

সুরজা। দাদামশায় যে একেবারে চুপ্ মেরে গেলেন!

কুন্তীলক। আর ব'কে ব'কে পারা যায় না, তুই এখন একটা গান ক'রে শোনা।

সুরজা। কোন্‌টা শুন্‌বেন, দাদামশায়?

কুন্তীলক। "প্রভু তোমারি আশে বসিয়া আছি" এইটে গা।

সুরজা।—

গান।

প্রভু তোমারি আশে বসিয়া আছি,
আমার কুটীর দুয়ার খুলে।
যদি আসিতে আসিতে যাও আন্‌পথে
আমার কুটীর দুয়ার ভুলে॥

[কুন্তীলক চক্ষু মুদিয়া ভাবাবেশে মাথা নাড়িতে লাগিলেন]

সুরজা। গান না গাইতে গাইতেই দেখি, দাদামশায় ভাবে বিভোর হ'য়ে পড়্‌লেন!

কুন্তীলক। বাজে কথা না ব'লে শালি, গা—গা—

সুরজা।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

তোমারি তরে আসন পাতিয়া,
আমি বহুদিন দিয়াছি রাখিয়া,
(কত সন্ধ্যা গেল, সকাল হ'ল)
(কত বর্ষ মাস কেটে গেল)
(তোমার দেখা তবু না মিলিল)
আমার জীবন-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল,
আমায় ক'রো না বঞ্চনা ভুলে॥

আমি তব পথ পানে চাহিয়া,
আছি সারাটি জীবন বসিয়া,
(তোমায় দেখ্‌ব ব'লে)
(চির সুন্দর তুমি, নবীন তুমি)
(চিরনন্দন নয়নানন্দ তুমি)
তোমারি আমি, আমারি তুমি,
প্রভু, গেলে কি সে কথা ভুলে ॥

[কুন্তীলক ভাবে মগ্ন হইয়া রহিলেন]

সুরজা। দাদামহাশয় যে নাত্‌নীর গান শুনে একেবারে তর্‌ হ'য়ে গেলেন! চলুন—এখন মায়ের কাছে যেতে হবে, হাত ধ'রে নিয়ে যাই।

কুন্তীলক। আহা-হা! প্রভু! তোমারি আশে ব'সে আছি। একবার দয়া কর।

[কুন্তীলকের হাত ধরিয়া সুরজার প্রস্থান।

দশম দৃশ্য।

লঙ্কাপথ।

ভগ্নদূতের প্রবেশ।

ভগ্নদূত। যাই বাবা, মকরাক্ষের যুদ্ধের ফলটা মহারাজকে জানাই গে। মাতাল বেটা মরেছে—না দেশ জুড়িয়েছে! [প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে বিজট ও বিজটার প্রবেশ।

গান।

বিজট।— আর কি ধ'রে রাখ্‌তে পারিস্,
আমি এবার যুদ্ধে যাব।
বিজটা।— তুই যুদ্ধে গিয়ে অক্কা দিলে,
বল্ দেখি প্রাণ কোথায় র'ব॥
বিজট।— আমায় তুই ছেড়ে দে বল্‌ছি,
দেখ্‌লে লোকে কি বল্‌বে রে, আরে ছিঃ ছিঃ ছিঃ,
বিজটা।— তবে আমি মাথা খুঁড়ে মর্‌ব,
বিজট।— তুই মর্‌গে যা, যা খুসী কর্,
তবু আমি যুদ্ধ কর্‌ব।
বিজটা।— আমি বল্‌ছি তোরে সত্যি ক'রে,
তবে তোর বদলে লোক যোটাব॥
বিজট।— হ্যাঁ বিজটা! বলিস্ কি রে?
বিজটা।— তবে তুই আর না ফিরে;
বিজট।— আমার যুদ্ধে যাওয়া গেল ঘুরে,
বিজটা।— তুই মনে কি ঠাউরেছিস্ বল্ রে, আমি তোর তরে রাঁড়ী হ'ব॥

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লঙ্কা—পূজাগৃহ।

সর্ব্বাঙ্গে রামনামাঙ্কিত করিয়া তরণীসেন পূজায় নিবিষ্ট ছিলেন, সহচর ভক্তবালকগণ রামগুণ গান করিতেছিল। অদূরে অন্তরালে দাঁড়াইয়া সরমা একদৃষ্টে দেখিতেছিলেন।

গান।

ভক্তবালকগণ।—

গাও রাম নাম, গাও রাম নাম, গাও রাম নাম।
মন প্রাণ খুলে   দুটি বাহু তুলে,
গাও রাম নাম অবিরাম।
যে নামের গুণে জলে শিলা ভাসে,
অহল্যা উদ্ধার যাঁর চরণ পরশে,
(এমন মধুর নাম আর হ'তে নাই রে)
(যে নাম শমন দমন করে ভাই রে)
এবার মনের হরষে,   ম'জে নাম-রসে,
বল মুখে জয় রাম-রাম-রাম।
যে নাম ভব-পারাবার পারের তরণী,
সেই নাম মুখে বারেক বল রে তরণী,
(আর গতি নাই রে ওই নামের তরী বিনে)
(সেই পারের তরী ওই দেখ' ঘাটে বাঁধা)
সেই ভবের তরী,   পাবি রে তরণী,
ত'রে নিতে তোরে এলেন রাম।

তরণী। [চক্ষু মুদিয়া] রাম! পারের কাণ্ডারী! তরণী এনেছ? তোমার তরণীকে পার কর্‌বার জন্য পারের তরী নিয়ে ঘাটে এসে কি দাঁড়িয়েছ, রাম? প্রাণারাম! পতিতপাবন! প্রাণময়! তোমার অনন্ত করুণা—অনন্ত প্রেম—অনন্ত দয়া, দয়ালচাঁদ! তোমার দয়ার যে আর পার নাই হে! তোমার দয়ার দিকেই যে চেয়ে আমি প'ড়ে আছি, রাম! দেখ্‌ব—এবার আমায় পার না ক'রে থাকতে পার কি না? প্রভু! অন্তর্যামি! তোমার পাদপদ্মে আমার কোটী কোটী প্রণাম। [ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন]

[সরমা নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন]

সরমা। তরণী!

তরণী। মা! [প্রণাম করিলেন]

সরমা। বাসনা পূর্ণ হ'ক্, বৎস!

তরণী। কেন ডাক্‌ছ, মা?

সরমা। মহারাজ তোমাকে দেখা কর্‌বার জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন, শুন্‌লাম?

তরণী। হাঁ, মা! জ্যাঠা মশায় ডেকে পাঠিয়েছেন; এখনই তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে সেখানে যাব ব'লে মনে করেছিলেম।

সরমা। কেন ডেকেছেন, বল্‌তে পার?

তরণী। না, মা! সে কথা কিছুই ব'লে পাঠান্ নি ত।

সরমা। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি।

তরণী। কেন, মা?

সরমা। যুদ্ধে পাঠাবার জন্যে। তুমি যুদ্ধে যাবে, তরণী?

তরণী। তুমি যেমন বল্‌বে, মা!

সরমা। সব সময়েই কি মায়ের মতামত নিয়ে বীর-কুমারদের

কাজ করা হয়, বাবা? বিশেষতঃ যুদ্ধাদির সময়ে—মায়ের সেখানে পুত্র-স্নেহের বশীভূতা হ'য়ে পুত্রকে বাধা দিতে যাওয়াই সম্ভব।

তরণী। আমার মা যে, সে মা নয়, তা ত আমার জানা আছে, মা!

সরমা। তা' হ'লেও পুত্রের কি একটা স্বতন্ত্র বিবেক থাক্‌বে না? বীরের কর্ত্তব্য পন্থা যে, স্বতন্ত্রভাবে গড়া। সে পথে মাতৃ-স্নেহের শত বাধাও পুত্রকে বিচলিত কর্‌তে পারে না। সে পথে মাতৃভক্তি-কর্ত্তব্যের আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখ্‌তে হয়। সে পথে মাতৃত্ব-গৌরব পুত্রের বীরত্ব-গৌরবের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে অন্যমূর্ত্তিতে বরং উজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দেয়। সে কথা মায়ের স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ে গুপ্ত থাক্‌লেও বীরপুত্রের সে কথা বিশেষরূপে জানাই উচিত মনে করি।

তরণী। আমি যুদ্ধেই যাব, মা!

সরমা। কার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে হবে, সে কথা জান, বেশ?

তরণী। জানি, মা! শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে।

সরমা। যাঁকে এতক্ষণ ব'সে পূজা কর্‌ছিলে, যাঁকে হৃৎপদ্মে রেখে ভক্তি-তুলসী চন্দনে অর্চ্চনা কর্‌ছিলে, যাঁর নাম গুণগান শুণে তোমার দুই চক্ষু দিয়ে ভক্তির অমিয়-ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল, সেই তোমার ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সম্মুখ-সমরে নাম্‌তে হবে। খুব বুঝে দেখ, তরণী!

তরণী। বুঝে দেখেছি, মা! খুব বুঝে দেখেছে তরণী।

সরমা। আরও একটা গুরুতর ভাব্‌বার বিষয় তোমার আছে, বৎস!

তরণী। কি, মা?

সরমা। তোমার পিতা সেখানে শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষভুক্তভাবে বর্ত্তমান; যিনি তোমার জ্যেষ্ঠতাতের নিকট লাঞ্ছিত হ'য়ে তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করেছেন, যিনি নিয়ত রাক্ষস বধের মন্ত্রণা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, সেই

পিতার বিরুদ্ধে তোমাকে অস্ত্র ধ'রে যুদ্ধ কর্‌তে হবে। হয় ত প্রয়োজন হ'লে তাঁর অঙ্গেও তোমার অস্ত্র বিদ্ধ কর্‌তে হবে, তা তুমি পার্‌বে, তরণী ?

তরণী। বীরের কর্ত্তব্য যদি এত কঠোরতা দিয়ে গড়া থাকে, তা' হ'লে সে কর্ত্তব্য পালনে তোমার বীরপুত্র কখন তিলমাত্রও শৈথিল্য দেখাবে না, মা ! আমি যদি আমার সামর্থ্যে কর্ত্তব্য পালন ক'রে চল্‌তে পারি, তা' হ'লে সেই কর্ত্তব্যের বলে, সেই বীরধর্ম্মের বলে, শ্রীরামচন্দ্র আর পিতা কেহই আমাকে ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বেন না। আমার ইষ্টচিন্তা—আমার পিতৃ-ভক্তি—আমার মাতৃভক্তিকে, আমি কখনই কাপুরুষতার কোমল পঙ্কে লিপ্ত ক'রে জগতের চক্ষে হেয় রূপে প্রদর্শন কর্‌ব না।

সরমা। [স্বগত] ধন্য—ধন্য, পুত্র আমার ! [প্রকাশ্যে] আরও একটা সমস্যা তোমার ভাঙ্‌তে হবে।

তরণী। বল, মা !

সরমা। তোমার পিতৃ-অপমানকারী লঙ্কেশ্বরের আদেশে তোমার যুদ্ধে যাওয়া উচিত হবে কি না ?

তরণী। মা ! যখন আমরা সেই পিতৃ-অপমানকারী রাজ-অন্নে এখনও প্রতিপালিত হচ্ছি, যখন আমরা সেই রাজাকেই রাজা ব'লে স্বীকার ক'রে তারই রাজপুরীতে বাস কর্‌ছি, তখন জননি, সেই রাজার আদেশই আমাকে অবনতমস্তকে পালন কর্‌তে হবে, তা না কর্‌লে আমাকে বিশ্বাসঘাতকতার মহাপাপে ডুব্‌তে হবে। রাজ-আজ্ঞা যে, প্রজার পক্ষে দেবতার আদেশ ব'লে মান্‌তে হয়, মা !

সরমা। [স্বগত] সার্থক পুত্র তুই তরণী ! তোকে গর্ভে ধারণ ক'রে আমিও সার্থক হয়েছি। [প্রকাশ্যে] যাও, পুত্র ! মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর গে, তার পর আমার সঙ্গে দেখা ক'রো ; আমি চল্‌লেম।

[প্রস্থান।

তরণী। [স্বগত] মা আজ পরীক্ষার ছলে পুত্রকে তার কর্ত্তব্যের পথ আরও উজ্জ্বলরূপে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। পাছে রামচন্দ্র আর পিতার বিরুদ্ধ পথে চল্‌তে হৃদয়ে আমার দুর্ব্বলতা এসে পড়ে, পাছে পিতৃ-অবমাননা-কারী রাজ-আজ্ঞা পালনে ইতস্ততঃ করি, তাই মা আমার হাত ধ'রে গুরুতর দায়িত্বের পথে রেখে দিয়ে গেলেন। ধন্য মা পেয়েছিলাম! এমন মা না হ'লে আমার প্রাণে আজ এ সব কর্ত্তব্য-বুদ্ধি জাগিয়ে দিত কে? জননি! গর্ভধারিণি! শিক্ষাদাত্রি! তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম। চল, ভাই সব!

ভক্তবালকগণ।—

গান।

গাও রাম নাম—গাও রাম নাম—গাও রাম নাম

ইত্যাদি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লঙ্কা—রণক্ষেত্র।

একাকী বিভীষণ পদচারণা করিতেছিলেন।

বিভীষণ। এই বিরাট্ রণক্ষেত্র আজ লঙ্কার বিরাট্ শ্মশান। লঙ্কার কোটি কোটি বীরের অস্তিত্ব এই বিরাট্ মহাশ্মশানের ধূলিকণার সঙ্গে মিশে গেছে। লঙ্কার কোটি কোটি বীরগণের ভাগ্যলিপির শেষ ফল এই মহাশ্মশানের মধ্যেই পর্য্যবসিত হয়েছে। কত মাতার বক্ষের অস্থি—কত পত্নীর সীমন্তের সিন্দূর—কত আর্ত্তের হাহাকার—কত ব্যথিতের করুণ আর্ত্তনাদ এই মহাশ্মশানের বুকে চির বিলীন হ'য়ে রয়েছে। কে জানে ভবিষ্যের [illegible]কারে আরও কত বীরের শেষ অদৃষ্ট-সূত্র অদৃশ্যভাবে মৃত্যুর করধৃ[illegible] হ'য়ে অপেক্ষা কর্‌ছে? হায়, কুলক্ষয়কারী জ্ঞানান্ধ, রাবণ! তোমারই কুতকার্য্যের জন্য আজ লঙ্কা বীরশূন্যপ্রায়। তোমারই গর্ব্বান্ধতার জন্য আজ তোমারই স্বর্ণলঙ্কার এই শোচনীয় পরিণতি। ঐ শোন, বধির! ঐ শোন, নিষ্ঠুর! এই গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে, পুরী মধ্য হ'তে কত করুণ বিলাপ উত্থিত হ'য়ে তোমারই অবিমৃষ্যকারিতার সাক্ষ্য প্রদান কর্‌ছে। কত পুত্রহারা জননীর, কত পতিহারা কাঙালিনীর মর্ম্মভেদী নিদারুণ হাহাকার নৈশ-গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ ক'রে তোমারই নৃশংসতার পরিচয় প্রদান কর্‌ছে! হায়, হতভাগ্য! আজ বুঝি তোমার মতন দুঃখী—তোমার মতন অসুখী—তোমার মতন কাঙাল জগতে আর কোথাও নাই! আজ বুঝি, তোমার মতন মর্ম্মপীড়িত—তোমার মতন অনুতপ্ত—তোমার মতন সন্তপ্ত সংসারে আর দ্বিতীয়টি নাই! আজ এক-

জন চির-দরিদ্র মুষ্টিভিক্ষাজীবী ভিখারীর হৃদয়ের, আর পৃথিবীশ্বর তোমার হৃদয়ের তুলনা ক'রে দেখ, তুমি কত দীন—কত দরিদ্র—কত শোচনীয়! ভবিষ্যতের এই শোচনীয় দৃশ্য দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পেয়েই তোমাকে এক-দিন বোঝাতে গিয়েছিলেম, পাপ-পথ হ'তে নিবৃত্ত হ'তে অনুরোধ করেছিলেম, জনক-নন্দিনী জানকীকে রামচন্দ্রের করে ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেম; কিন্তু সেদিন এই সহোদরের কথা বিষতুল্য বোধে গ্রাহ্য কর্‌লে না, পদাঘাতে প্রাণের ভাইকে সভাগৃহ হ'তে দূর ক'রে তাড়িয়েছিলে। দুই হাতে চিরদিনের স্নেহ-সূত্র ছিন্ন ক'রে প্রাণের সহোদরকে তখন তৃণের ন্যায় উড়িয়েছিলে। হায়! সে কি ভীষণ দিন বিভীষণের পক্ষে উপস্থিত হয়েছিল!

গীতকণ্ঠে সাধকের প্রবেশ।

সাধক।—

গান।

বৃথা এ সন্তাপ, বৃথা পরিতাপ
দৈবের নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাতে পারে।
মরণের পথে আছে রে যে ব'সে,
ঔষধে কি তারে বাঁচাতে পারে।
তুমি আমি কে কি করিতে পারি,
(শুধু) পারি ঢেলে দিতে বৃথা অশ্রুবারি,
যে পারে সে পারে, ঘটনা তাহারি,
সে ঘটনা কেহ রোধিতে নারে।
কত যায় আসে, কত খেলে হাসে,
কত কেঁদে ফেরে হতাশ নিঃশ্বাসে,
যে খেলায় এ খেলা সে-ই তাহে শেষে,
কে পারে এ লীলা বুঝিতে সংসারে।

বিভীষণ। গুরুদেব! প্রণমি চরণে। [প্রণাম]

সাধক। সাধনায় হ'ক্ সুমঙ্গল।

বিভীষণ। প্রয়োজন কিবা গভীর নিশীথে?

সাধক। তোমার মহা পরীক্ষার দিন নিকটবর্ত্তী জেনে, তোমাকে প্রস্তুত কর্‌বার জন্য এসেছি, বৎস!

গান।

যে মহা পরীক্ষাক্ষেত্র এসেছে নিকটে তোমার।
সে মহাপরীক্ষা দিতে হও রে প্রস্তুত এবার।
ধৈর্য্যের কঠিন ডোরে,
বাঁধ রে হৃদয় জোরে,
রাখ শক্তি সঞ্চয় ক'রে
তরিতে সে ভীষণ পাথার।

বিভীষণ। মহাপুরুষ! গুরুদেব! সে মহা পরীক্ষা-সাগরে কি উত্তীর্ণ হ'তে পার্‌ব?

সাধক।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

অসম্ভব কি আছে ভবে,
কেন বৃথা চিন্তা তবে,
যাঁর দান তাঁরেই দেবে,
এই চিন্তা কর রে সার।

বিভীষণ। [স্বগত] তাঁরই দান বটে, তিনি না দিলে কেউ ত পায় না। তাঁর দান তিনিই নেবেন, তাঁকেই দেবো, গঙ্গাবারি দিয়ে গঙ্গাপূজা কর্‌ব, তাতে দুঃখ হবে কেন?

সাধক।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

মায়াময় এ সংসার,
তুমি কার কে তোমার,
কেবা পুত্র, কেবা মিত্র, কেবা কন্যা পরিবার।

বিভীষণ। কিন্তু মায়ার বন্ধন যে শক্ত বন্ধন, সে বন্ধন ছেদন কর্‌তে যে শক্তি—যে সাধনের প্রয়োজন, সে শক্তি—সে সাধন যে আমার নাই, গুরুদেব! সে কঠোর সাধন-পথে পুত্র আর পত্নীর মলিন মুখ দুখানি যে নিয়তই চক্ষুর উপরে ভাস্‌তে থাকে, প্রভু! এ মায়ার সংসারে সবই মায়া, মায়া দিয়েই সংসারটা ঘেরা আছে; সেই মায়াজালই জীবকে বদ্ধ ক'রে রেখেছে। এ কথা জান্‌লেও সেই বদ্ধ জীব আমরা, শোকে কাতর—বিপদে অধীর হ'য়ে পড়ি।

সাধক।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

বিবেক-অস্ত্র হস্তে ধর,
মায়ার বাঁধন ছেদন কর,
তবে হবে সাধন, টুট্‌বে বাঁধন, ঘুচ্‌বে মনের অন্ধকার।

বিভীষণ। একমাত্র গুরুকৃপা হ'লেই সে বিবেক-অস্ত্র ধারণ কর্‌তে বিলম্ব হবে না। যে গুরু-কৃপার বলে বিনা সাধনায় সেই সাধনের ধন রামচন্দ্রকে পেয়েছি, সেই কৃপা একবার, হে কৃপাময় মহাপুরুষ গুরুদেব! এই রাক্ষসাধম বিভীষণকে দিন্‌, আমি সেই মহাপরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আছি।

সাধক। বৎস! তোমার মনস্কামনা অপূর্ণ থাক্‌বে না, আমি এখন চল্‌লেম; আবার যথাসময়ে সাক্ষাৎ হবে।

গান।

ক্ষেপি, এবার খেল্‌লি ভাল।
অসি ছেড়ে ধনুক ধ'রে, কালী ছেড়ে হ'লি কাল।
ছিঁড়ে ফেলে মুক্তকেশে,
জটা বাকল পর্‌লি শেষে,
দৈত্য ছেড়ে অবশেষে
রক্ষঃ নাশে লক্ষ্য গেল।

অঘোর বলে কিসের তরে,
ধেয়ে এলি লঙ্কাপুরে,
(এমন) সোনার লঙ্কা শ্মশান ক'রে
বল্ না ক্ষেপি, কি সুখ হ'ল।

[প্রস্থান।

বিভীষণ। গুরুদেব অনুমতি ক'রে গেলেন, আমাকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'তে। এ মহাপরীক্ষা আমার কোন্ পরীক্ষা, সে কথা গুরুদেবের মুখে পরিষ্কার রূপে প্রকাশিত না হ'লেও আমার বুঝ্‌তে বাকী নাই। এবার তা' হ'লে তরণীই যুদ্ধে আস্‌ছে। সরমা স্বহস্তেই তরণীকে যুদ্ধ-সাজে সাজিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেবে সন্দেহ নাই। গর্ভধারিণী মা হ'য়ে যদি সরমা তরণীকে স্বহস্তে সাজিয়ে যুদ্ধে পাঠাতে পারে, তা' হ'লে আমি তার পিতা হ'য়ে তার যুদ্ধ কিংবা তার পরিণাম দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পার্‌ব না কেন? সরমা—মা হ'য়ে বীরপুত্রের বীরত্ব-গৌরবে একা একা গর্ব্ব অনুভব কর্‌বে, আর আমি পিতা হ'য়ে সে গৌরব অনুভব কর্‌ব না? নিশ্চয়ই কর্‌ব—নিশ্চয়ই পার্‌ব। কিন্তু এক সমস্যা, তরণী যে রামের প্রধান ভক্ত। তবে ভক্ত হ'য়ে ইষ্টদেবের অঙ্গে কিরূপে শর নিক্ষেপ কর্‌বে? আবার তরণী যদি একান্তই যুদ্ধে আসে, আর দয়ার আধার রামচন্দ্র যদি তরণীকে তাঁর ভক্ত ও আমার পুত্র ব'লে জান্‌তে পারেন, তা' হ'লে কি তরণীর অঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপ কর্‌বেন? কখনই না। সুতরাং আমার সেখানে কি কর্ত্তব্য? তরণীকে পুত্র ব'লে পরিচয় দেবো, না পুত্র-সম্বন্ধ গোপন কর্‌ব? কিন্তু তরণী যদি সে সম্বন্ধের কথা অপ্রকাশ না রাখে, তা' হ'লে? তাই ত! বড়ই কঠিন সমস্যা! দেখি—ঘটনা-স্রোত কি ভাবে কোথায় দাঁড়ায়। দয়াময়! ভক্ত বৎসল! ভক্তের এ মহাসমস্যা ভেঙে দিয়ো। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অশোক-কানন।

বামহস্তে সীতার কেশাকর্ষণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে খড়্গ
উত্তোলন করিয়া ক্রুদ্ধমূর্ত্তি রাবণের প্রবেশ।
উত্তোলিত খড়্গ ধরিয়া আলুথালু বেশে
মন্দোদরী প্রবেশ করিতেছিলেন।

সীতা। [সভয়ে ঊর্দ্ধকরে উচ্চৈঃস্বরে] কোথায়, প্রভু রঘুনাথ! রক্ষা কর—রক্ষা কর!

রাবণ। ছাড়, রাণি!
উৎপাতের চিরশান্তি করি।
[হস্ত ছাড়াইতে চেষ্টা]

মন্দোদরী। [অতিশয় দৃঢ়ভাবে দুই হস্তে খড়্গ ধরিয়া]
ক্ষান্ত হ'ন্, মহারাজ!
নারীহত্যায় মহাপাপ হবে।

রাবণ। হয় হ'ক্ মহাপাপ,
মহাপাপে না ডরে রাবণ।

মন্দোদরী। মহারাজ!
একে পর-নারী গৃহে আনি'
কি সর্ব্বনাশ ঘটালে দেখ না;
তাহে পুনঃ আজি

সেই নারীহত্যা করি'
আরো সর্ব্বনাশ ঘটাবে লঙ্কায়।
তাই বলি, রক্ষোনাথ!
পদে ধরি' করি এ মিনতি,
নারীহত্যা ক'রো না—ক'রো না।

রাবণ। মন্দোদরি! বুদ্ধিহীনা তুমি,
তাই মোরে নারীহত্যা হ'তে
কর নিবারণ।
তুমি জান না কি, রাণি!
সীতা লাগি' মজিল এ স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী?
সীতা লাগি' ভাই গেল,
পুত্র গেল—গেল বন্ধুগণ,
সীতা লাগি' সবংশে নির্ব্বংশ
হ'তে বসেছে রাবণ।
হেন সর্ব্বনাশী নারী বধি'
আজি ঘুচাইব লঙ্কার-কন্টক।
বধিলে সীতারে—
সীতা তরে প্রাণত্যাগ করিবে শ্রীরাম,
মরিবে রামের শোকে আপনি লক্ষ্মণ;
রাম-শোকে পলাইবে বানরের দল।
দূর হবে বিভীষণ—শত্রু কুলাঙ্গার,
লজ্জায় লঙ্কায় আর দেখাবে না মুখ,
বিনা যুদ্ধে হবে তবে অরাতি সংহার;
তাই বলি, হত্যা করি ডাকিনী সীতায়।

মন্দোদরী। কি বুঝাব তোমা আমি, রক্ষঃকুলমণি !
শোন নি কি তুমি,
নারী-নির্যাতন ফলে
কত মহা সর্ব্বনাশ ঘটেছে সংসারে ?
স্মর' মহারাজ !
শুম্ভ আর নিশুম্ভের কথা।
যবে নারী-কেশে ধরি'
উঠাইল বীর শুম্ভ আকাশের পথে,
পরক্ষণে কি সর্ব্বনাশ ঘটিল তাহার।
ওই এক নারী-নির্যাতনে
দৈত্যকুল একে একে
সমূলে নির্ম্মূল হ'ল।
তাই বলি, রক্ষঃপতি !
করি কৃতাঞ্জলি,
ছাড় কেশ, ছাড় অস্ত্র, রাখ মোর কথা।
যার নারী দাও তারে ফিরাইয়া এবে,
লঙ্কার হউক শান্তি ;
দূর হ'ক্ বৃথা রক্তপাত।
মিটে যাক্ যুদ্ধ-কোলাহল,
অবশিষ্ট যাহা আছে পুত্রগণ তব,
বারেক তাদের মুখ চাও, মহারাজ !

রাবণ। কি আশ্চর্য্য !
কেন তুমি না শোন বচন ?
জেনো মনে, রাণি !

শত শত মিথ্যা উপন্যাসে,
শত শত কল্পিত বচনে,
না পারিবে রোধিতে আমায়।
তাই বলি, ছাড় রাণি! হাত ছাড়।
বিলম্বে কার্য্যের হানি,
অবিলম্বে সীতা আমি করিব সংহার।
[হস্ত ছাড়াইয়া খড়্গ উঠাইলেন]
এইবার পাপীয়সী সীতা!
ডাক্ তোর রামে,
আসিয়া করুক রক্ষা সাধ্য যদি থাকে।

সীতা। রক্ষা কর—রামচন্দ্র! রক্ষা কর মোরে,
অভাগী জানকী মরে রাবণের করে।

মন্দোদরী। [তৎক্ষণাৎ রাবণের উত্তোলিত খড়্গ-সন্মুখে
মাথা পাতিয়া দিয়া]
বধি' আগে মোরে,
কর বধ পশ্চাতে সীতায়।

বেগে ভগ্নদূতের প্রবেশ।

ভগ্নদূত। মহারাজ! মহারাজ! ওদিকে মহাসর্ব্বনাশ উপস্থিত! দলে দলে বানরদল প্রাচীর অতিক্রম ক'রে পুরীমধ্যে প্রবেশ কর্ছে, আর যাকে পাচ্ছে—তাকেই আছাড় মার্ছে।

রাবণ। আচ্ছা, থাক্ আজ পাপীয়সী সীতা।
চল্, দূত! সত্বর সেথায়।

[বেগে দূত সহ প্রস্থান।

মন্দোদরী। রক্ষা হ'ল সীতা,
যাই আমি পশ্চাতে পশ্চাতে।

[প্রস্থান।

সীতা। [করযোড়ে সরোদনে]—

গান ।

কোথা মা ধরণী,　　এস গো জননি !
তনয়ারে কোলে তুলে নাও।
আর থাকিয়া মহীতে,　　পারি না সহিতে,
জননী গো দেখা দাও।
কাঁদ্‌তে ভবে পাঠিয়েছিলি,
কেঁদে কেঁদে হলেম কালি,
আর পারি না কাঁদিতে,　　কাঁদিতে কাঁদিতে
কি হয়েছি মা গো দেখে যাও।
বড় জ্বালায় জ্ব'লে, বড় ব্যথা পেয়ে,
ডাকে মা মা ব'লে, তোর দুখিনী মেয়ে,
আজি হইয়ে পাষাণী,　　রহিলে জননি,
ফিরে তাই বুঝি নাহি চাও।

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

লঙ্কা—রণক্ষেত্র-পথ।

অস্থিরভাবে যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে করিতে বেগে
ক্রোধে ও শোকে উন্মত্ত লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। ও—হো—হো—হো!
কি শুনি—কি শুনি, বাজিল অশনি,
বুক ভেঙে গেল—অস্থি চূর্ণ হ'ল,
না পারি সহিতে আর।
হৃৎপিণ্ড ফাটে, দেহ-গ্রন্থি টোটে,
ওঠে প্রাণে হাহাকার!
ক কিরি—কি করি, বুঝিতে না পারি,
কোথা ছুটে যাই, ভেবে নাহি পাই;
ঝাঁপ দিয়ে মরি জলধির জলে।
যাও বিশ্ব, আজি চূর্ণ হ'য়ে যাও,
রবি, শশী ডোব অনন্ত আঁধারে।
স্তব্ধ হও বায়ু, খস' তারাকুল,
শতধা বিদীর্ণ হও ব্যোমতল।
জগতের কর্ণ! হও রে বধির,
শুন না সে কথা এ বিশ্ব-সংসার।
থাকিতে জীবিত লক্ষ্মণ জগতে,
থাকিতে স্পন্দন লক্ষ্মণ-দেহেতে,
পাষণ্ড পিশাচ রাবণ দুর্মতি

কেশে ধ'রে টানে জননীরে মোর ?
থাকিতে করেতে মোর শর-শরাসন,
তীক্ষ্ণ খড়্গ ধরে পাপী বধিতে মায়েরে ?
ও—হো—হো—হো ।
ধরি যবে মাতৃ-কেশ টানিল বর্ব্বর,
না জানি তখন জননী আমার,
ত্রাহি ত্রাহি রবে ভীতা কুরবীর ন্যায়
কত না কাঁদিল হায় হইয়া অস্থির !
কত না ডাকিল ভয়ে, "কোথা রঘুনাথ !"
কত না ডাকিল মোরে, "কোথায় লক্ষ্মণ !"
কত না ডাকিল, "কোথা পবন-নন্দন !"
ছিঃ ছিঃ, ছিঃ ছিঃ !
না করিয়া প্রতীকার তার
এখনো জীবিত আছি ? ধিক্—
না—না—না, আর নাহি কাটাব সময়,
জ্যেষ্ঠের আদেশ নিতে নাহি অবসর ;
এই বাণ করিয়া সন্ধান,
এখনি সে লঙ্কাপুরে করিব প্রবেশ ।
পোড়াব এ শরানলে
লঙ্কা সহ দুর্ম্মতি রাবণে ।
যাই এবে উল্কা সম ছুটি ।
আরে আরে রাক্ষস-অধম !
দাঁড়া—দাঁড়া, যায় তোর যম ।

[বেগে শর-সন্ধান করিয়া যাইতে উদ্যত]

সহসা রাম ছুটিয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন
এবং দুইহস্তে লক্ষ্মণকে ধরিলেন।

রাম। লক্ষ্মণ রে! কোথা যাস্ ছুটে, ভাই?

লক্ষ্মণ। কোথা যাই—কোথা যাই?
জান নাই—শোন নাই কিছু?
যাই আমি লঙ্কা বিধ্বংসিতে।
আর্য্য! দেহ ছাড়ি মোরে,
দাঁড়াবার—শুনিবার নাহি অবসর।

রাম। ক্ষান্ত হও—স্থির হও, ধৈর্য্য ধর, ভাই!

লক্ষ্মণ। ক্ষান্ত হব—স্থির হব?
মায়ের আমার কেশে ধ'রে
টেনে লয় দুষ্ট দশানন।
বধিতে মায়েরে
তীক্ষ্ণ খড়্গ করে উত্তোলন;
শুনি এই ভীষণ বারতা,
ক্ষান্ত হ'য়ে—স্থির হ'য়ে রহিব নীরবে?
আর্য্য! পূজ্য তুমি লক্ষ্মণের,
তব আজ্ঞা বিনা,
কোন দিন কোন কার্য্য করে না লক্ষ্মণ।
কিন্তু আজ আমি নিতান্ত অস্থির;
না মানিব তব আজ্ঞা,
না শুনিব তোমার বচন,
না পালিব রণ-নীতি তব;

আগে যাই, বধি দশাননে
লঙ্কাপুরী করি ছারখার,
জননীরে করিয়া উদ্ধার,
তবে পুনঃ বন্দিব চরণ;
তবে আদেশ লঙ্ঘন পাপে
প্রায়শ্চিত্ত করিবে লক্ষ্মণ।
ওই যায়—ওই যায় সময় বহিয়ে,
ওই কাঁদে মা আমার, ধূলায় পড়িয়ে,
ওই কাঁদে মা আমার, 'রঘুনাথ' বলি;
ওই ডাকে মা আমার, কোথায় লক্ষ্মণ,
যাই—যাই—যাই আমি না পারি তিষ্ঠিতে।

[পুনঃ গমনোদ্যত]

রাম। শোন ভাই লক্ষ্মণ আমার!
করে ধরি কাঁদে রাম আজি,
চাহে ভিক্ষা তোর কাছে রাম,
রক্ষা কর্ রামের বচন।
হতভাগ্য মোরে—
ত্যজিয়াছে সকলে সংসারে।
তুই মাত্র ছিলি সহচর,
তুই মাত্র চিনেছিলি রামের হৃদয়;
সেই তুই প্রাণাধিক ভাই,
আজ যদি না রাখিস্ বচন আমার,
তা' হ'লে আজ, শোন্ রে লক্ষ্মণ!
এখনি ত্যজিব প্রাণ তীক্ষ্ণ শরাঘাতে।

রাম-দেহ লুটাক্ ধূলায়,
সহ্য কর্ রাম-শোক আজি।

[নিজবক্ষে শরাঘাতে উদ্যত।]

লক্ষ্মণ। [তৎক্ষণাৎ রামের ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া]
দাদা! দাদা! রক্ষা কর মোরে,
শরাঘাত ক'রো না বক্ষেতে,
ভাসায়ো না লক্ষ্মণে অকূলে।
এই আমি হইনু নিরস্ত,
না লঙ্ঘিব আজ্ঞা তব আর।

রাম। [ধনুঃশর সংযত করিয়া]
লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!
তুই মোর প্রাণের দোসর,
তুই বিনা নাহি কেহ মোর।
তোরে বুকে ধরি'
ঝাঁপ দিছি সংসার-পাথারে।
তুই মোর সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী ভাই।
তোর সম ভাই কারো মেলে না সংসারে।

লক্ষ্মণ। [রামের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে]
দাদা! দাদা! দাদা গো আমার!
আ-হা-হা-হা! দাদা বলি' ডাকি যবে,
কত তৃপ্তি, কত শান্তি পাই যে তখন,
কি বলিব—
প্রাণ খুলে বলিতে না পারি!
কার ছবি রাখিয়াছি প্রাণে,

কার মূর্ত্তি প্রাণে গাঁথা মোর,
কার চিন্তা, কার ধ্যান, কার উপাসনা
করি সদা দিবানিশি বসি ?
চিরি বুক দেখাইতে পারি
রাম-মূর্ত্তি আছে প্রতিষ্ঠিত ।
কিন্তু হায়, দাদা গো আমার !
ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে জানকীর কথা ।
পাশরিতে নাহি পারি—
দুখিনী মায়ের প্রতি
রাবণের ঘোর অত্যাচার !
কি যে ব্যথা, কি যে দুঃখ,
কি যে সেই মর্ম্মদাহ
সহেন জননী মোর অশোকের বনে,
ভাব দেখি, দাদা গো আমার !
রাম নাম বিনা যাঁর নাহি অন্য বোল,
রাম ধ্যান, রাম জ্ঞান, রাম ব্রত যাঁর,
শয়নে স্বপনে যাঁর,
রাম-চিন্তা বিনা কিছু জানে না মরমে ;
সরম-জড়িতা সেই রাম-গত-প্রাণা
কেমনে আছেন হায় রাক্ষস-ভবনে ?
তাই বলি, দয়াময় দাদা গো আমার !
পায়ে ধরি' করি কৃতাঞ্জলি,
একবার দাও অনুমতি,
উদ্ধারিয়া ল'য়ে আসি দুখিনী মায়েরে।

অদূরে বৃক্ষশাখা হস্তে ক্রুদ্ধ হনূমান্‌কে বিভীষণ এক-একবার ধরিতেছিলেন এবং হনূমান্ বিভীষণকে সজোরে ছিনাইয়া প্রবেশ করিতেছিলেন।

হনূমান্। [প্রবেশ পথ হইতে] স'রে যাও—স'রে যাও, ধ'রো না—ধ'রো না, আমি কিছুতেই শুন্‌ব না; আমি যাব—যাব—সেই অশোক-বনে যাব। দেখি, কেমন ক'রে দুষ্ট দশানন আমার মায়ের কেশ ধ'রে টানে? এত বড় যোগ্যতা—এত বড় ক্ষমতা? পবন-কুমার হনূমান্ বেঁচে থাক্‌তে তার মায়ের ওপর পাপিষ্ঠ রাক্ষসে অত্যাচার কর্‌তে যায়? আজ দেখ্‌ব, কত বড় রাবণ সে—কত বড় বীর সে—কত বড় যোদ্ধা সে। আজ তার এক সঙ্গে দশটা মাথা ছিঁড়ে এনে সমুদ্র-গর্ভে ছুঁড়ে ফেল্‌ব, আজ তার লঙ্কাটাকে টেনে এনে রসাতলে পাঠাব।

বিভীষণ। মারুতি! ভাই! স্থির হও, সময়ের অপেক্ষা কর; রাবণের কালপূর্ণ হ'তে আর বেশি দিন বাকী নাই। সেই কাল পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধ'রে অপেক্ষা কর; বিধির লিপি লঙ্ঘন ক'রো না।

হনূমান্। কি, অপেক্ষা? আরও অপেক্ষা? এখনও বল্‌ছ অপেক্ষা কর্‌তে? এতদিন কেবল রামচন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে অপেক্ষা ক'রে আস্‌ছি; কিন্তু—কিন্তু, বিভীষণ! আজ আর অপেক্ষা কর্‌ব না। আজ রাবণ সহ লঙ্কাটাকে একেবারে রসাতলে পাঠিয়ে দিয়ে আসি, তার পর অন্য কথা। আজ নিজে রামচন্দ্র এসে বাধা দিলেও শুন্‌ব না। ও-হো-হো! কি ভীষণ সংবাদ শুন্‌লেম! এ সংবাদ শোন্‌বার আগে আমার কেন মৃত্যু হ'ল না? তা' হ'লে আর এত যাতনা—এত কষ্ট ভোগ কর্‌তে হ'ত না। যাক্—সে চিন্তা কর্‌বার সময় এখন নয়; আগে

মাকে মাথায় ক'রে এনে রামের চরণে রাখি, তার পর আর কাজ! জয় রাম—জয় রাম। [কিঞ্চিৎ গমন]

বিভীষণ। [দুখানি হাত ধরিয়া গমনে বাধা দিয়া] মারুতি! ভাই! দুটি হাত জড়িয়ে ধরেছি, আমার কথা রক্ষা কর।

হনূমান্। বুঝেছি, তুমি সেই দুষ্ট দশাননের ভাই। আমি যাতে তাকে বধ না করি, তাই তোমার মত্‌লব। কিন্তু জান, রাক্ষস, এ হনূমানের কাছে তোমার সে সব চালাকি খাটবে না। এতদিন কেবল তোমাকে রামচন্দ্রের ভয়ে কিছু বলি নি; কেন না—সরলপ্রাণ প্রভুকে তুমি কপট-ভক্তি দেখিয়ে গলিয়ে ফেলেছ, সেইজন্য পাছে রামচন্দ্র প্রাণে দুঃখ পান্, তাই তোমাকে এতদিন কিছু না ব'লে ক্ষমা ক'রে আস্‌ছি। কিন্তু আজ যখন আমার মায়ের ওপর অত্যাচারকারী রাবণকে সংহার কর্‌তে যাচ্ছি, আর তুমি তাতে বাধা দিতে এসেছ, তখন আর তোমার ক্ষমা নাই! বিভীষণ! কপটী রাক্ষস! আয়—আগেই তোকে শেষ করি, তার পর রাবণকে শেষ কর্‌তে যাব। [বৃক্ষশাখা উত্তোলন]

রাম। লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! সর্ব্বনাশ হয় বুঝি! [তৎক্ষণাৎ রাম ও লক্ষ্মণ গিয়া হনূমান্‌কে ধরিলেন]

হনূমান্। ছেড়ে দাও, প্রভু! ছেড়ে দাও, লক্ষ্মণ! আমি আগে এই কপট রাক্ষসকে শেষ ক'রে দি'।

রাম। কর কি—কর কি, পবন-কুমার! ও যে আমার মিত্র বিভীষণ। একে বধ কর্‌তে উদ্যত হয়েছ কেন, বৎস?

হনূমান্। মিত্র নয়, প্রভু! এ তোমার পরম শত্রু, আজ আমি তোমার শত্রুকে সংহার করব।

রাম। সে কি, পবন-কুমার! যে নিজের পত্নী, পুত্র ও নিজের

সহোদর ত্যাগ ক'রে আমারই শরণাগত হ'য়ে আমারই ইষ্টচিন্তায় নিযুক্ত আছে, যার সাহায্য পেয়ে আমরা লঙ্কার প্রধান প্রধান বীরগণকে বধ কর্‌তে সমর্থ হয়েছি, তুমি আমার সেই পরম-হিতৈষী, সরল, ধাম্মিক মিত্র বিভীষণকে শত্রু ভেবে তাকে বধ কর্‌তে উদ্যত হয়েছ? ছিঃ, মারুতি, তোমার এ কার্য্য দেখে আমি বড়ই দুঃখিত হয়েছি।

লক্ষ্মণ। পবন-কুমার! ক্রোধ সংবরণ কর—রামচন্দ্রের বাক্য পালন কর; বিভীষণ যথার্থই আমাদের পরমবন্ধু। ঐ পরমবন্ধু বিভীষণ না থাক্‌লে যে, আমরা মাকে উদ্ধার কর্‌তে পার্‌ব না, বৎস!

হনূমান্। ও—আজ ঠাকুর লক্ষ্মণ, তুমিও দেখ্‌ছি ঐ কপট রাক্ষসের কপটতায় মুগ্ধ হ'য়ে পড়েছ! আচ্ছা—আমি তোমাদের কথায় এ রাক্ষসকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু এখনই আমি রাবণকে বধ ক'রে মাকে উদ্ধার কর্‌তে যাত্রা কর্‌ছি; এ সময়ে কেউ যেন আমাকে বাধা দিতে এসো না।

লক্ষ্মণ। শোন, বৎস! আমিও তোমার মত উত্তেজিত হ'য়ে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে উন্মত্তের ন্যায় রাবণকে সংহার কর্‌তে ছুটেছিলেম; কিন্তু আর্য্য রঘুনাথের কাতর বাক্য শুনে আমি এখন বিরত হয়েছি। তুমি যদি এখন রঘুনাথের বাক্য না শুনে রাবণবধের জন্য উত্তেজিত হ'য়ে গমন কর, তা' হ'লে আর্য্যের সে দুঃখের আর অবধিও থাক্‌বে না। তুমি আমি যে ঐ চরণেরই দাস—ঐ চরণেরই সেবক—ঐ চরণেরই ভক্ত-উপাসক। ঐ চরণ ভিন্ন বৎস, তোমার আমার যে আর কোন সম্বল—কোন বলই নাই, মারুতি! অতএব ঐ করুণার আধার, দয়ার সাগর রঘুপতি যাতে তুষ্ট থাকেন, আমাদের তাই করাই উচিত। রাবণের যা পাপের ফল, তা বোধ হয়, এখনও পূর্ণ হ'তে বাকী আছে। তাই

পাপিষ্ঠ আমাদের মায়ের কেশাকর্ষণ ক'রে অবশিষ্ট পাপটুকু পূর্ণ ক'রে নিয়েছে। এইবার তার সময় নিকট হ'য়ে এসেছে, শীঘ্র পাপিষ্ঠের ভবলীলা সাঙ্গ হবে। যদি রাবণ-বধের সময় এখন আমাদের হয়, তা' হ'লে রঘুপতি কখনই আজ অভাগিনী মায়ের দুর্দ্দশার কথা শুনে আমাদের রাবণ-বধে বাধা দিতেন না। আর ভেবে দেখ দেখি, বৎস, যিনি ইচ্ছা কর্‌লে চক্ষুর নিমেষে একটি মাত্র শরের সাহায্যে অমন কোটি কোটি রাবণকে সংহার কর্‌তে পারেন, তিনি কেন আজ রাবণ-বধ না ক'রে নিরস্ত থাকেন! এই সব দেখ্‌লেই মনে হয়, এই রাবণ-বধের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন অজ্ঞাত সূক্ষ্ম রহস্য নিহিত আছে। সময় উপস্থিত হ'লে আপনা হ'তেই সেই রহস্য-দ্বার উদ্ঘাটিত হবে। তাই বল্‌ছি, মারুতি, তাই বল্‌ছি, পবন-কুমার, রাবণ-বধ হ'তে নিরস্ত হও—সময়ের প্রতীক্ষা কর। আর্য্য রাম যাতে প্রাণে আঘাত না পান্‌ তাই কর। ঐ দেখ—তোমার আকস্মিক ভাব দেখে আর্য্য রামচন্দ্র ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে মর্ম্মাহত হ'য়ে নিঃশব্দে সজলনয়নে তোমার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, ভক্ত বিভীষণের উপর তোমার নির্দ্দয় ব্যবহারে বোধ হয়, ভক্তবৎসল রামচন্দ্র অতিশয় হৃদয়ে আঘাত পেয়েছেন! তাই বল্‌ছি, মারুতি! উত্তেজনা ত্যাগ কর, ঐ চরণ একবার দুই হাতে জড়িয়ে ধর, তা' হ'লেই দেখ্‌তে পাবে—ঐ স্পর্শ-মণির স্পর্শে তোমার সমস্ত ক্রোধ—সমস্ত সংশয় কোথায় চ'লে যাবে—ভক্তিতে হৃদয় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌বে—করুণায় প্রাণ গ'লে যাবে—ভাবে চিত্ত বিভোর হ'য়ে পড়্‌বে।

হনূমান্‌। [স্বগত] তাই ত! ঠাকুর লক্ষ্মণের কথা শুনে যে মনের ভাব ফিরে যাচ্ছে! সত্যই ত প্রভুর আমার কমলচক্ষু দুটি জলে ছল্‌ছল্‌ কর্‌ছে। তা' হ'লে সত্যসত্যই ত আমি প্রভুর প্রাণে

ব্যথা দিয়েছি। যাঁর চরণের রেণু হ'য়ে থাকৃতে পার্‌লে এই পশু-জীবন সার্থক মনে করি, সেই প্রাণের দেবতা আমার রঘুনাথের প্রাণে ব্যথা দিলাম? হায় হায়, কি করেছি! [প্রকাশ্যে করযোড়ে] প্রভু! প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর, আমি বনের বানর, কেবল তোমার দয়াতেই—তোমার কৃপাতেই তোমাকে পেয়েছি। হে দয়াল রাম! আমার সকল দোষ মার্জ্জনা কর। এই আমি তোমার পদতলে পতিত হলেম। [তথাকরণ] পতিতপাবন, কৃপাসিন্ধু রাম! কৃপা ক'রে পতিতকে পদতলে স্থান দাও।

সহসা ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম।—

গান।

স্থান পেয়েছ সেই পদতলে।
যাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল ফলে॥
যে পদ সাধনের তরে,
কত যোগী-ঋষি সাধন করে,
ভবে পাষাণী মানবী হয় রে,
যে পদ পরশের ফলে॥
ধরিয়ে যে পদ-তরী।
যায় জীব ভবসিন্ধু তরি'
অঘোর বলে এই ভব-বারি
তরিবি ওই তরীর বলে॥

রাম। [হনূমানের হস্ত ধরিয়া তুলিলেন] মারুতি! ওঠ, বৎস! জানকী উদ্ধারের জন্ত আর কোন চিন্তা ক'রো না, সময় হ'লেই সব হবে। সংসারে যখন যেটি হবার, তা হবেই; এ নিয়ম সে সেই বিধির বিধান। সুতরাং সেই বিধির বিধানের ব্যতিক্রম করা কখন

উচিত নয়; এ কথা ত অনেকবারই ঐ ধর্ম্মের মুখে শুন্‌তে পেয়েছ, বৎস!

হনূমান্। না, আর চিন্তা কর্‌ব না, আর কোন ভাবনা কর্‌ব না। আজ হ'তে সকল চিন্তা, সকল ভাবনা ঐ চিন্তামণির পদে সঁপে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্‌লেম। আজ ঐ পাদপদ্ম স্পর্শ ক'রে আমার সব ভুল ভেঙে গেছে। ভুল ভাঙ্‌বার মূল যে ঐ পাদপদ্ম, আজ এই বনের বানর হনূমান্ তা বেশ ক'রে জেনে নিয়েছে। [বিভীষণের প্রতি] ভাই বিভীষণ! পশুর উপর অভিমান বা রাগ ক'রো না, ভাই! আমি নিতান্ত পশুর অধম ব'লেই হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে তোমার প্রাণে বড় ব্যথা দিয়েছি, তার জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি; ক্ষমা কর, ভাই!

বিভীষণ। পবনকুমার! ভাই! তোমার সরল প্রাণের সরল উচ্ছ্বাসে রাগ কর্‌বার ত কিছুই নাই, ভাই! তুমি যখন যেটি কর, তখন সেটি তোমার ঐ সরল অকপট প্রাণ খুলে দিয়েই কর। তোমার প্রাণে ত কোন কৃত্রিমতার মালিন্য নাই, ভাই! ঐ সরলতার গুণেই—ঐ অকপট ভক্তির ফলেই তুমি ঐ ভবের কাণ্ডারীকে হৃদয়ে বাঁধ্‌তে পেরেছ। ইচ্ছা হয় যে, ভাই! জীবন ভ'রে তোমার কাছে ঐ অকপট অহৈতুকী সরল ভক্তি শিক্ষা করি।

রাম। চল, লক্ষ্মণ! চল, মিত্র! চল, বৎস! আর চলুন, ধর্ম্ম! আমরা ঐ সিন্ধুতীরে গিয়ে সান্ধ্য-সমীরণ সেবন ক'রে উন্মুক্ত প্রকৃতির শোভা-মাধুর্য্য সন্দর্শন করি গে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

সিন্ধু-তীর।

গীতকণ্ঠে ধীবরগণের প্রবেশ।

ধীবরগণ।—

গান।

বড় রুই কাৎলা ফেলেছি আজ জালে।
এখন বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল চল্ ঘরে সকলে।
সোঁ সোঁ রবে সাগর মাঝে উঠ্‌ল যখন ঝড়,
চিকুর হান্‌ল, বাজ ডাক্‌ল, ভাই রে যখন কড়্‌কড়া কড়্ কড়্,
ভাই রে পাহাড়ে ঢেউ উঠে তখন নাচ্‌ল তালে তালে॥
রুই কাৎলায় ঘাই মার্‌ছে,
ভাই রে ঘাই ছিঁড়ে যায় পাছে,
ঝাঁপ দিয়ে সব পড়্‌লাম ভাই রে ঢেউয়ের পাছে পাছে,
তখন হাঙ্গর, কামঠ, কুমীর মকর উঠ্‌ল পালে পালে॥

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

লঙ্কা—রাজসভা।

রাবণ ও সারণের প্রবেশ।

রাবণ। সারণ!
যে রাবণ একদিন দিগ্বিজয়-কালে
স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল করি' পরাজয়
ত্রিলোক-বিজয়ী নাম ধরেছিল ভবে,
ত্রিলোক-বিজয়ী সেই দশানন আজি
পরাজিত ক্ষুদ্র নর-বানরের করে!
এ যন্ত্রণা, এ লাঞ্ছনা, এই অপমান
না পারি সহিতে আর।
অসহ্য—অসহ্য জ্বালা জ্বলিছে হৃদয়ে,
জর্জ্জরিত মর্ম্মস্থল বৃশ্চিক-দংশনে!
হৃৎপিণ্ড ছিন্ন ভিন্ন, হায়!
কি করি উপায়?
কে যাইবে? কারে বা পাঠাব?
কে পারে আনিতে বল,
বাঁধি সেই ভিখারী রাঘবে?
হেন বীর কে আছে লঙ্কায়,
পারে যুদ্ধে জিনিবারে
সেই শ্রীরাম-লক্ষ্মণে?

ভাল, কোথা ইন্দ্রজিৎ,
ডাক তারে ত্বরা,
পাঠাইব সমরে তাহারে।

সারণ। মহারাজ!
দূতমুখে পাইনু সংবাদ,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে আছেন কুমার।
প্রতিজ্ঞা তাঁহার—
না করিয়া যজ্ঞ সমাপন,
পশিবে না রণক্ষেত্রে কভু।
এ সংবাদ মহারাজে করিতে জ্ঞাপন,
করেছেন আদেশ আমায়।

রাবণ। দূর হ'ক্ পাপ-কুলাঙ্গার,
চাহি না তাহারে আমি।
চাহে না রাবণ কভু
হেন মূর্খ কুলাঙ্গারে।
কি কাজ অপরে,
যাব আমি নিজেই সমরে।
দাও ডঙ্কা লঙ্কাপুরী মাঝে,
শঙ্কাহীন যে যে বীর আছে,
ছোট বড় সাজি সব চলুক্ সমরে।

সহসা উন্মাদিনী প্রচণ্ডার প্রবেশ।

প্রচণ্ডা। কৈ, রাজা! দাও—আমার পুত্র কুম্ভ-নিকুম্ভকে ফিরিয়ে দাও। [কিঞ্চিৎ চাহিয়া থাকিয়া] বাঃ—রে, দিলে না? তুমি কেমন ধারা রাজা? আমি যে তোমার কাছে কুম্ভ-নিকুম্ভকে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলাম: তবে দিচ্ছ না কেন? দাও—আমার গচ্ছিত রত্ন আমার হাতে ফিরিয়ে দাও। ও কি! উত্তর নাই যে! কারণ কি? ব্যাপারটা কি? রাজা হ'য়ে পরের গচ্ছিত জিনিষ তুমি ফিরিয়ে দিতে চাও না? এ অন্যায়ের বিচার তবে কে কর্‌বে, রাজা? [ঊর্দ্ধ-দিকে চাহিয়া] ওগো—কে আছ গো বিচারকর্ত্তা! ঐ আকাশের ওপর ব'সে? এস—নেমে এস—বিচার কর; রাজা আমার স্বামীকে অকালে নিদ্রা ভাঙিয়ে মেরে ফেলেছে, তার পর আমার দু'টি শিশু-পুত্র ছিল, তাও রাজা এই অনাথা বিধবার বুকের মধ্য থেকে টেনে বার্ ক'রে নিয়ে বলিদান দিয়েছে; তার বিচার কর—বিচার কর—

রাবণ। [সারণের প্রতি] এ অবস্থায় কোনও পরিচারিকা সঙ্গে থাকে না কেন?

প্রচণ্ডা। পরিচারিকা? কেন? কি হবে? আমি ত তোমার রাঁড়ী স্বর্পণখা নই যে, পাহারা দেবে? আমি যে তোমার পতিব্রতা ভ্রাতৃবধূ; যাকে তুমি বিধবা সাজিয়েছ—যাকে তুমি পুত্রহীনা করেছ।

রাবণ। সারণ! সারণ! অন্তত্র সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা কর।

প্রচণ্ডা। কোথাও যাব না, রাজা! এই রাজসভাতেই দাঁড়িয়ে থাক্‌ব। যতক্ষণ আমার কুম্ভ, নিকুম্ভকে এনে না দেবে, ততক্ষণ প্রচণ্ডা এক পা-ও এখান থেকে নড়্‌বে না।

সারণ। কি উপায় কর্‌ব, মহারাজ ?

প্রচণ্ডা। কোন উপায় কর্‌তে হবে না; কেবল আমার কুম্ভ-নিকুম্ভকে এনে দাও, তা' হ'লেই চ'লে যাব! আমার বাছা দুটিকে পাখীর ছানার মতন ডানার মধ্যে ঢেকে, এই লঙ্কা ছেড়ে সমুদ্রের পারে চ'লে যাব।

সারণ। মা!

প্রচণ্ডা। উঁ—হুঁ! ও হচ্ছে না, সেরূপ মিষ্টি হচ্ছে না, ভাল ক'রে তাদের মতন মিষ্টি সুরে ডাক্।

সারণ। যাও, মা! অন্তঃপুরে যাও; এ রাজসভা, এখানে পুর-মহিলাদের আস্‌তে নাই।

প্রচণ্ডা। না—যাব না, তারা আস্‌বে—এখানেই আমাকে নিতে আস্‌বে; তার পর তাদের সঙ্গে চ'লে যাব। আমি অনেকদিন তাদের চাঁদমুখ দেখি নি, অনেকদিন তাদের মুখের মা ডাক্ শুনি নি। যেদিন তাদের দুটিকে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে রাজার হাতে হাতে দিয়ে গেছি, সেদিন থেকে আর তাদের দেখি নি। রাজা তাদের চুরি ক'রে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। ও যে চোরা রাজা, ও যে পরের নারী চুরি ক'রে এনে এনে ঘর বোঝাই করেছে, তার ফল ফল্‌বে না—শাস্তি হবে না? হবে—নিশ্চয়ই হবে; চার পোয়া পাপ পূরে এসেছে। সব যাবে—সব যাবে, বংশে বাতি দেবার আর কেউ থাক্‌বে না। আমার মতন, মন্দোদরী একদিন বিধবা সেজে—পুত্রহারা হ'য়ে এইরূপ ক'রে বুক চাপ্‌ড়ে মর্‌বে। [তথাকরণ] হাঁ—ঠিক হবে। সতীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের আগুন জ্ব'লে উঠেছে, আর রক্ষা নাই, রাজা, আর উদ্ধার নাই, রাজা! ঐ যে—ঐ যে, সর্ব্বনাশের আগুন জ্ব'লে উঠে লক্ লক্ শিখায় এইদিকে আস্‌ছে! এই সময়ে দাও, রাজা, আমার কুম্ভ,

নিকুম্ভকে এই সময়ে এনে দাও, রাজা, এর পর আর সময় পাবে না। কি—দেবে না? দেবে না? মুখ ঢাক্‌লে? ঢেকো না—ঢেকো না, রাজা! এই দেখ তবে—[সহসা বস্ত্রমধ্য হইতে ছোরা বাহির করিয়া নিজবক্ষে বিদ্ধ করিতে লাগিল এবং রক্তধারা ছুটিতে লাগিল]

রাবণ। [ব্যস্ত হইয়া] সারণ! সারণ! [তৎক্ষণাৎ সারণ গিয়া পশ্চাতে ধরিল এবং সারণের বক্ষে চিৎ হইয়া প্রচণ্ডা ঢলিয়া পড়িল]

প্রচণ্ডা। আর সারণ!

[প্রচণ্ডার বক্ষে মুষ্টিবদ্ধ ছোরা বিদ্ধ হইয়া রহিল, সারণ ধরিয়া পশ্চাৎপদ হইয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল]

প্রচণ্ডা। উঃ—উঃ! গেলাম! বাবা কুম্ভ, নিকুম্ভ রে! দাঁড়া বাবা! [এইরূপ বলিতে বলিতে পূর্ব্ববৎ সারণ লইয়া প্রস্থান করিল]

রাবণ। [ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে থাকিয়া উত্তেজিত ভাবে] না—যাক্—সব যাক্—কোন দৃক্‌পাত কর্‌ব না। আজ হ'তে রাবণের হৃদয়ে শোক, দুঃখ, কষ্ট এ সব কিছুই থাক্‌বে না। লঙ্কা শ্মশান হ'য়ে যাক্। অবশিষ্ট যে পুত্রেরা আছে, তারা এখনই আমার সম্মুখে মৃত্যুর কোলে ঢ'লে পড়ুক্, কিছুতেই বিচলিত হব না। কেবল যুদ্ধ চাই—যুদ্ধ চাই। [উঠিয়া দ্রুত পদচারণা করিতে লাগিল]

সারণের পুনঃ প্রবেশ।

সারণ। দেবীর দেহ প্রাণশূন্য হয়েছে, মহারাজ!

রাবণ। বেশ হয়েছে, কোন ক্ষতিবোধ করি না। কিন্তু কেবল যুদ্ধ চাই—যুদ্ধ চাই।

সারণ। বিশেষ কথা স্মরণ হয়েছে, এতক্ষণ মনে আসে নাই, মহারাজ!

রাবণ। কি?

সারণ। মহারাজ যে কুমার তরণীকে যুদ্ধে পাঠাবার জন্ত ডেকে পাঠিয়েছিলেন ?

রাবণ। পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু কৈ, এল কৈ ?

সারণ। হাঁ, মহারাজ ! এসেছিলেন, কিন্তু আপনি তখন রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে পুনরায় আস্‌ব ব'লে চ'লে গেলেন।

রাবণ। আচ্ছা—ফের্ ডাক। [উপবেশন]

সারণ। আর ডাক্‌তে হবে না, ঐ যে কুমার আস্‌ছেন।

ধীরে ধীরে তরণীর প্রবেশ।

তরণী। [প্রণামান্তে] আমায় ডেকেছেন, মহারাজ ! তাই আমি এসেছি ; বহুক্ষণ পূর্ব্বে আর একবার এসে ফিরে গেছি।

রাবণ। হুঁ—তা শুনেছি।

তরণী। এখন কি অনুমতি হয় ?

রাবণ। যুদ্ধে পাঠাব, যুদ্ধে যেতে হবে।

তরণী। তাই যাব, মহারাজ !

রাবণ। অগুই—

তরণী। তাই হবে, মহারাজ !

রাবণ। এখনই—যাও, তবে প্রস্তুত হও গে। [তরণী প্রণামান্তে যাইতেছিলেন] দাঁড়াও, তরণী ! কথা আছে।

তরণী। [ফিরিয়া আসিয়া] আদেশ করুন।

রাবণ। কথাটা অপর কিছুই নয়, তবে তোমাকে কিছু রূঢ় শোনাবে ; কিন্তু বাধ্য হ'য়ে বল্‌তে হচ্ছে। তুমি জান যে, তোমার পিতা এখন আমার পরম শত্রু ও রাজদ্রোহী ? তারই

রাজদ্রোহিতায় ও শত্রুতায় আমার লঙ্কার আজ এই দুর্গতি? [তরণী মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন] লঙ্কার গুপ্ত সন্ধান আর গুপ্ত সংবাদ সমস্তই তোমার পিতা শত্রুপক্ষের নিকটে প্রকাশ ক'রে দেয়। তুমি যখন তার পুত্র, তখন সে তোমাকে এ যুদ্ধে যেতে নিষেধ করতেও পারে; করতে পারে কেন—নিশ্চয়ই করবে। তখন তুমি তার পুত্র হ'য়ে পিতৃবাক্য উপেক্ষা ক'রে যুদ্ধ করতে পারবে কি—না?

তরণী। মহারাজ! আমার যতদূর বিশ্বাস ও ধারণা, তাতে নিশ্চয়ই বোধ হয় যে, পিতা আমাকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করবেন না।

রাবণ। কেন? কারণ?

তরণী। কারণ—পিতা জানেন যে, আমি যখন রাজ-অন্নে প্রতি-পালিত আর মহারাজেরই অনুগ্রহপ্রার্থী হ'য়ে লঙ্কাপুরে বাস করছি, তখন আমাকে আমার কর্ত্তব্য হ'তে পিতা কিছুতেই বিচ্যুত করতে চেষ্টা করবেন না।

রাবণ। তুমি বালক, তাই তুমি পিতৃ-গৌরব রক্ষার জন্য ঐ কথা বলছ। কিন্তু তোমার পিতার চরিত্র ও কার্য্য-কলাপ যদি বিবেচনা ক'রে দেখতে, তা' হ'লে ও কথা সাহস ক'রে বলতে পারতে না!

তরণী। মহারাজ! আমি বালক হ'লেও পিতার চরিত্র বিশেষ-রূপেই অবগত আছি।

রাবণ। যাক্, তোমার সঙ্গে তর্ক নিষ্প্রয়োজন। তোমার জননীও কি এ যুদ্ধে যেতে অনুমোদন করবেন?

তরণী। তিনি পূর্ব্বেই করেছেন।

রাবণ। নিতান্তই নির্ব্বোধ বালক দেখ্‌ছি। শেষ কথা হচ্ছে—তুমিই যে আমার পক্ষ হ'য়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, বিশ্বাস কি?

তরণী। মহারাজ! সে উত্তর দিতে তরণী জানে না।

রাবণ। আত্মাভিমানও—দেখ্ছি, পূর্ণমাত্রায়ই আছে; সে যাক্—আমি তাতে অসন্তুষ্ট নই, বরং তাতে পরম সন্তুষ্ট; কেননা—আত্ম-সম্মান—আত্মাভিমান, এ সব বীরহৃদয়ে থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় যে, তোমার পিতার সে জ্ঞান কিছুমাত্রও ছিল না; সে জ্ঞান থাক্‌লে কি সে মূর্খ কখনও নিজের স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, এ সব পরিত্যাগ ক'রে নিশ্চিন্ত মনে শত্রুর পদতল লেহন কর্‌তে পার্‌ত?

তরণী। মহারাজ! আমি এখন যেতে পারি?

রাবণ। পিতৃনিন্দা শুন্‌তে পার্‌ছ না, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি; কিন্তু কি কর্‌ব, মূর্খটার কথা যখনই স্মৃতিপথে উদয় হয়, তখনই ক্ষোভে ক্রোধে, লজ্জায় ঘৃণায় আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হ'তে থাকে। আচ্ছা—যাক্, তোমাকে আমি শেষে একটি কথা মাত্র ব'লে ক্ষান্ত হব।

তরণী। [অবনতমস্তকে] বলুন।

রাবণ। শেষ বক্তব্য এই—যদি তুমি তোমার প্রতিপালক অন্নদাতা রাজার আদেশ প্রতিপালন ক'রে নিজের কৃতজ্ঞতা ও কর্ত্তব্য রক্ষা কর্‌তে চাও, জন্মভূমির মর্য্যাদা ও দেশ-মাতৃকার পূজা ক'রে যথার্থ রাবণের বংশধর ব'লে পরিচয় দিতে চাও, তা' হ'লে—তা' হ'লে, তরণী! এখনই যুদ্ধ-যাত্রা কর; নতুবা আজ তোমার মাতা ও স্ত্রীকে নিয়ে পিতৃপথ অনুসরণ কর্‌তে পার। এই দুই পথের যেটি ইচ্ছা, বেছে নিতে পার।

তরণী। বিভীষণ-পুত্র তরণী কখন সত্যের লঙ্ঘন করে না, মহারাজ! আমি যুদ্ধ করাই স্থির করেছি।

রাবণ। তা' হ'লে পিতৃগৌরবের হাস্যময় পরিচয় না দিয়ে প্রয়োজনীয় সৈন্যসহ যুদ্ধে যাত্রা কর্‌তে পার; আর আমার অন্য বক্তব্য নাই।

তরণী। [অবনতমস্তকে প্রণাম করিল] [প্রস্থান।

রাবণ। সারণ!

সারণ। আজ্ঞা করুন।

রাবণ। কি বুঝ্‌লে?

সারণ। কুমার যুদ্ধই কর্‌বেন।

রাবণ। হাঁ—তা আমিও জানি, তরণী যে সত্যের লঙ্ঘন করে না, এ বিশ্বাস আমার যথেষ্টই ছিল; বিশেষতঃ তরণী একজন অসাধারণ বীর—রাজভক্ত ও সর্ব্বাপেক্ষা কর্ত্তব্যপরায়ণ, তাই আমি এতক্ষণ বেশ ক'রে তরণীকে পরীক্ষা কর্‌ছিলাম।

সারণ। তবে একটা সমস্যা আছে, মহারাজ!

রাবণ। তুমি যা বল্‌বে, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, সারণ! যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পুত্র তরণীকে দেখে পিতা বিভীষণ তখন কোন্ পথ ধর্‌বে? পুত্রকে বাঁচাবার চেষ্টা কর্‌বে, না পুত্রবধের ষড়্‌যন্ত্র ক'রে রামের মনস্তুষ্টি সাধন কর্‌বে? কেমন—এই কথা ত?

সারণ। আজ্ঞে হাঁ, মহারাজ!

রাবণ। কার্য্যক্ষেত্র ভিন্ন সে মীমাংসা করা এখন সম্ভব হবে না। তবে যে তরণীকে যুদ্ধে পাঠিয়ে বিভীষণের পক্ষে একটা মহা সমস্যা এনে দিয়েছি, তাতে আর সন্দেহ নাই। দেখি—মূর্খ কুলাঙ্গার আজ কি উপায় অবলম্বন করে। হয় পুত্রবধের ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হ'তে হবে, নতুবা রামের আশ্রয় ত্যাগ কর্‌তে হবে। এতদিনে কুলাঙ্গারের শিক্ষার সময় উপস্থিত হয়েছে। যাক্—আর এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন নাই; এখন চল, যাতে তরণী যুদ্ধ-যাত্রা করে, তার আয়োজন করি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

লঙ্কা—রাজপথ।

যোদ্ধৃবেশে রক্ষোবালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ।—

গান।

আমরা সব যুদ্ধে যাব, যুদ্ধে যাব।
সাজ্-সাজ্-সাজ্, ছাড়ি সব কাজ,
বীরদাপে লঙ্কা কাঁপাব কাঁপাব।
দিয়াছেন আজ্ঞা লঙ্কা-অধিপতি,
তরণী মোদের হবে সেনাপতি,
আজি বধিব, ভেদিব যতেক অরাতি,
শত্রুর শোণিতে মেদিনী ভাসাব।
বাঁধিয়ে আনিব ঘরপোড়াটায়,
পুড়িয়ে মারিব শেষে সে বেটায়,
বাঁচাব লঙ্কায় সকল ল্যাঠায়,
মার্ মার্ মার্ রবে গগন ফাটাব॥

[প্রস্থান।

রসমাণিক্যের প্রবেশ।

রসমাণিক্য।—আজ তরণীর পালা। এ পালায় বড় মজা আছে দেখ্‌ছি! এর বিদায় থেকে শেষটা পর্য্যন্ত হাঁ ক'রে—কান পেতে—চেয়ে থাক্‌তে হবে। অদূরে বৌয়ের কাছে যাদুর বিদায় নিতে হবে, স্নেহময়ী মায়ের কাছে বাছাধনের বিদায় নিতে হবে, আবার পিতার

বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজের ইষ্টদেবের সঙ্গে বাপ্ধনের যুদ্ধ কর্তে হবে। হাঁ—ব্যাপার গুরুতর! বীর-করুণ-প্রেম-ভক্তির তরঙ্গ একসঙ্গে উছ্লে উছ্লে উঠ্বে। হাস্য-ব্যঙ্গ-টিট্কারী কোন্ পথে পালাবে, তার পথ পাবে না। আজ লঙ্কার যুদ্ধে একটা নূতন রকমের দৃশ্য জ'মে উঠ্বে! স্বর্গের দেবতারা যে যার বাহন নিয়ে আকাশপথে এসে অপেক্ষা কর্ছেন। যক্ষ রক্ষ, গন্ধর্ব্ব কিন্নর, সকল দলই এসে হাজির হয়েছেন। বুড়ো হাবড়া, জোয়ান মদ্দ, ছেলে ছোক্রায় আজ রণ-স্থলের চারপাশ ছেয়ে ফেলেছে! বুড়োর দল কেঁদে মাটী ভেজাবে, জোয়ান মদ্দের দল যুদ্ধ দেখে "থ" হ'য়ে যাবে, আর ছেলে-ছোক্রার দল ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাক্বে, আর ছ্যাব্লাগুলো যেমন ক'রে থাকে, তেমনি ক'রে যাবে; আর যে সব বিদ্যাধরীরা আছেন, তাঁদের শিকার ধরা চক্ষুগুলি কিছুক্ষণের জন্য যে, শিকার ফেলে সজল হ'য়ে আস্বে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমি রসমাণিক্য, আমার সেই রসিকা নাকেশ্বরী সুন্দরীর কাছ থেকে কিছুক্ষণের জন্য বিদায় নিয়ে, একবার শেষ পালাটার শেষ ব্যাপারটা দেখে যেতে হবে; নৈলে স্থির হ'য়ে থাক্তে পার্ব না। শ্রীমান্ তরণীর পালা আজকের মধ্যে শেষ হ'লেই শ্রীমান্ মেঘনাদের পালা, তার পর মহীরাবণ, তার-পর স্বয়ং দশানন, ব্যস্! তা' হ'লেই মিটে গেল, আমার কাজ ফুরিয়ে যায়; নাকেশ্বরী রাগিণীর হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারি। যাই—দেখি গে, অন্তঃপুরে আজ বিষাদের পালা কেমন জ'মে উঠেছে।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

লঙ্কা—অন্তঃপুর, সরমার কক্ষ।

ধীরে ধীরে সরমার প্রবেশ।

সরমা। [চিন্তিত মনে কিঞ্চিৎকাল নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া] হায়! আমি কি—মা? মায়ের স্নেহ—মায়ের কোমলতা কি আমার হৃদয়ে আছে? থাক্‌লে কি আজ হাস্‌তে হাস্‌তে তরণীকে যুদ্ধে বিদায় দেবার জন্য প্রস্তুত হ'তে পার্‌তেম? আমাতে যদি কিছু মাতৃত্ব থাকৃত, তা' হ'লে কি এতদিন ব'সে ব'সে মাতৃস্নেহ—মাতৃকরুণা, যা কিছু সঞ্চিত ছিল, তাকে দুই হাতে মুছে ফেলে দিয়ে আজ পাষাণময়ী সেজে বস্‌তে পার্‌তেম? না—কিছুতেই না। আমি যেমন রাক্ষসী, তেমনি রাক্ষসী। রাক্ষসীর প্রাণ যেমন হওয়া উচিত, আমারও তাই হয়েছে। হায়, তরণী! তোমার মত হতভাগ্য বুঝি জগতে আর কেহই নাই। পিতা থাকৃতে তুমি পিতৃ-স্নেহে বঞ্চিত, মাতা থাকৃতে তুমি মাতৃহারার ন্যায় অনাথ। তুমি যে কত দুর্ভাগ্য তরণী, তা ব'লে শেষ করা যায় না! তোমার পিতা যিনি, তিনি—তোমার কিসে মৃত্যু হয়, তার জন্য একদিকে ষড়্‌যন্ত্র কর্‌তে ব্যস্ত; আর মাতা আমি, আমিও তোমাকে জেনে-শুনে সেই মৃত্যুর কোলে পাঠাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছি। জগতে যা কেউ কখনও দেখে নি—শোনে নি—এ তাই, পিতা মাতা দু'দিক্ হইতে দু'জনে স্নেহাস্পদ পরমসুন্দর মূর্ত্তি পুত্রের মৃত্যু কামনা কর্‌ছে! রাক্ষসের পুত্র হ'লে এইরূপই হ'য়ে থাকে বটে! যাক্—আর সে চিন্তা এখন নিষ্ফল। রাক্ষসী এখন তার স্বধর্ম্মই পালন কর্‌বে; ঐ যে গুরুদেব আস্‌ছেন।

ধীরে ধীরে গীতকণ্ঠে সাধকের প্রবেশ।

সাধক ।—

গান ।

কেন ভাবনা,   কিসের ভাবনা,
ভাবিস্ রে তোরা।
মিছে ভাবনায় ভেবে মরে
তোদের মতন পাগল হয় যারা॥
যে গড়ে সে ভাঙ্ছে ব'সে,
গড়া-ভাঙার কর্ত্তা রে যে সে,
তোরা কে বল্,   তোরা কেবল
মিছে হ'স্ রে ভেবে সারা॥
এসেছিলি যখন সংসারে,
সঙ্গে আন্তে কি পেরেছিলি বল্ দেখি কারে,
অঘোর বশে,   বুঝ্তে পারলে
দশা কি হায় হয় এমন ধারা॥

সরমা। গুরুদেব! [প্রণাম]

সাধক। [মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিয়া] প্রস্তুত হ'তে পেরেছিস্, মা?

সরমা। প্রভুর কৃপায় বোধ হয়, পেরেছি।

সাধক। তুই যে পার্বি, সে বিশ্বাস আমার গোড়া হ'তেই ছিল, তবে মাঝে মাঝে যে দুর্ব্বলতা দেখা দেয়, ওটা সংসারবাসীর নিতান্তই স্বাভাবিক। তার জন্য কোনও চিন্তা কর্বার কারণ নাই।

সরমা। একমাত্র গুরুপদ ভরসাই আমার বল ও সম্বল। আশীর্ব্বাদ করুন—যেন শেষ পর্য্যন্ত স্থির ও অচঞ্চলভাবে কাজ ক'রে যেতে পারি। যেন মাতৃস্নেহের দুর্ব্বলতাটুকু এসে একটুও বাধা দিতে না পারে।

সাধক। সে ভয় তোর নাই, মা! সে "মা" তুই ন'স্, মা! তোর মত কর্ত্তব্যপরায়ণা মা জগতে নিতান্তই দুর্লভ। আজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পার্‌লে জগতের মাতৃগণের মধ্যে একটা যুগান্তর উপস্থিত ক'রে যাবি। মা! তোর এই মোহনীয় আদর্শে ভবিষ্যৎ জগতের বীরমাতৃগণ একদিন তোরই মতন হাস্‌তে হাস্‌তে পুত্রকে যুদ্ধে বিদায় দিতে শিক্ষা কর্‌বে।

সরমা। শেষের কর্ত্তব্য কি, গুরুদেব?

সাধক। সে কথা আমার কাছে শোন্‌বার প্রয়োজন নাই, মা! যে বিশ্বহিতের জন্য তোর এই আত্মবলির উদ্‌যোগ, তিনি তোকে দিয়ে, মা, তাঁর নিজের হিত-ছলে জগতের হিতসাধন আর তোর অভূতপূর্ব্ব আত্মবিসর্জ্জন করিয়ে নিতে বসেছেন। সময় হ'লে তিনিই তখন তোর সে শেষের কর্ত্তব্য দেখিয়ে দেবেন, মা! আমি চল্‌লেম এখন, যথাসময়ে যথাস্থানে দেখা হবে।

গান।

তোমার খেলা তুমিই জান রাম।
তুমি কর্ম্মসূত্রে বেঁধে জীবে খেল্‌ছ ব'সে অবিরাম।
কেন বা এ সীতাহরণ,
কেন বা সাগর-বন্ধন,
কেন বা এ রাবণ নিধন,
কে বোঝে তার পরিণাম?
আজি তরণী তারিতে হরি,
এনেছ ত পদতরী,
তবে কেন হ'য়ে অরি,
আজ বধিবে তায় বল রাম।

[প্রস্থান।

ধীরে ধীরে রামনামাঙ্কিত দেহে

তরণীর প্রবেশ।

তরণী। [সরমাকে প্রণামান্তে] মা! আশীর্ব্বাদ কর।

সরমা। আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, বৎস! তুমি রামপদে শান্তিলাভ কর।

তরণী। যুদ্ধে যাবার সময়ে জয়লাভের আশীর্ব্বাদ না ক'রে ও আশীর্ব্বাদ কর্‌লে কেন, মা?

সরমা। তুমি ত যুদ্ধে যাবার সাজে আস নি, বাছা!

তরণী। এ সাজে গেলে কি যুদ্ধ কর্‌তে পার্‌ব না, মা?

সরমা। তুমি পার্‌লেও রামচন্দ্র ত তোমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বেন না, তরণী!

তরণী। কেন, মা?

সরমা। তোমাকে তাঁর ভক্ত ব'লে জান্‌তে পার্‌লে আর তিনি অস্ত্রধারণ কর্‌বেন না, বাবা!

তরণী। বেশ হবে, মা! তিনি অস্ত্র না ধর্‌লে ত সহজেই তাঁকে জয় কর্‌তে পার্‌ব।

সরমা। তরণী! তুমি এত কাপুরুষ? [কোপদৃষ্টে চাহিলেন]

তরণী। কার কাছে পুরুষকার দেখাতে যাব, মা?

সরমা। কেন, রামচন্দ্রের কাছে—মহারাজ লঙ্কেশ্বরের শত্রুর কাছে।

তরণী। তিনি যে আমার ইষ্টদেব, তা ত তুমি জান।

সরমা। তা' হ'লে যুদ্ধে যাবার এ অভিনয় দেখান কেন? গৃহে ব'সে যেমন প্রতিদিন তাঁর চরণ পূজা ক'রে থাক, তাই-ই কর।

তরণী। গৃহে ত তাঁর প্রকৃত মূর্ত্তি পাই নে, মা! কেবল কল্পিত

মূর্ত্তিকেই পূজা ক'রে থাকি ; আর সেখানে গেলে যে, তাঁর প্রকৃত মূর্ত্তি পূজা কর্‌তে পার্‌ব, মা !

সরমা। [বিরক্তিব্যঞ্জকভাবে] ও—তা' হ'লে যুদ্ধযাত্রা তোমার একটা ছলনা মাত্র—মহারাজ দশাননের সঙ্গে প্রতারণা করা মাত্র? তা' হ'লে যুদ্ধে যাবার ভাণ দেখিয়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছ? কাপুরুষ পুত্র! তুমি এখনই দূর হও—আমার নিকট থেকে। সরমা এমন কাপুরুষ কপট পুত্রের মুখও দর্শন করে না। [মুখ ফিরাইলেন]

তরণী। [স্বগত] ধন্য মা তুই, আর সার্থক পুত্র আমি যে, তোর গর্ভে স্থানলাভ কর্‌তে পেরেছিলাম !

সরমা। [সক্রোধে] ছিঃ! আমি এমন পুত্রকেও গর্ভে স্থান দিয়েছিলাম! এখনও সে কাপুরুষ, হেয়, নীচ, কুলাঙ্গার পুত্রের মুখে 'মা' ডাক্ শুন্‌তে হচ্ছে? সরমার এ হ'তে আর ঘৃণার কথা কি আছে? ওঃ—পুত্র হ'য়ে আজ আমার মাথা হেঁট ক'রে দিলে !

তরণী। মা! মা! অধম পুত্রকে আজ ক্ষমা কর, মা! আমি ভুল ক'রে তোমাকে পরীক্ষা কর্‌তে গিয়েছিলাম, আমি আমার বীর-মাতাকে ভুল ক'রে সন্দেহ করেছিলাম, তার জন্য আমার সহস্র অপরাধ হয়েছে, জননি! আমাকে তুমি ক্ষমা কর, মা! আমি এখনই আনন্দের সহিত রণসাজে সজ্জিত হ'য়ে যুদ্ধ-যাত্রা কর্‌ব।

সরমা। কি মূর্খ তুই পুত্র যে, এখনও তোর মাকে পরীক্ষা ক'রে চিন্‌তে এসেছিস্? এ তোর সরলতা—না মায়ের সঙ্গে কপটতা?

তরণী। সরলতা হ'লেও মূর্খ আমি, যথার্থই তোমার সঙ্গে কপটতা করেছি। সে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত যদি কিছু থাকে, ব'লে দাও, জননি! এখনই কর্‌তে প্রস্তুত আছি।

সরমা। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অপর কিছুই নয়, একমাত্র প্রাণপণে

অবিচলিত-চিত্তে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা। যেন যুদ্ধ কর্‌বার সময়ে কিছুতেই রাম না জান্‌তে পারেন যে, তুমি তাঁর একজন পরম ভক্ত। যেন এ কথা কখনই আমাকে শুন্‌তে না হয় যে, তরণী যুদ্ধের ভয়ে রামচন্দ্রের নিকটে তাঁর ভক্ত ব'লে পরিচয় দিয়ে প্রাণরক্ষা করেছে। কেন, সেদিন না তোমাকে তোমার সমস্ত কর্ত্তব্য বুঝিয়ে দিয়েছি? তাতেও কি সংশয় মন থেকে যায় নি?

তরণী। তবে "যুদ্ধে জয় হ'ক্"—ব'লে আশীর্ব্বাদ কর, জননি! আমি সেই আশীর্ব্বাদ অক্ষয়-কবচ ক'রে যুদ্ধে যাত্রা করি।

সরমা। তেমন আশীর্ব্বাদ ক'রে, কাপুরুষ পুত্রের সাফল্য দেখে সেই কাপুরুষতার প্রশ্রয় দিতে তোমার এ মা কখন শিক্ষা করে নাই। এ মা চায়—তার বীরপুত্র নিজের বাহুবলে নিজের সাফল্যলাভ ক'রে যাতে জগতের কাছে প্রকৃত বীর ব'লে পরিচয় দিতে পারে, কিংবা হাস্‌তে হাস্‌তে বীরোচিত কর্ত্তব্য পালন ক'রে বীরের মতন সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দিতে পারে।

তরণী। তাই হবে, মা! তাই কর্‌ব, মা! হয় আজ রণক্ষেত্রে রামকে পরাজয় কর্‌ব, নতুবা বীরের ন্যায় বীরগতি লাভ কর্‌ব; প্রাণ গেলেও আত্ম-সমর্পণ কখনই কর্‌ব না। প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, জননি, তোমার পুত্র কখন পৃষ্ঠদেশে অস্ত্র-ক্ষত ধারণ কর্‌বে না। যদি যুদ্ধে জয়লাভ কর্‌তে পারি, তবেই আবার এসে পুত্র ব'লে পরিচয় দেবো, নতুবা সেই সমরক্ষেত্রেই চির-শয়ন ক'রে এ পরাজিত মুখ চির দিনের মত লোক-চক্ষুর অন্তরালে চির লুক্কায়িত রাখ্‌ব।

সরমা। তা' হ'লেই সরমা বুঝ্‌বে যে, তার গর্ভ সার্থক হয়েছে। তা' হ'লেই সরমা জান্‌বে যে, সে যথার্থ বীরপুত্রের জননী হ'য়ে "বীরমাতা" নাম সার্থক কর্‌তে পেরেছে। তা' হ'লে যথার্থই তখন মাতৃত্ব-গৌরবে

—পুত্রের গৌরবে—আত্মমর্য্যাদার গৌরবে তোমার মাতার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌বে।

তরণী। মা! তুমি আমাকে আজ আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে যে শক্তি দিয়ে দিলে, যে বীরত্বের মহত্ব শিখিয়ে দিলে, যে কর্ত্তব্যের তীক্ষ্ণ খড়্গ হাতে তুলে দিলে, এ দান তোমার পুত্র, তোমার আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা অনেক মূল্যবান্ ব'লে গ্রহণ কর্‌লে; আর কোনও চিন্তা করি না, আজ নিশ্চয়ই রণজয়ী হ'য়ে পুনরায় এসে মাতৃচরণ বন্দনা কর্‌তে পার্‌ব।

সরমা। তরণী! তুমি জয়লাভের আশায় যেরূপ মত্ত ভাব দেখাচ্ছ, তাতে তোমার একটা আকস্মিক মত্ততা দেখান ভিন্ন কিছুই ফল হবে না। তুমি যদি একমাত্র জয়ের আশার উপরেই নির্ভর ক'রে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য ব'লে বুঝে থাক, তা' হ'লে বড় ভুল ঝঝেছ, বৎস!

তরণী। কেন, মা?

সরমা। কাকে তুমি জয় কর্‌বে, মূর্খ? যাঁকে তুমি দিবানিশি ইষ্টদেব ব'লে পূজা কর্‌ছ, যাঁর তারকব্রহ্ম নাম তুমি সর্ব্বাঙ্গে লেপন ক'রে রেখেছ, তাঁকে তুমি জয় কর্‌বে? ত্রিসংসারে এমন কোন্ বীর আছে যে, তাঁকে জয় কর্‌তে পারে? এই রক্ষঃকুল নির্ম্মূল কর্‌বার জন্যই যে তিনি রামরূপে লঙ্কায় এসে উপস্থিত হয়েছেন, এ জ্ঞান তোমার থাকা যে নিতান্ত উচিত ছিল।

তরণী। তবে কি জয়লাভের আশা একেবারেই ত্যাগ ক'রে কেবল প্রাণ দিতেই যুদ্ধে যাব, জননি?

সরমা। হাঁ—তাই যেতে হবে।

তরণী। তবে এ যুদ্ধে মহারাজের উপকার আমার দ্বারা কি হবে, মা?

সরমা। কিছুই না। পূর্ব্ববর্ত্তী বীরগণও যে উপকার ক'রে গেছেন,

তোমা দ্বারাও তাই হবে; আবার যারা যুদ্ধে যাবে, তাদের দ্বারাও তাই হবে। স্বয়ং মহারাজ গেলেও তাই হবে।

তরণী। তবে কি এ যুদ্ধের পরিণাম ফল, এই রক্ষঃকুলের উচ্ছেদ-সাধন?

সরমা। হাঁ, বৎস, তাই। পূর্ব্বেই ত বল্‌লেম যে, নারায়ণ এই ধরার ভার হরণ কর্‌বার জন্যই এই রামরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। লঙ্কার উচ্ছেদ-সাধনের দ্বারাই ত্রিলোকের মহাশান্তি স্থাপন করা ভগবানের উদ্দেশ্য। তাই সেই সীতারূপা স্বয়ং পূর্ণলক্ষ্মীর উদ্ধারচ্ছলেই রামরূপী নারায়ণের এই মহাসাগর বন্ধন ক'রে লঙ্কায় আগমন। এই বিশ্ব-হিতের জন্যই তোমার পিতা সেই রামচন্দ্রের শরণাগত হ'য়ে এক-এক ক'রে রাক্ষস বধের সাহায্য কর্‌ছেন।

তরণী। কেন, পিতা রামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্‌লেন না তবে?

সরমা। তিনি যে অমর, তাঁর মৃত্যু নাই। কাজেই বৃথা যুদ্ধে ত্রিলোকের কোনও উপকারই হবে না ব'লেই, পূর্ব্ব হ'তে ধর্ম্মপথ আশ্রয় ক'রে—রাক্ষসোচিত হিংসা ত্যাগ ক'রে রামচন্দ্রের চরণে আশ্রয় নিয়েছেন।

তরণী। পিতা তবে আমাকে সে পথে নিয়ে গেলেন না কেন, মা?

সরমা। তুমি ত অমর নও, বৎস! কাজেই তোমার মৃত্যু যে একদিন আছেই; তাই সেই সর্ব্বজ্ঞ ধার্ম্মিক পিতা তোমার, জগতের কল্যাণার্থেও তোমার দেহ যাতে স্বয়ং ভগবানের হাতেই বিনষ্ট হয়, তারই ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন, বৎস! আর সেই রামহস্তে দেহ অস্ত হ'লে নিশ্চয়ই তুমি সেই বৈকুণ্ঠে গিয়ে স্থানলাভ কর্‌তে পার্‌বে।

তরণী। তা' হ'লে এ যুদ্ধে যে আমার দেহের অবসান হবে, এ কথা পিতা ও তুমি পূর্ব্ব হ'তেই জান্‌তে, মা?

সরমা। তিনি আমাকে বহু পূর্ব্বে এ গূঢ় রহস্যের বিষয় গোপনে ব্যক্ত ক'রে পূর্ব্ব হ'তেই প্রস্তুত হ'তে ব'লে রেখেছিলেন ; তাই তোমার মাকে এত কঠিনহৃদয়া দেখ্‌তে পাও, তাই তোমার মাতাকে এমন নির্দ্দয় ব'লে মনে হয়।

তরণী। এতদিন ত একদিনও সে কথা আমাকে বল নি, মা!

সরমা। বল্‌বার কারণ ত এতদিন হয় নি, বৎস। বৃথা কেন তোমার বালক-হৃদয়ে মৃত্যুর বিভীষিকা এনে দিয়ে তোমার শৈশব-জীবন অশান্তিময় ক'রে রাখ্‌ব? এইজন্যই বলি নি, বৎস! সেইজন্যই তোমাকে ধীরে ধীরে ভক্তির পথে নিয়ে এসেছি, আর যাতে সেই ভক্তিবলে তুমি রামকে ভগবান্‌রূপে লাভ কর্‌তে পার, সেই শিক্ষাই দিয়ে এসেছি। যার প্রাণ রামশব্দে একবার বিলীন হয়, তার কি আর সামান্য মৃত্যু-ভয় থাকে? এখন তোমার সে মৃত্যু ভয় নাই দেখে আজ এই মহাযাত্রার দিনে তোমার কাছে সে কথা ব্যক্ত কর্‌লাম। যে মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনে নিজের কর্ত্তব্য হ'তে বিচ্যুত হয় না, সেই প্রকৃত বীর—সেই প্রকৃত ধীর—সেই প্রকৃত শান্ত; আবার সেই একমাত্র রামকে ভগবান্‌রূপে লাভ কর্‌বার উপযুক্ত।

তরণী। আমার মৃত্যু হ'লে তোমার গতি কি হবে, মা?

সরমা। আমার গতি কি হবে, না হবে, সে কথা তোমার ভেবে কোনও লাভ নাই, বৎস! যার যেমন কর্ম্মফল, সে সেইরূপ ফলই লাভ কর্‌বে; তার জন্য চিন্তা করা নিষ্প্রয়োজন।

তরণী। মা! আমি কি তা' হ'লে সেই তারকব্রহ্ম রামকে জীবনান্তে লাভ কর্‌তে পার্‌ব?

সরমা। যদি সাধনার ফল ব্যর্থ না হয়, যদি কর্ম্মফল খণ্ডন না হয়, তা' হ'লে তুমি নিশ্চয়ই এই দেহান্তে সেই পতিতপাবন তারকব্রহ্ম রামের

অভয় চরণে স্থানলাভ কর্‌বে। এখন যাও, বৎস! অনেক বিলম্ব হ'য়ে যাচ্ছে। তুমি এখন বধূমাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে—যুদ্ধ-সাজে সেজে—কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়ে কর্ম্মোচিত ফলভোগ কর গে। কিন্তু যেন এ কথা বিশেষভাবে মনে থাকে যে, মৃত্যু নিশ্চয় জেনে কখন শিথিল হস্তে অস্ত্র ধারণ ক'রো না, তা' হ'লে তোমার কর্ত্তব্য পালনরূপ মহাব্রত সাধন হবে না। এই কথাটি যেন দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে অঙ্কিত ক'রে রেখো। আর কি বল্‌ব? মাতৃ-আশীর্ব্বাদে তোমার মুক্তির পথ নিষ্কণ্টক হ'ক্, যাও, তরণী।

[তরণী প্রণামান্তে প্রস্থানোদ্যত হইলেন]

তৎক্ষণাৎ যষ্টিভর করিয়া শশব্যস্তে

কুশীলকের প্রবেশ।

কুশীলক। [তরণীর হস্ত ধরিয়া] হাঁরে, ত'রো! তুই না কি যুদ্ধে যাচ্ছিস্, শালা?

তরণী। হাঁ, দাদামশায়! এখনই আপনার কাছে বিদায় নিতে যাচ্ছিলাম।

কুশীলক। কে তোকে যুদ্ধে পাঠাচ্ছে?

তরণী। মহারাজ নিজেই।

কুশীলক। যে মহারাজ তোর বাবাকে লাথি মেরে রাজসভা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই তোকে যুদ্ধে পাঠাচ্ছে? তা পাঠাবে বৈ কি! সে যমের আড্ডায় তোকে না পাঠালে তার মনস্কাম পূর্ণ হবে কি ক'রে? আর তুইও শালা কম বোকা নয় যে, সেই শত্রুর কথা শুনে নাচ্‌তে নাচ্‌তে যুদ্ধমুখো রওনা দিচ্ছিস্?

তরণী। দাদামশায়! তিনি যে রাজা, তাঁর কথা না শুন্‌লে চল্‌বে কেন?

কুম্ভীলক। বলি, ও জ্যাঠাম এখন রেখে দে, আমাকে আর ও সব কথা বল্‌তে হবে না; আমি তোর ধর্ম্ম দেখে দেখে চুল পাকিয়ে ফেলেছি।

তরণী। দাদামশায়! তবে কি আমি যুদ্ধ না ক'রে ঘরের ভেতর লুকিয়ে থাক্‌ব?

কুম্ভীলক। সে যা হয় হবে, মোটের ওপর তুই যুদ্ধে যেতে পাবি নে।

তরণী। আমি যে যাব ব'লে মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে বেরুচ্ছি।

কুম্ভীলক। ও রাক্ষুসী মায়ের কথা ছেড়ে দে, ও বেটীর কোনও মায়া মমতা নাই; ও কি কখন ছেলের মর্ম্ম জানে? ওর পেটে ভগবান্ কেন যে ছেলে দিয়েছিলেন, তাই ভাবি!

সরমা। বাবা! আপনি আর তরণীকে এখন বাধা দিয়ে বিলম্ব কর্‌বেন না; যুদ্ধে যাবার দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।

কুম্ভীলক। বাধা দেবো না কি রে, বেটি! নিশ্চয়ই দেবো। ও যাক্ দেখি কেমন ক'রে যুদ্ধে যাবে?

সরমা। যুদ্ধে ওকে যেতেই হবে যে, বাবা!

কুম্ভীলক। তোর কথায়, কেমন? বেটী আমার ভারি ছেলের কর্ত্তা হ'য়ে বসেছেন! আয় ত, ত'রো! আমার সঙ্গে চ'লে আয়। সে শালী হয় ত এতক্ষণ চোখের জলে মাটী ভেজাচ্ছে।

সরমা। বাবা! আপনি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না, তাই অমন কর্‌ছেন।

কুম্ভীলক। সংসারে এমন মাও ত কস্মিন্‌কালেও কোথাও দেখি নি, জেনে-শুনে পেটের ছেলেকে যে মা যমের হাতে তুলে দিতে পারে।

তরণী। দাদামশায়! অমন অলক্ষুণে কথা কইছেন কেন? আজ দেখ্‌বেন—কেমন ক'রে আপনার নাতি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে! যদি যান্ ত, দাদামশায়! নাতির যুদ্ধ দেখে "থ" ব'নে যাবেন।

কুন্তীলক। চল্—এখন চল্, সেই বেঙ্গমা বেঙ্গমীর গল্প শোনাই গে। ও কি, দাঁড়িয়ে রৈলি যে? ঐ ডাকিনী বেটীর ভয়ে বুঝি? ও:কে আবার কিসের ভয়? তুই চল্ ত দোখ আমার সঙ্গে, দেখি ও বেটী কি কর্‌তে পারে?

সরমা। যান্ বাবা আপনি, তরণী যুদ্ধেই যাবে।

কুন্তীলক। না—যাবে না। এই আমি এখানে এই লাঠী হাতে ক'রে দাঁড়ালেম, পাঠা ত দেখি ত'রোকে যুদ্ধে, দেখি কতখানি শক্তি তোর!

সরমা। যাও, তরণী! সময় ব'য়ে যাচ্ছে।

কুন্তীলক। যা ত দেখি, ত'রো, এই আমি পথ আগ্‌লে দাঁড়ালেম।

সরমা। [স্বগত] কি বিপদেই পড়া গেল!

তরণী। [স্বগত] তাই ত! যাই কেমন ক'রে?

সরমা। [কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধভাবে] বাবা! আপনি স'রে যান্ বল্‌ছি, নৈলে তরণী জোর ক'রে চ'লে যাবে; আপনি কিছুতেই রাখ্‌তে পার্‌বেন না।

কুন্তীলক। [সক্রোধে] কি! এত বড় যোগ্যতা! আমার মেয়ে হ'য়ে আমার ওপর চোখ্ রাঙাস্? আমি বুড়ো হয়েছি ব'লে আমাকে অপমান? তবে দেখ্, এই একটা লাঠীর বাড়ি দিয়ে তোর মাথাটা ভেঙে ফেলি। [যষ্টি উত্তোলন]

তরণী। [ধরিয়া] করেন কি—করেন কি, দাদামশায় ?

কুন্তীলক। এ্যাঁ ! এতদূর আস্পর্দ্ধা যে, আমার উপর চোখ রাঙাস্ ? আর বলে কি না যে, জোর ক'রে ত'রো চ'লে যাবে ? এ্যাঁ ! হা রে, ত রো ! [সকরুণে] তবে আমি তোর কেউ নই ? তোর ওপর তা' হ'লে আমার একটুও জোর নেই ? তা' হ'লে তুইও আমার কথা শুন্‌বি নে ? ওরে, আমি এ ত কখন স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারি নাই যে, ত'রো আমার কথা গ্রাহ্য কর্‌বে না। হাঁ—ত'রো আমার কেউ নয় ? আমি যে তোকে সেই ততটুকু থেকে কোলে-পিঠে ক'রে গ'ড়ে তুলেছি। তার ফল কি আজ এই দিলি রে ? ভগবান্ ! আমার এ কষ্ট রাখ্‌বার যে আর স্থান নেই ! [রোদন]

[সরমা অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিয়া মুখ ফিরাইলেন]

তরণী। [কুন্তীলকের চক্ষু মুছাইয়া দিয়া] দাদামশায় ! দাদামশায় ! এ সময়ে অমন ক'রে দুঃখ বোধ কর্‌বেন না ; ওতে যে আমার অমঙ্গল হবে, দাদামশায় !

কুন্তীলক। [অভিমান ও দুঃখে] যা—আমার সঙ্গে আর তোর কোন সম্বন্ধই নাই, আমি আজ ছ' মাসের দূরে গিয়ে পড়েছি। আমি চল্‌লেম, আর তোদের কাছে আস্‌ব না। আজ এ বুড়োর এখনই যদি মৃত্যু হ'ত, সে-ও ভাল ছিল ; কিন্তু এ আঘাত—এ অপমান আর আমি বুড়ো বয়সে সৈতে পার্‌ছি না। চল্‌লেম আমি—পাথরের উপর মাথা খুঁড়ে মরি গে।

[ঠক্ ঠক্ করিয়া যষ্টি ঠুকিতে ঠুকিতে প্রস্থান।

তরণী। মা ! দাদামশায় সত্যিসত্যিই বড় ব্যথা পেয়ে চ'লে গেলেন। তুমি এখনই গিয়ে সান্ত্বনা কর গে, আমি বিদায় হলেম।

[প্রস্থান।

সরমা। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া] বাবা! আজ কি ক'রে রেখে গেলে তোমার মেয়েকে? তার পাষাণে গড়া বুকটা আজ কি ক'রে ভেঙে দিয়ে গেলে, বাবা? বাবা গো! দেখে যাও, তোমার রাক্ষসী মেয়ের বুকটোর ভেতর যে, কিসের আগুন জেলে রেখে দিয়েছ; দেখে যাও, বাবা! তোমার পাষাণী মেয়ের প্রাণটা আজ কেমন ক'রে যন্ত্রণার বিষে জ'লে-পুড়ে খাক্ হ'য়ে যাচ্ছে! বাবা! তুমি জান না, আমি মা হ'য়ে আজ নিজের কি সর্ব্বনাশের পথ খুলে দিলাম! তরণী! এখন এই মুহূর্ত্তে একবার যদি ফিরে আস্‌তিস্, তা' হ'লে বুঝে যেতিস্ যে, তোর মা আজ কি আঘাত সহ্য কর্‌ছে! তা' হ'লে দেখ্‌তে পেতিস্ যে, তোর মায়ের পাষাণ চক্ষুতেও জল আছে। ও—হো—হো, এ কি কষ্ট! এ কি অব্যক্ত যন্ত্রণা! জগতে আমার মতন মা যদি কেউ থাকে, যদি আমার মতন কোন মা এইরূপে পাষাণে বুক বেঁধে—জ্বলন্ত অনল বুকের ভেতর চেপে রেখে, তার একমাত্র নয়নতারা বক্ষের মাণিক পুত্রকে জেনে-শুনে মৃত্যুর কোলে পাঠিয়ে দিয়ে স্থির থাকৃতে পারে, তা' হ'লে আজ সেই মা আমার মনের অবস্থা বুঝ্‌তে পার্‌বে; নতুবা এক অন্তর্যামী ভিন্ন আর কেউ বুঝ্‌তে পার্‌বে না। যাই—বাবা ক্ষোভে অভি-মানে কোথায় চ'লে গেলেন, দেখি গে। আহা! বৃদ্ধের প্রাণে যে কি স্নেহের আঘাত লেগেছে, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। ভগবন্! যে অকূল সাগরে আজ হ'তে ভাস্‌লেম, সে সাগরে পার কর্‌তে এক তুমি ভিন্ন কেউ নাই, ঠাকুর!

[প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

লঙ্কা—অন্তঃপুর কক্ষ।

যুদ্ধের সজ্জাদি স্কন্ধে রাখিয়া একগাছি মালা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে অন্যমনস্কভাবে সুরজার প্রবেশ।

সুরজা। [হঠাৎ মালাগাছি ছিঁড়িয়া যাইতে দেখিয়া] দূর ছাই—আবার ছিঁড়ে গেল! যতই তাড়াতাড়ি করছি, ততই যেন কেমন ধারা গোলমেলে হ'য়ে যাচ্ছে। মনটাকে এখনও ঠিক ক'রে নিতে পারি নি; চোখের জলটাকে এখনও ভাল ক'রে সাম্‌লে নিতে পারি নি। [চক্ষু মুছিলেন] ছিঃ! এরূপ হ'লে কুমার আমাকে কি মনে কর্‌বে? আমি যে আজ নিজের হাতে কুমারকে যুদ্ধের সাজে সাজিয়ে দেবো ব'লে কুমারের কাছে জিদ্ ক'রে এসেছি। এখন যদি না পারি, তা' হ'লে সে বড়ই লজ্জার কথা হবে। না, ঠিক পার্‌ব। তবে এতদিন ব'সে শিখ্‌-লাম কি? ঐ যে কুমার আস্‌ছে, আমি ঠিক হ'য়ে দাঁড়াই। একটাতে বড্ড ভয় হচ্ছে, কুমারের চোখের দিকে চাইতে পার্‌ব কি না! মা মহাশক্তি! সুরজাকে শক্তি দিস্, মা!

ধীরে ধীরে তরণীর প্রবেশ।

তরণী। [প্রবেশ পথ হইতে স্বগত] আজ আমার মহাপরীক্ষার দিন। ভক্তবৎসল রাম! ভক্ত যেন আজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে। ঐ যে সুরজা আমাকে সাজিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। যাই—কাছে যাই। [নিকটে গিয়া প্রকাশ্যে] সুরজা!

সুরজা। [কিঞ্চিৎ অবনত মুখে] কুমার!

তরণী। পার্‌বে ত?

সুরজা। [কৃত্রিম স্ফূর্ত্তি দেখাইয়া] কেন পার্‌ব না, এখনই তার পরীক্ষা কর্‌বে।

তরণী। যুদ্ধের সাজে সাজাতে জান ত?

সুরজা। শিখে রেখেছি।

তরণী। বেশ করেছ, সুরজা! তুমি নিজের হাতে সাজিয়ে দিলে আজ আমার কত সুখ হবে বল ত?

সুরজা। সে কথা আমি বল্‌ব, না—তুমি বল্‌বে? সুখ হবে তোমার, আর বল্‌ব গিয়ে আমি? যে খায়—তার পেট ভরে, না যে পরিবেশন করে, তার পেট ভরে?

তরণী। পেট না ভর্‌লেও পরিবেশনকারীর যে সুখ হয় না, এ কথা বল্‌তে পার না, সুরজা! তোমার যদি সুখই না হবে, তা' হ'লে আজ আমাকে সাজাবার জন্যই বা তোমার এত মাথাব্যথা হবে কেন?

সুরজা। তা না হয় হ'ল, আচ্ছা আমিই হা'র মান্‌লেম।

তরণী। সুরজা!

সুরজা। কি?

তরণী। একটা কথা রাখ্‌বে?

সুরজা। শুনি আগে।

তরণী। শুনে উত্তর দেবে? তা' হ'লে যে অনেক কথা বল্‌তে হবে, সুরজা!

সুরজা। না হয় হ'লই, এখনও ত যুদ্ধে যাবার সময় হয় নি।

তরণী। আচ্ছা—বল দেখি, সুরজা! আজ আমার এ যুদ্ধ-যাত্রায় এত আনন্দ হচ্ছে কেন? দেখো—যেন আগেকার মতন উত্তর ক'রে ব'সো না।

সুরজা। এত আনন্দ আজ কেন হচ্ছে, তা আমি জানি।

তরণী। কি জন্যে বল দেখি ?

সুরজা। ইষ্টদেব রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাবে ব'লে।

তরণী। ঠিকই বলেছ, সুরজা !

সুরজা। আমি যে গোণা-পড়া শিখেছি। আমি তোমার মনের কোথায় কি আছে, সব ব'লে দিতে পারি।

তরণী। তুমি তা' হ'লে তরণীর অন্তর্যামিনী হ'লে ?

সুরজা। সে কি আজ—অনেকদিন থেকেই হ'য়ে আছি। সে কথা যাক্, এখন কথাটা ব'লে সেরে ফেল, আবার হয় ত যুদ্ধের বিদায়-বাজ্‌না বেজে উঠ্‌বে।

তরণী। আমি কি সত্যসত্যই মানুষ মার্‌তে রণে যাচ্ছি, সুরজা ?

সুরজা। তবে ?

তরণী। আমি যাচ্ছি ইষ্টপূজা কর্‌তে। যাঁকে এতদিন মনে মনে—কল্পনার মূর্ত্তি গ'ড়ে পূজা করেছি, আজ তাঁকে সশরীরে সাক্ষাতে পেয়ে ষোড়শোপচারে পূজা ক'রে কৃতার্থ হব।

সুরজা। তা' হ'লে অস্ত্র নিয়ে যাবে কেন ? পুষ্পপাত্রে পূজার অর্ঘ্য সাজিয়ে নিয়ে গেলেই ত হ'ত !

তরণী। যেখানে যে পূজার যেমন বিধি আছে, তাই ত কর্‌ব। আমি আজ যে পূজায় যাচ্ছি, সে পূজার নাম "বীরপূজা"। বীরপূজার অস্ত্র-শস্ত্র প্রধান উপকরণ। কোদণ্ড টঙ্কার—ভৈরব হুঙ্কারই সে পূজার শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি, শোণিতসিক্ত ভূমিতলই সে পূজার বীরাসন, নিজবক্ষঃ-শোণিতই সে পূজার সুগন্ধি চন্দন; আর একমাত্র হিংসাশূন্য হ'য়ে আত্মবলিই সে মহাপূজার মহাবলি। নারায়ণ-পূজায় কখন বলি দেখ নি ব'লে হয় ত বিস্মিত হচ্ছ, সুরজা; কিন্তু বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। গৃহে

যখন নারায়ণ পূজা কর্‌তে হয়, তখন বলির প্রয়োজন হয় না বটে; কিন্তু বলেছি ত এ বীরপূজা, এর ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। সেইজন্যই এই মহাপূজায় আত্মবলিরই ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছি।

সুরজা। এ পূজার শেষ ফল কি?

তরণী। চিরমুক্তি।

সুরজা। একা নিজেই সেই মুক্তিফল ভোগ কর্‌বে না কি? তা' পার্‌বে না কিন্তু, সুরজা বুঝি সে ফলে বঞ্চিত থাক্‌বে? সেটি হচ্ছে না।

তরণী। কি হবে তবে?

সুরজা। সঙ্গিনী ক'রে নিতে হবে; নিতান্ত যদি নাই কর, তা হ'লে নিজেই গিয়ে সঙ্গিনী হব।

তরণী। একজনের পূজার ফল আর একজনে ভোগ কর্‌বে কেমন ক'রে, সুরজা?

সুরজা। বাঃ—এ আর জান না? স্ত্রী যে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী; অর্দ্ধেক ফল না দিয়ে কি চালাকি কর্‌বার যো আছে? তুমি ইচ্ছা না কর্‌লেও—কৃপণপণা কর্‌লেও তোমাকে সে দিতেই হবে!

তরণী। এই কথাটি বল্‌ব ব'লেই তোমাকে বলেছিলাম যে, আমার একটি কথা রাখ্‌বে? তুমি পাছে সঙ্গিনী হ'য়ে নিজের প্রাপ্য গণ্ডা আদায় ক'রে নাও, সেই ভয়ে পূর্ব্ব হ'তেই সতর্ক হচ্ছিলেম।

সুরজা। কেন, এত ভয় কেন?

তরণী। না, কোনও ভয় নাই, সুরজা! যা হয় তখন ক্ষেত্র বুঝে ব্যবস্থা ক'রো। দাও—আমাকে এখন সাজিয়ে দাও; বিলম্ব হ'য়ে যাচ্ছে, সুরজা! হয় ত আমার জন্য অন্যান্য বীরগণ বাইরে অপেক্ষা কর্‌ছে।

সুরজা। এস তবে সাজিয়ে দিই।

[তরণী নিঃশব্দে দাঁড়াইলেন, গীতকণ্ঠে সুরজা এক-এক করিয়া সাজাইতে লাগিলেন]

গান।

সাজিয়ে দি আজি তোমায় রণসাজে।
পর-পর-পর, বর্ম্ম, চর্ম্ম পর,
ধর-ধর-ধর (এই) অসি কর-মাঝে॥
বাম করে শর, শরাসন,
পর বীরবর বীরের ভূষণ,
শ্রবণে কুণ্ডল করে ঝলমল,
বাহুতে বীর-বলয় বিরাজে॥
মস্তকে উষ্ণীষ মরি কি সুন্দর,
পরিয়ে দি আজি করিয়ে আদর,
জয়মাল্য গলে, ধর হে কুতুহলে,
আজি মনের সাধে সাজাই আমার হৃদয়-রাজে॥

তরণী। বাঃ—বেশ হয়েছে ; বীরের সৌন্দর্য্যেও এত জ্ঞান তোমার, সুরজা ?

সুরজা। [সহাস্যে] হবে না? কত বড় বীরের অঙ্গনা আমি, জান ?

তরণী। সুরজা! আজ তুমি তোমাকে লুকাতে গিয়ে, যত বেশি কৃত্রিম স্ফূর্ত্তি দেখাতে চেষ্টা করছ, ততই আমার কাছে তোমার হৃদয়ের গভীর ব্যথা আরও যেন প্রকাশ হ'য়ে পড়্ছে, সুরজা! দু'দিনের সংসারে দু'দিনের জন্য তোমায়-আমায় দেখা শোনা, দু'দিনের জন্য তোমায়-আমায় প্রণয়-শৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়া, দু'দিন তোমায়-আমায় পতি-পত্নী সম্বন্ধ। দু'দিন

পরে এ সব কিছু থাকে না। তুমি আমি তখন কোথায় চ'লে যাব—কোথায় যাবে তখন, আমাদের প্রেম, ভালবাসা! কোথায় ভেসে যাবে—আমাদের এই হাসি, কান্নার খেলা! কিছুই থাকে না, সুরজা—কিছুই থাকে না! স্বপ্নের রাজত্বের মত সব ভেঙে যাবে—বালির ঘরের মতন সব কোথায় উড়ে যাবে।

সুরজা। তবে কি এ সবই অলীক, সবই মিথ্যা?

তরণী। এখানকার সবই তাই; অলীক—মিথ্যা—স্বপ্ন!

সুরজা। কোথাকার সব সত্যি হয় তবে?

তরণী। সেই সেখানে, সুরজা, যেখানে জন্ম নাই—জরা নাই—মৃত্যু নাই, আধি নাই—ব্যাধি নাই; যেখানে এই অসার রক্ত, মাংস ক্লেদপূর্ণ দেহের সম্বন্ধ নাই। যেখানে রূপজ মোহ ও কামজ মোহের অস্তিত্ব নাই। যেখানে আছে—অনাবিল নিত্য প্রেমের উন্মুক্ত নির্ঝরিণী, যেখানে আছে—নির্ম্মল, স্বচ্ছ, সরল প্রণয়ের পূত মন্দাকিনীধারা, যেখানে আছে—তোমার আত্মার, আমার আত্মার মিলিত ভাবের চির নির্ব্বিকল্প সমাধি। সে নিত্য-মিলনে, সুরজা, তুমি আমি স্বতন্ত্র নাই। সে এক মহা-আনন্দ—মহাসুখ— মহাপ্রীতি—মহাতৃপ্তি—মহানিবৃত্তি। তাই বল্‌ছিলেম, সুরজা, এই দু'দিনের ভাল-মন্দর দিকে তাকিয়ে থেকে কোনও ফল—কোনও লাভ—কোনও সুখই নাই। ভগবান্‌কে ডাক, তাঁকেই ভালবাস, তাঁকেই সব স'পে দিয়ে তাঁর দিকে চেয়েই প'ড়ে থাক। কোন অশান্তি—কোন দুঃখই তোমাকে কাতর কর্‌তে পার্‌বে না। যাক্, এখনই বিদায় হব, সুরজা! হাস্‌তে হাস্‌তে বিদায় দাও, আর সেই মঙ্গলময় ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যাতে আমি আমার বাঞ্ছিত পথে চ'লে যেতে পারি। [ধীরে ধীরে সুরজাকে দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলেন]

সুরজা।—[করপুটে উর্দ্ধমুখে]

গান।

হে মঙ্গলময় প্রভু, কর মঙ্গল-কর তব প্রসারিত।
তব মঙ্গল কিরণে হ'ক্ আঁধার হৃদয় আজি বিকাশিত॥
হে চির মধুময় (প্রভু) মঙ্গল-নিলয়,
কর জনম মরণ সব মঙ্গলময়,
কর মধুময় হাসি, মধুময় রোদন,
কর মধুময় বিরহ, মধুময় মিলন,
হ'ক্ নিখিল বিশ্বে, নিখিল দৃশ্বে
তব মধুময় মঙ্গল-ধারা বিগলিত॥

[ধীরে ধীরে তরণীর প্রস্থান।

[একদৃষ্টে চাহিয়া, চক্ষু মুছিয়া] ঐ গেল—ঐ চ'লে গেল! আর দেখ্‌তে পাব না, সারা জীবন পাত কর্‌লেও আর দেখা হবে না। বালিকা-জীবনের আমার সব আশা—সব খেলা আজ জন্মের মত ফুরিয়ে গেল! ওঃ! জীবনে কখন ত ভাবি নাই—কখন ত স্বপ্নেও মনে করি নাই যে, এই ভাবে উভয়ে চিরবিচ্ছিন্ন হব! [চমকিয়া] ছিঃ, এ আমি ভাব্‌ছি কি! এ আমি কর্‌ছি কি! না—আর ও অকল্যাণ চিন্তা কর্‌ব না। এ দু'দিনের খেলা, দু'দিন পরে ত ভেঙেই গিয়ে থাকে। এ দু'দিনের প্রেম, দু'দিনের ভালবাসা; এ দু'দিনের হাসি-কান্না ত কিছুই নয়; কুমার যে এইমাত্র এই সান্ত্বনা আমাকে দিয়ে বিদায় হ'ল। তবে আমি কেন আবার সেই সব নিয়ে ভাব্‌ব? সেই সব নিয়ে চিন্তা কর্‌ব? না—ভাব্‌ব না। আজ দাদামশায় কোথায় গেলেন, দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আজ সেই বৃদ্ধের বুকের অস্থিগুলো ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাবে দেখ্‌ছি।

বৈধব্যরূপিণী রমণীর প্রবেশ।

রমণী। এই যে পোড়াকপালি, তোকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি! আয়—আমার কাছে আয়, আমার তোকে দরকার আছে।

সুরজা। কে তুমি বিধবা-রমণি? আমাকে পোড়াকপালী ব'লে গাল দিচ্ছ কেন? তোমার চোখ্ দু'টোই বা অমন জ্বল্‌ছে কেন? না—আমি তোমার কাছে যাব না। যাও—তুমি স'রে যাও, আমাকে অমন ক'রে চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখিয়ো না; আমার বড় ভয় কর্‌ছে।

রমণী। [বিকট হাস্যব্যঞ্জক মুখ করিয়া] তা ভয় কর্‌বে বৈ কি! তুই যে পোড়াকপালী, আমি তোর কপাল পোড়াতেই যে এসেছি। আমি কে জানিস্? আমি বৈধব্য-রূপিণী বামা, আমি এসেছি তোর সর্ব্বনাশ কর্‌তে, দে—এখন তোর সিঁথির সিঁদুরটুকু আমাকে দে, আমি নিয়ে চ'লে যাই। [অগ্রসর]

সুরজা। য়্যাঁ! য়্যাঁ! তুমি বল কি! বল কি? আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তুমি স'রে যাও—তুমি দূর হও—দূর হও—

রমণী। এই যে দূর হচ্ছি। [সহসা সুরজার সীমন্ত হইতে সিন্দুরটুকু মুছিয়া লইয়া] যা, সর্ব্বনাশি! এখন কেঁদে কেঁদে মর্ গে। আমার কাজ হ'য়ে গেছে, আমি এখন বিদায় হলুম।

[বেগে প্রস্থান।

সুরজা।—[চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে]

গান।

(আমার) সকল খেলা ফুরাইল এই বালিকা-বয়সে।
কেন বা ঘটিল হায় রে হেন বিষাদ হরষে।
(আমি) কত আশা বুকে ধ'রে,
বাঁধিনু ঘর যতন ক'রে,

(সে ঘর উড়ে গেল)
(বাঁধিতে বাঁধিতে)
(আমার আশার স্বপন ভেঙে দিয়ে)
(আমার অকালে সব ফুরাইল)
সদা হিয়ার মাঝারে, রাখিলাম যারে,
আঁখিতে আঁখিতে ক'রে—
আজি পশি অগোচরে, লইল কোন্ চোরে,
দেখিতে দেখিতে হ'রে ;
(তা'ত জানি নাই রে)
(আমার হিয়ার মাণিক হ'রে নেবে)
(আমার হেন দশা হবে শেষে)
(কপাল ভেঙেছে ভেঙেছে)
(আমার সুখের তরী ডুবে গেছে)
(আমার সাধের মালা শুকায়েছে)
আমি ডুবিনু অকালে, হায় রে নিজ করমের দোষে।

কম্পিত যষ্টিহস্তে ব্যস্তভাবে
কুন্তীলকের প্রবেশ।

কুন্তীলক। কৈ রে—কৈ রে—আমার ত'রো কৈ রে? এখানে আসে নি—এখানে আসে নি। তবেই আমায় ফাঁকি দিয়েছে রে, ফাঁকি দিয়েছে! কোন্ দিকে গেল? কোন্ পথে গেল? আমি যাব, তার সঙ্গে সঙ্গে যাব ; এ বুড়োবয়সে তাকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ব না। এই লাঠী ভর ক'রে প'ড়ে মর্‌তে মর্‌তে তার খোঁজে যাব। আয়—আয়, অভাগি! যদি তার কাছে যাবি, তবে আমার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে আয় ; নৈলে আর ধর্‌তে পার্‌বি নে।

[সুরজার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

দশম দৃশ্য।

সিন্ধু-জল।

গীতকণ্ঠে সিন্ধুবালাগণের প্রবেশ।

সিন্ধুবালাগণ।— গান।

মোরা সিন্ধুবালা, করি তরঙ্গে খেলা,
অনন্ত সাগরে যাই বহিয়া রে।
রঙ্গে-ভঙ্গে, তরঙ্গের সঙ্গে
লহরে লহরে যাই মিশিয়া রে।
কুলু কুলু তানে আকুল প্রাণে,
ভেসে যাই, ভেসে যাই মোহিয়া গানে,
আপন মনে প্রবাহের সনে,
ছুটে যাই, নাহি চাই ফিরিয়া রে।
ঝিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ অঙ্গের লাবণী,
রজত-কিরণে মোরা রজত-বরণী,
হের লো সজনি! চাঁদিমা রজনী,
জ্যোছনা খেলিছে হাসিয়া রে॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লঙ্কা—রণক্ষেত্র।

রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনূমান্ ও সুগ্রীবাদি
বানর-সৈন্যগণের প্রবেশ।

রাম। কহ, মিত্র বিভীষণ!
কোন্ বীর আজি পশিছে সমরে?

বিভীষণ। কমললোচন!
রাবণের বংশধর, আত্মীয়-কুমার,
বীরশ্রেষ্ঠ তরণী তাহার নাম,
আসিতেছে সৈন্যসহ করিতে সংগ্রাম।
সমরে দুর্ব্বার বীর—মহাশক্তিধর!
বিশেষ সতর্ক হ'য়ে বানর-কটক
যোঝে যেন তরণীর সনে।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! করুন আদেশ,
যে যে বীর, যে যে দ্বারে রহিবে প্রস্তুত।

রাম। মিত্রবর সুগ্রীব রাজন্!
সৈন্য সহ যাহ তুমি উত্তর দুয়ারে,
বিশেষ সতর্ক হ'য়ে করিবে সমর।

সুগ্রীব। কোন চিন্তা নাই মিত্র তব।
সুগ্রীব থাকিতে দ্বারে,

কার সাধ্য অতিক্রম করিবে সে দ্বার ?
আমিই বধিব তায় এক মুষ্ট্যাঘাতে ।
চলিলাম সৈন্যসহ উত্তর দুয়ারে ।

[সৈন্যসহ প্রস্থান ।

রাম । দক্ষিণ দুয়ারে রহ তুমি
একেশ্বর পবন-কুমার !
সাবধানে ক'রো রণ,
সমরে দুর্ব্বার বড় শুনিনু তরণী ।

হনূমান্ । প্রভু ! দয়াময় !
হ'ক্ না সে যতই দুর্ব্বার,
হ'ক্ না সে মহা বলবান্ ;
একা এই হনূমান্
মাত্র ওই চরণ প্রসাদে,
জলমগ্ন তরণীর ন্যায়
ডুবাব সে তরণীরে সমর-সাগরে ।
চলিলাম আমি সেই দক্ষিণ দুয়ারে ।

[প্রস্থান ।

রাম । আর যত সৈন্যগণ,
কুমার অঙ্গদ সহ
যাহ চলি পূর্ব্বদ্বারে এবে ।

[সৈন্যগণের প্রস্থান ।

রহিলাম তিনজন মোরা
পশ্চিম দুয়ারে এই
ধরি' করে শর-শরাসন ।

লক্ষ্মণ। আর্য্য ! রাজীবলোচন !
সাক্ষীরূপে থাক দাঁড়াইয়া,
তরণীর সনে আজি যুঝিব সংগ্রামে।

রাম। ভাই রে লক্ষ্মণ !
জানি আমি তোর বীরপণা,
তবু ভয় বাসি বড় তোরে ল'য়ে ;
মহাবীর তরণীর সনে,
নাহি ইচ্ছা হয় তোরে সংগ্রামে বরিতে।

লক্ষ্মণ। নাহি যাব চক্ষুর আড়ালে, দাদা,
তোমারি সমক্ষে আমি করিব সংগ্রাম।

রাম। তাই হবে, ভাই !
সাবধানে ক'রো রণ তরণীর সনে।

বিভীষণ। [স্বগত] হৃদয়ের কোন্ তন্ত্রী আজি
ক্ষণে ক্ষণে উঠিছে বাজিয়া !
মরমের কোন্ সূত্র ধরি'
কেবা যেন অলক্ষ্যেতে ক'রে আকর্ষণ !
স্থির হও, হৃদয় আমার !
অচল অটল সম রহ অবিচল,
বিভীষণ করিছে মিনতি।
একটি কেশাগ্র যেন উঠো না কাঁপিয়া !
ধমনীর রক্তস্রোত !
একটুও দ্রুত যেন হ'য়ো না সঞ্চার !
হৃৎপিণ্ড ! স্তব্ধ থাক, করি কৃতাঞ্জলি।
বিভীষণ দেবে আজি ভীষণ পরীক্ষা।

সৈন্যসহ তরণীর প্রবেশ।

ওই আসে প্রাণ-পুত্র মোর!
চক্ষুর্দ্বয়—দেখো না চাহিয়া।
দশেন্দ্রিয়! হও আজি শক্তিহীন সবে!
বিভীষণ দেবে আজি ভীষণ পরীক্ষা।

তরণী। [উদ্দেশে প্রণাম করিয়া স্বগত]
নমি পিতা পদাম্বুজে তব,
কর আশীর্ব্বাদ,
রামপদে পাই যেন স্থান।
ওই বুঝি রাম!
আহা! কিবা দূর্ব্বাদলশ্যাম,
কোমল নধর অঙ্গ সুন্দর-সুঠাম!
করে ধনুর্ব্বাণ,
খরশান অসি কিবা কটিতটে দোলে,
কোমলে-কঠিনে কিবা মধুর মিলন!
দক্ষিণে ধানুকী ওই ঠাকুর লক্ষ্মণ,
নমি পাদপদ্মে আজি রাজীবলোচন!
স্থান দিয়ো রাম, ওই রাতুল চরণে।
বাতুল হয়েছে প্রাণ—ওঃ—
না—আর না, মাতার নিষেধ,
ভক্তিভাব যেন মোর না হয় প্রকাশ।

রাম। [স্বগত] এ কে সুন্দর বালক! যেন স্বর্গ হ'তে কুমার কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে দেখা দিয়েছেন। মুখের দিকে চাইলে যেন কেমন এক অনির্ব্বচনীয় স্নেহরসে হৃদয় ভ'রে উঠ্‌ছে। হাস্যময় অধর—

ওষ্ঠ দুখানি যেন সমীরান্দোলিত রক্তকমলের মত ঘন ঘন স্ফুরিত হচ্ছে। নয়নপদ্ম দুটি যেন ভক্তিভাবে ঈষৎ নিমীলিত হ'য়ে হৃদয়ের আরাধ্য দেবতার দিকে অনিমেষদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আ-হা-হা—মরি মরি! কার হৃদয়নিধি আজ এই ভীষণ রণক্ষেত্রে এসে উদয় হয়েছে! রাক্ষসকুলে কি এমন দেব-কুমারের আবির্ভাব সম্ভব হয়? এই সুন্দর, সৌম্য, সরল মূর্ত্তি দেখে আমার হৃদয় থেকে বৈরভাব যেন কোথায় অন্তর্হিত হ'য়ে গেল! এই দেবকুমারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে? এই সরল বালকের কোমল অঙ্গ তীক্ষ্ণ শরে জর্জ্জরিত করতে হবে? না—পারব না—কখনই পারব না। যাকে হৃদয় মধ্যে টেনে এনে বসাতে ইচ্ছা করছে, যাকে প্রাণের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে ইচ্ছা হচ্ছে, তার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত ক'রে যুদ্ধ করতে হবে? এইরূপ ক'রে জননীর স্নেহাঞ্চল থেকে একটি-একটি মাণিক কেড়ে এনে কি সীতার উদ্ধার করতে হবে? না—রামের দ্বারা সে কার্য্য কখনই হবে না। এই আমি ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করলেম। [ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ]

লক্ষ্মণ। [স্বগত] এ কি! দাদা ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ ক'রে বসলেন কেন? বোধ হয়, তরণীর মুখ দেখে দাদার আমার, হৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হয়েছে।

বিভীষণ। [স্বগত] আমি কি নিষ্ঠুর পিতা! যার সৌম্য-মূর্ত্তি দেখে প্রভু রামচন্দ্র ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ ক'রে বসলেন, আর আমি? আমি কি করছি? আমি সেই স্নেহের ফুল্ল শতদল তরণীকে বধ করবার মন্ত্রণা দিতে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি! গুরুদেব! বল দিয়ো—শক্তি দিয়ো, নতুবা শেষ রক্ষা করতে পেরে উঠব না।

তরণী। [স্বগত] তাই ত! ভক্তবৎসল অন্তর্যামী রামচন্দ্র কি ভক্তের অন্তরের ভক্তিভাব জেনে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করলেন? তা' হ'লে ত আমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে না; তা' হ'লে ত এ রাক্ষস-জন্ম উদ্ধার

হবে না। আচ্ছা—দেখি, রূঢ় ভাষা প্রয়োগ ক'রে রঘুনাথকে উত্তেজিত কর্‌তে পারি কি না! [প্রকাশ্যে] কৈ, রাম! ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ ক'রে দাঁড়ালে কেন? লঙ্কার একটি সামান্য বালককে দেখে যার এত ভয়, তার কেন লঙ্কার কোটি কোটি বীরবৃন্দকে বধ ক'রে জয়লাভ কর্‌বার এত আকিঞ্চন? এত ভীতি যার হৃদয়ে—এত দুর্ব্বলতা যার প্রাণে, তার আবার সাগর পার হ'য়ে যুদ্ধ কর্‌বার জন্য লঙ্কায় আসা কেন? ছিঃ—ছিঃ! আমি যে হাস্য সংবরণ করতে পার্‌ছি না।

লক্ষ্মণ। নিরস্ত হ, বাচাল! আয়—এই লক্ষ্মণের হস্তে আগে পরিত্রাণ পেয়ে নে, তার পর রামচন্দ্রের হস্তে ভাগ্য-পরীক্ষা করিস্‌।

তরণী। বেশ—বেশ, তাই হ'ক্‌, আগে গুণের ভাই লক্ষ্মণের শক্তিই পরীক্ষা করা যাক্‌। সৈন্যগণ! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, এস, লক্ষ্মণ! এস।

[একদিকে রক্ষঃসৈন্যগণ সহ বানরসৈন্যগণের যুদ্ধ ও
অন্যদিকে তরণী সহ লক্ষ্মণের যুদ্ধারম্ভ হইল]

[কিঞ্চিৎ পরে যুধ্যমান সকলের প্রস্থান।

বিভীষণ। [করযোড়ে]

নারায়ণ! একি ভাব তব?
না বধিয়ে দুর্ম্মতি রাক্ষসে
স্থির হ'য়ে রহিলে বসিয়া?
টিট্‌কারী দেয় হায়, রাক্ষস-বালক!
দুর্ব্বাক্য বলিল তোমা রক্ষঃ-কুলাঙ্গার,
শুনি ক্রোধে জ্বলিছে হৃদয়।
এইবার প্রতীকার করুন তাহার।

রাম। মিত্র বিভীষণ! তরণীর অঙ্গে আমি অস্ত্রাঘাত কর্‌তে পার্‌ব না। শত টিট্‌কারী দিলেও—শত দুর্ব্বাক্য বল্‌লেও, কি জানি কেন,

তরণীর উপরে আমার কিছুতেই ক্রোধের সঞ্চার হচ্ছে না। বৃথা আমাকে উত্তেজিত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছ। বল্‌তে কি, সখা! আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে, এখনই লক্ষ্মণকে তরণীর সঙ্গে যুদ্ধ হ'তে ফিরিয়ে নিয়ে আসি। তরণীর অঙ্গে লক্ষ্মণের যে সব তীক্ষ্ণ শর বিদ্ধ হচ্ছে, আমার যেন বোধ হচ্ছে, সখা, সেই সব শাণিত শর আমারই বক্ষে এসে বিদ্ধ হচ্ছে। বোধ হয়, সখা! তরণীর নিজের পিতা কিংবা নিজের মাতা নাই, থাক্‌লে কি এমন বালক-পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাতে পার্‌ত?

বিভীষণ। না, প্রভু! তরণীর পিতাও আছে, মাতাও আছে; কিন্তু তারা বড় নির্দ্দয়—বড় নিষ্ঠুর, তাই তাদের পুত্রস্নেহ তাদের কঠিন হৃদয়ে পৌঁছাতে পারে না।

রাম। বল কি! পিতা আছে? তা' হ'লে সে পিতা নিজে যুদ্ধে না এসে, কেমন ক'রে অমন সুকুমার পুত্রকে যুদ্ধে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত আছে?

বিভীষণ। ব'লেইছি ত, তারা বড় নিষ্ঠুর—বড় পাষাণ!

রাম। যত বড় নিষ্ঠুরই হ'ক্‌ না কেন, তবুও সে পিতা, তবুও সে মাতা।

বিভীষণ। [নীরবে মুখ নত করিয়া রহিলেন]

ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম।—

গান।

দয়ার সাগর আজি কেন রে উছলে।
আজি কি রে পৌর্ণমাসী,
ভক্তরূপে পূর্ণশশী,
ভক্তির কিরণরাশি,
ঢালে সিন্ধু-জলে।

বহে ধীর সমীর ধীরে,
শান্ত সিন্ধু-নীরে,
তাহে প্রেম-তরঙ্গ করিছে রঙ্গ
ওই করুণার ছলে।
আসিয়া সিন্ধুতীরে,
ভাসিয়া নয়ন-নীরে,
হ'য়ে ভাবে বিভোর কবে অঘোর
ডুবিবে ওই কৃপাসিন্ধুর তলে ॥

বেগে রক্তাক্ত দেহে হনূমানের প্রবেশ।

হনূমান্। সর্ব্বনাশ হ'ল—সর্ব্বনাশ হ'ল, প্রভু! আজ তরণীর শরে বুঝি সব গেল! বানর-কটক তরণীর শর সহ্য কর্‌তে না পেরে সকলেই রণভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করেছে, সুগ্রীব রাজা মূৰ্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছেন; একমাত্র ঠাকুর লক্ষ্মণ প্রাণপণে যুদ্ধ কর্‌ছেন। আমিও ক্ষত-বিক্ষত দেহে এই সংবাদ নিয়ে ছুটে এসেছি।

বিভীষণ। নারায়ণ! নারায়ণ! শীঘ্র চলুন, একাকী লক্ষ্মণ তরণীর সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ছেন। তরণী মহাবীর, তার শিক্ষা চমৎকার, পাছে দুর্ম্মতি কোন সর্ব্বনাশ ঘটিয়ে বসে! চলুন, এখনই চলুন।

রাম। যাচ্ছি, যদি লক্ষ্মণের প্রাণ বাঁচাতে পারি, তা ভিন্ন আমি কিছুতেই তরণীর সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ব না।

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। জয় বীর তরণীর জয়! জয় বীর তরণীর জয়!

বিভীষণ। ঐ শত্রু-জয়ধ্বনি! রঘুমণি! রঘুমণি! চলুন—ছুটে চলুন।

রাম। আসুন—শীঘ্র আসুন।

[সকলের দ্রুত প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লঙ্কা—গুপ্ত উদ্যান।

রসমাণিক্যের কণ্ঠ বামহস্তে বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ হস্তে চিবুক ধরিয়া গীতকণ্ঠে সূর্পণখার প্রবেশ।

সূর্পণখা।—[নাকিস্মুরে]

গান।

তুঁমি রঁসিক নটবঁর, রঁসের সাঁগর
রঁসেতে ভঁরপূঁর হেঁ।

রসমাণিক্য।— (একবার ডোব দেখি)
(এই রসের ভেতর একবার ডোব দেখি)
(প্রেমের রস খেয়ে প্রাণ ভর্তি কর)
(যাবে ক্ষিধে-তেষ্টা খেঁদী তোমার)
রসেতে ভঁরপূর হে।

সূর্পণখা।— তুঁমি প্রেঁমের নির্ঝঁর, ঝঁরিছে ঝঁর্ ঝঁর্,

রসমাণিক্য।— খাও, পার যত পেটভ'রে। (খেঁদী লো)

সূর্পণখা।— (খেঁলে যেঁ ফুঁরিয়ে যাঁবে)
(ফুঁরিয়ে গেঁলে ম'রে যাঁব গোঁ)

রসমাণিক্য।— (তোমার কি মরণ আছে)
(আঃ—মরণের দশা আর কি!)
(তোমায় যমের দৃষ্টি হয় নি আজও)
খাও—পার যত পেট ভ'রে। (খেঁদী লো)

স্থূর্পণখা।— ওঁবে মরিব মরিব আঁজি নিশ্চয় মরিব।

রসমাণিক্য।— তোমা হেন নাকেশ্বরী কোথা খুঁজে পাব ॥

স্থূর্পণখা।— (মাইরি নাকি) (বঁলি মাণিক)

(সঁত্যি কঁ'রে বঁলছ ওঁ প্রাঁণ)

রসমাণিক্য।— তোমা হেন নাকেশ্বরী কোথা খুঁজে পাব ॥

বলি আজকার মতন হ'ল ত ?

স্থূর্পণখা। আঁজ অঁমন ব্যঁস্ত হঁচ্ছ কেঁন ?

রসমাণিক্য। সত্যি ক'রে, আজ আমি একটু বেশি রকমই ব্যস্ত আছি।

স্থূর্পণখা। কেঁন বঁল দেঁখি ?

রসমাণিক্য। ঐ যে তখন বল্লেম না যে, আমায় একটু সকাল ক'রে ছেড়ে দিতে হবে ; আমি আজ তরণীর শেষ পালাটা একবার দেখ্তে যাব।

স্থূর্পণখা। সেঁটা মর্বে নাকি ?

রসমাণিক্য। কথা ত সেই রকম, এখন ফলে গিয়ে যা দাঁড়ায়।

স্থূর্পণখা। ওঁটা মর্লে বাঁচা যায়, সরমা মাগীর ঠ্যাঁকার্ ভাঁঙে।

রসমাণিক্য। ঠ্যাকার্ এবার অনেকেরই ভাঙ্বে, তার জন্য কোন চিন্তা কর্তে হবে না।

স্থূর্পণখা। রাঁড়ীর দঁল বাঁড়্লেই বাঁচি। আঁমায় এঁতদিঁন রাঁড়ী রাঁড়ী বঁ'লে যেঁমন সঁবাই আঁড়ি কঁ'রে বেঁড়াত, তেঁমনি এঁখন খুঁব হঁচ্ছে—বেঁশ হঁচ্ছে ! রাঁড়ীতে রাঁড়ীতে সঁবার বাঁড়ী এঁখন ভঁর্তি।

রসমাণিক্য। সবই এই তোমারই কৃপায়। তুমি যদি না সুরু ক'রে দিতে, তা' হ'লে কি আর এমন মজাটা হ'ত ?

স্থূর্পণখা। ভাঁরি মজা কিঁন্তু, ভাঁই ! ভাঁরি মঁজা ! যেঁটাই

যাচ্ছে, সেঁটাই আঁর ফিঁরছে না। এঁকেবাঁরে কাঁমাখ্যাদেবীর তীঁর্থ-ক্ষেঁত্র আঁর কিঁ ! গেঁলে আঁর ফেঁরৎ নাই।

রসমাণিক্য। তফাৎ মাত্র এই—সেখানে ভেড়া, এখানে মড়া। সেখানে যাছ করে, এখানে শুধু মরে ; তা হরে-দরে সমানই আছে।

শূর্পণখা। সেঁ সঁব যুঁদ্ধ হাঁঙ্গামা দেঁখতে গিঁয়ে তোঁমার দঁরকাঁর নাই ; এঁই তঁ বেঁশ আঁছ, দুঁজনে মিলে বেঁড়ে ফূঁর্ত্তি কঁরছি।

রসমাণিক্য। আমাদের সেখানে কিছুমাত্র ভয়ের কারণ দেখি না। আমরা যে যমের অরুচি, আমাদের মারে কে বল ? তোমার কথা ছেড়ে দিই—নাই-ই ধরলুম, বিশেষতঃ তোমার প্রেমের গন্ধ গায়ে যার লেগে আছে, তার ত্রিসীমানা দিয়েও যম ঘেঁসে না।

শূর্পণখা। তাঁ হঁ'লেও আঁমি বাঁচি। তোঁমার এঁকটু এঁদিক ওঁদিক হঁ'লেই আঁমি গেঁছি আঁর কিঁ !

রসমাণিক্য। রাম বল, তা কি আর হবার যোটি আছে !

শূর্পণখা। আঁচ্ছা, মাণিক ! আঁমি যঁদি মরি, তাঁ' হঁ'লে তুঁমি কিঁ কঁর, বঁল তঁ ?

রসমাণিক্য। একেবারে তেরাত্তির শ্রাদ্ধ ক'রে তোমাকে উদ্ধার ক'রে দিই, নৈলে তুমি ভূত হ'য়ে ঘাড়ে চাপ্‌লে আর রক্ষেও থাকবে না। জ্যান্তেই এই, আর ভূত হ'লে কি আর রক্ষে থাকবে ? তোমার মতন ভূতকে ছাড়াবার রোজাও মেলা ভার। এখন চল দেখি, সুন্দরি ! একবার ঘরমুখো হওয়া যাক্, আমাকে তরণীর পালার শেষটা গিয়ে কেমন জমে, সেটা একটু দেখাই চাই।

[শূর্পণখার হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

লঙ্কা—অন্তঃপুর।

ভীত ত্রস্তভাবে রাবণের প্রবেশ এবং তৎপশ্চাৎ মন্দোদরীর প্রবেশ।

রাবণ। ঐ আস্‌ছে—ঐ আস্‌ছে—ভীষণ শূল হস্তে আমার দিকে ধেয়ে আস্‌ছে। মার্‌লে—মার্‌লে! পরিত্রাহি—পরিত্রাহি! কে আছ কোথায়? আমাকে রক্ষা কর,—রক্ষা কর, আমি যার সীতা এখনই তাকে ফিরিয়ে দিয়ে আস্‌ছি; আমাকে রক্ষা কর!

মন্দোদরী। মহারাজ! মহারাজ!

রাবণ। কে মহারাজ? কোথায় মহারাজ? এ পাপের রাজত্ব, এখানে অপর মহারাজ কেউ নাই, এখানে চার্‌দিকে পাপে ছেয়ে ফেলে দিয়েছে।

মন্দোদরী। হায়, হায়! অকস্মাৎ মহারাজের এ ভাব হ'ল কেন?

রাবণ। কে—ও! অতিকায়! কৈ—এখনও যুদ্ধে যাস্ নি? এখনও স্ত্রীর আঁচল ধ'রে ঘরে ব'সে রৈলি? কুলাঙ্গার! তুই দূর হ'। তুই আমার পুত্র ন'স্, আমার সম্মুখ হ'তে এখনই দূর হ'। আবার ও কে রে? কবন্ধ মূর্ত্তিতে বৃহৎ পর্ব্বতাকার মূর্ত্তি ও কে রে? হায়—হায়, ও যে আমার প্রাণের ভাই কুম্ভকর্ণ। বল্ ভাই! এমন দশা তোর কে ঘটালে? কে তোর বিশাল দেহ হ'তে মুণ্ড খসিয়ে নিলে? কার এমন শক্তি হ'ল? আ-হা-হা, ভাই আমার! প্রাণের ভাই আমার! তোকে আমিই যে অকালে, ঘুম ভাঙিয়েছিলাম, ভাই! আমার জন্যই যে তুই প্রাণ দিয়েছিস্! শুধু নিজের প্রাণ নয়, নিজের

শিশু-পুত্র দুটির প্রাণও দিয়েছিস্। এত ভালবাসা তোর ভা'য়ের ওপর ? আর সেই বিভীষণ ! সে কি ভাই ? ও হো-হো ! তার নাম ক'রো না—নাম ক'রো না, তার নাম আমার কাছে যে করবে, এখনই তার শিরশ্ছেদ হবে।

মন্দোদরী। মহারাজ ! চুপ্ করুন, দেখুন—আপনার এই অবস্থা দেখে সকলে কেমন স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে।

রাবণ। মন্দোদরি ! দেখ্‌তে পাচ্ছ কি ? [অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া] ঐ দেখ—ঐ দূরে—অতি দূরে ঠিক শ্মশানের মাঝখানে একটা চিতা জ্বল্‌ছে। ওটা কার চিতা জান ? আমার—আমার ! বুঝেছ ? আমি বেঁচে নাই, আমি রামের হাতে মরেছি, তাই ঐ রাবণের চিতা দূরে—অতি দূরে ধূ-ধূ ক'রে জ্বল্‌ছে। আর তুমি বিধবা সেজে ঐ দেখ—ঐ চিতার পাশে দাঁড়িয়ে আছ। তা' হ'লে বুঝ্‌তে পেরেছ, আমাদের পরিণাম ? তা' হ'লে বুঝ্‌তে পেরেছ যে, ত্রিলোক-বিজয়ী রাবণেরও মৃত্যু আছে ?

মন্দোদরী। হা অদৃষ্ট ! মহারাজ ! আজ একি দৃশ্য দেখ্‌ছেন ? সত্যই কি অদৃষ্টে শেষে ঐ দুর্গতি আছে ?

রাবণ। [নিম্নকণ্ঠে] মন্দোদরি ! তুমি এক কাজ কর ত, আমার সেই মৃত্যুবাণটা এনে আমার কছে দাও ত দেখি, সেটাকে আমার নিজের কাছে লুকিয়ে রাখ্‌ব। কি জানি, যদি বিভীষণ সে বাণের সন্ধান ব'লে দেয়, তা' হ'লে ত আর রক্ষা থাকবে না। তুমি যাও—যাও, শীঘ্র নিয়ে এস।

মন্দোদরী। মহারাজ ! সে বাণের সন্ধান বিভীষণ জানে না, এক আমি ভিন্ন চন্দ্র সূর্য্যও সে সন্ধান জান্‌তে পারে নি। আমি তাকে খুব সাবধানেই রেখেছি।

রাবণ। না—না, রাণি! তোমাকেও বিশ্বাস নাই, নারীজাতিকে আমার কিছুতেই বিশ্বাস নাই। ওরা ঘোর অবিশ্বাসিনী, ওরা নিজের হাতে পতির মুখে বিষ ঢেলে দেয়, নিজের হাতে পতির বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়, নিজের স্বামীকে ফেলে অপর পুরুষের কাছে সতীত্ব বিসর্জ্জন দেয়। তুমি দেখ নি? এরূপ কত নারী আপনার পতি ফেলে আমার লঙ্কাতে আমার উপভোগ্য হ'য়ে আছে।

মন্দোদরী। আচ্ছা, আমি তাই দেবো, আপনি একটু সুস্থ হ'ন্—স্থির হ'ন্।

রাবণ। সুস্থ—স্থির? রাবণ হবে? কোন দিন হ'তে দেখেছ? জীবনের আদি-অন্তের খবর ত তুমি সবই জান, মন্দোদরি! চির জীবনটা আমার রূপের নেশায়—জয়ের আশায়—আধিপত্যের প্রলোভনে অস্থির ভাবেই কেটে গেছে। আবার যেদিন সেই কালভুজঙ্গী সীতাকে লঙ্কায় এনেছি, সেইদিন থেকে কি ভাবে বেড়াচ্ছি—তা ত তুমি দেখেছ, মন্দোদরি! আমার জীবনের সব সুখ—সব শান্তি নষ্ট ক'রে দিয়েছে—ঐ কালভুজঙ্গী সীতা! ঐ সর্ব্বনাশী লঙ্কায় থাক্‌তে আর আমার শান্তি নাই।

মন্দোদরী। তাই যদি বুঝে থাকেন, তবে এক কাজ করুন না, মহারাজ! যার সীতা তাকে ফিরিয়ে দিন্, লঙ্কার শান্তি আবার ফিরে আসুক্।

রাবণ। [সক্রোধে] কি! কি—বল্‌ছ? সীতা ফিরিয়ে দেবো! দন্তে তৃণ ক'রে—গললগ্নীকৃতবাস হ'য়ে রামের কাছে রাবণ আজ তার সীতা ফিরিয়ে দিতে যাবে? বল্‌তে তোমার একটুও সঙ্কোচ হ'ল না—জিভে কথাটা জড়িয়ে গেল না? এ কথা ব'লে রাবণের কাছে এক তুমিই অব্যাহতি পেয়ে গেলে। তুমি জান, ঐ কথার জন্য আমি আমার সহোদর

ভাই বিভীষণকে পর্য্যন্ত পদাঘাতে বিদায় করেছিলাম? তুমি এখনই এখান থেকে দূর হও বল্‌ছি, নতুবা এ রাবণ তোমাকে কিছুতেই ক্ষমা কর্‌বে না।

মন্দোদরী। তাই করুন, মহারাজ! তাই করুন; আপনার হাতের ঐ অসিতে আমাকে হত্যা ক'রে ফেলুন; তা' হ'লেই সকল আপদ্ ঘুচে যাবে।

রাবণ। ঐ দেখ, মন্দোদরি! ঐ সেই সীতা। দেখ—কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধ'রে দাঁড়াল! ভীষণ আকৃতি, মুক্তকেশী, রুধিররঞ্জিত ভীষণ খড়্গ হস্তে লোলরসনা লক্‌লক্ কর্‌ছে! কি ভয়ঙ্করী! কি ভীষণা! ঐ যে—এইদিকে খল্ খল্ ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে ধেয়ে আস্‌ছে কি? এত সাহস! এত স্পর্দ্ধা! দাঁড়া—দাঁড়া, পাপীয়সি! রাবণের শাণিত কৃপাণ আজ তোকে ক্ষমা কর্‌বে না; মন্দোদরি! সাবধান, ধর্‌তে এসো না! আমি এখনই ঐ অসীতামূর্ত্তি সীতাকে হত্যা কর্‌ব। যাই—যাই, রক্ষা নাই।

[বেগে প্রস্থান।

মন্দোদরী। হায়, হায়! আবার সেই সর্ব্বনাশ হয় বুঝি? যাই, এখন সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই।

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

লঙ্কা—রণক্ষেত্র।

অসিযুদ্ধ করিতে করিতে রক্তাক্ত কলেবরে
তরণী ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। এইবার, তরণী! তোর ভবলীলা সাঙ্গ করি!

[অস্ত্রাঘাত, তরণীর পতন ও মূর্চ্ছা]

বহুকষ্টে তরণীকে ফেলেছি ভূমিতে,
কিন্তু মরে নাই—মরে নাই, এখনো রাক্ষস।
মূর্চ্ছা ভেঙে পুনরায় করিবে সমর।
বড়ই দুর্দ্ধর্ষ বীর,
অস্ত্রশিক্ষা আরো চমৎকার!
কপিসৈন্য একজন নাহি মোর সাথে,
পারি না একাকী আর করিতে সংগ্রাম।
সর্ব্বাঙ্গে রুধির-ধারা ঝরিছে আমার,
ক্রমে যেন শক্তিহীন করিছে আমায়।
না পারি ধরিতে অসি, হয়েছি দুর্ব্বল,
দাদা—দাদা! কোথা তুমি? এস একবার।

তরণী। [মূর্চ্ছাভঙ্গে উঠিয়া]
ডাক তব দাদারে এখন,
কাজ নাই তব সনে আর;
তব শক্তি হয়েছে পরীক্ষা।
মূর্চ্ছা হেরি করেছিলে মনে,

বধিলাম তরণীরে বুঝি।
বৃথা আশা—শতবার মূর্চ্ছিত হ'লেও
না মরিবে এ তরণী কভু।
ইচ্ছা যদি থাকে,
এস পুনঃ রণসাধ মিটাই, লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ। লজ্জাহীন দুষ্ট নিশাচর!
আয় তবে পাঠাই নরকে।

[উভয়ের যুদ্ধারম্ভ]

তরণী। সাবধান লক্ষ্মণ, এবার!

লক্ষ্মণ। ওঃ! পারি না—পারি না আর,
এইবার প্রাণ বুঝি যায়!
দাদা—দাদা, এ সময়ে কোথায় রহিলে?
কোথা আছ, মিত্র বিভীষণ?

সহসা "জয়রাম" শব্দ করিতে করিতে
বেগে হনূমানের প্রবেশ।

[তিনজনের যুদ্ধ চলিতে লাগিল]

তরণী। লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!
এইবার স্মর' ইষ্টদেবে।

[অস্ত্রাঘাত]

[লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া হনূমানের স্কন্ধে ঢলিয়া পড়িলেন।]

[তরণীর প্রস্থান।

হনূমান্। হায়—হায়! সর্ব্বনাশ হ'ল! সর্ব্বনাশ হ'ল! [চীৎকার]

বেগে রাম ও বিভীষণের প্রবেশ।

রাম। [লক্ষ্মণের দেহ ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া] মিত্র! মিত্র! উপায় কর,—উপায় কর; লক্ষ্মণ বুঝি ছেড়ে যায়! লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! একবার কথা কও, একবার দাদা ব'লে ডাক! হায়! হায়! কেন আমি একাকী তোমায় যুদ্ধে যেতে বলেছিলাম।

বিভীষণ। কোন ভয় নাই, রঘুনাথ! লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হয়েছেন মাত্র, এখনই চৈতন্যলাভ কর্‌বেন। [সকলে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন]

রাম। [সহসা উঠিয়া উন্মত্তবৎ ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া] মিত্র বিভীষণ! কৈ—লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা ত এখনও ভাঙ্‌ল না! বুঝেছি, ভাই আমার, অভিমানে তার দাদাকে ছেড়ে চ'লে গেছে; আর লক্ষ্মণকে পাব না, কিন্তু আজ দেখ্‌ব তরণীকে কে রক্ষা করে? আর তার নিস্তার নাই। লক্ষ্মণের শোক আজ আমার ক্রোধানল জ্বেলে দিয়েছে। কৈ? কোথায় সে? আমি এখনই তাকে বধ ক'রে তবে লক্ষ্মণের শোকানল নির্ব্বাণ কর্‌ব। এই সর্ব্বসংহারক শর ধনুকে যোজনা ক'রে ছুটে যাচ্ছি; আজ লক্ষ্মণের জন্য ব্রহ্মাণ্ড সংহার কর্‌ব। সংহার—সংহার —আজ ব্রহ্মাণ্ড সংহার।

[বেগে প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। [মূর্চ্ছাভঙ্গে] দাদা! দাদা! কোথায় তুমি?

বিভীষণ। আর ভয় নাই, ঠাকুর লক্ষ্মণের চৈতন্য সঞ্চার হয়েছে। পবন-কুমার! তুমি সাবধানে ঠাকুরের শুশ্রূষা কর, আমি রঘুনাথের কাছে ছুটে গিয়ে লক্ষ্মণের চৈতন্য-প্রাপ্তির সংবাদ দিই গে; নতুবা কমল-লোচন রঘুনাথ লক্ষ্মণের শোক সহ্য কর্‌তে পার্‌বেন না।

[বেগে প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। কৈ, পবন-কুমার! আমার দাদা কৈ?

হনূমান্। ভয় নাই, প্রভু তরণীকে বধ কর্‌তে এখনই ছুটে গেলেন।

লক্ষ্মণ। তবে আমাকে একবার ধ'রে তোল। দাদা একা যুদ্ধে গিয়েছেন, আমিও তাঁর কাছে যাব।

হনূমান্। [ধরিয়া তুলিয়া] ঠাকুর লক্ষ্মণ! তুমি এখনও ভালরূপ সুস্থ হ'তে পার নাই, এখন চল—তোমাকে শিবিরে নিয়ে যাই। প্রভু এখনই তরণীকে বধ ক'রে ফিরে আস্‌বেন।

লক্ষ্মণ। ওঃ! কি ভীষণ শর তরণীর! চল, বৎস! আমাকে ধ'রে নিয়ে চল।

[হনূমানের স্কন্ধে ভর করিয়া লক্ষ্মণের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

সরমার কক্ষ।

উন্মাদিনীর ন্যায় সরমার প্রবেশ।

সরমা। তোরা কেউ শুনেছিস্ যে, মা কখন ছেলেকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে পারে? জগতে এ উপন্যাস আর কেউ জানে না, কেবল এক আমিই জানি—আমিই শোনাতে পারি। ওরে, আমি নিজেই সেই পোড়াকপালী রাক্ষসী মা। আমিই আজ আমার তরণীকে জেনে-শুনেই সেই যমের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি। ওকি! শুনে সবাই অমন ক'রে চম্‌কে উঠ্‌লি কেন গা? তোরা বুঝি সব ছেলের মা? তাই ভয়ে চম্‌কে উঠ্‌লি। তবে যা,পালা—পালা, তোদের শুনে কাজ নাই, তোরা শুনে সহ্য কর্‌তে পার্‌বি না; তোরা যে সত্যি সত্যি মা! আর আমি ত সত্যি ক'রে তরণীর মা নই যে, আমার ভয় হবে! আমি যে ছেলে-খেকো রাক্ষসী মা, আমি পেটের ছেলে খেয়ে ফেলি, কখন ছেলের মুখে মা ডাক্ শুন্‌তে পারি না; তাই তাকে মেরে ফেল্‌তে যমের বাড়ী পাঠিয়েছি; শুন্‌লি আমার উপন্যাস? শুন্‌লি আমার রূপকথা? তবে যা—স'রে যা, এখানে ছেলেদের মা যদি কেউ থাকিস্, তবে কানে আঙুল দিয়ে স'রে পড়্। য়্যাঁ! ঐ যে যুদ্ধের বাজনা এখান থেকে শোনা যাচ্ছে! তবে এখনও যুদ্ধ থামে নি—তবে এখনও তরণী যুদ্ধ কর্‌ছে! পার্‌ছে ত? না—ভয়ে ধনুক ধর্‌তে তার হাত কাঁপ্‌ছে? না—ধনুর্ব্বাণ ফেলে তার ইষ্টদেব রামের পূজা কর্‌তে ব'সে গিয়েছে? না—না, তা কর্‌বে না। সে ত তেমন কাপুরুষ ছেলে আমার নয়! সে নিশ্চয়ই রণক্ষেত্রে রণ-কৌশল দেখিয়ে সকলকে চমৎকার লাগিয়ে

দিয়েছে ; আর স্বামী আমার, একাই আজ সেই পুত্রের বীরত্ব দেখে আনন্দ-গর্ব্বে স্ফীত হ'য়ে উঠ্‌ছেন, কিন্তু আমার কপালে নাই, তাই সে সুখে বঞ্চিত থাক্‌তে হ'ল! কিন্তু—কিন্তু—ঐ যে—ঐ যে সমস্ত কপিদল একসঙ্গে এসে তরণীকে ছেয়ে ফেলে দিয়েছে! পাহাড়, পর্ব্বত সব এনে তরণীর মাথায় ছুড়ে ছুড়ে ফেল্‌ছে! আহা-হা, কচি মাথা বাছার আমার গুঁড়ো হ'য়ে যাবে যে! আবার ঐ যে রামের শর দেখ্‌তে দেখ্‌তে জ্ব'লে উঠ্‌ল! ঐ যে জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে তরণীর দিকে নক্ষত্রের মতন ছুটল! পার্‌লে না—পার্‌লে না—তরণী আমার সে শর নিবারণ কর্‌তে পার্‌লে না! ঐ—ঐ বুঝি মাথায় এসে পড়্‌ল! ঐ বুঝি তরণীর মাথাটা জ্ব'লে উঠ্‌ল, না—না দেখা যায় না; চোখ ঢেকে ফেলি। [হস্ত দ্বারা চক্ষু আবৃত করিলেন]

তৎক্ষণাৎ সকরুণ গীতকণ্ঠে সুরজার প্রবেশ।

সুরজা।— গান।

কৈ মা, কোথা মা, কোথা গেলে মা,
আমায় দাও মা আমার তরণী।
চেয়ে দেখ মা একবার
বড় সাধের বধূ যে তোমার,
আজ সেজেছে পথের ভিখারিণী।
আমার হৃদয়-মন্দির আঁধার করিয়া,
আমার হৃদয়-নিধিরে আনিলি কাড়িয়া,
কোথায় লুকালি, কোথায় রাখিলি,
কোথায় বা ভাসালি আমার তরণী।

সরমা। সত্যিই ত! আমিই যে কেড়ে নিয়ে তোর বুকখানা খালি ক'রে দিয়েছি, মা! তোদের দুজনের সুখ যে, আমি আমার পোড়া চোখে দেখে সইতে পার্‌লেম না, মা!

স্বরজা।—　　　　[পূর্ব্ব গীতাংশ।]

দেখ মা একবার দেখ মা চাহিয়া,
আমার সীমন্তের সিঁদুর কে দিল মুছিয়া,
কে দিল রে আমার কপাল ভাঙিয়া,
আমি হ'য়ে গেছি আজ পাগলিনী।

সরমা। হা অভাগিনি! এই রাক্ষসীর কাছে কাঁদতে এসেছিস্? এই ডাকিনীর কাছে জুড়াতে এসেছিস্? আমিই যে আজ তোর এই দশা করেছি; আমিই যে তোর সর্ব্বনাশী মা!

স্বরজা।—　　　　[পূর্ব্ব গীতাংশ।]

কি হবে গো আমার, কেমনে রহিব,
এ অনল জ্বালা আমি কেমনে সহিব,
আর দহিতে পারি না,　সহিতে নারি মা,
আমার বুক ভেঙে যায় গো জননি।

সরমা। কাঁদ্—কাঁদ্, অভাগিনি! কাঁদ্, প্রাণ খুলে কাঁদ্, কেঁদে কেঁদে পৃথিবী ভাসিয়ে ফেলে দে, তা' হ'লেও বুকটো তোর হাল্কা হবে। কিন্তু আমি! আমি তাও পার্‌ব না। লোকে হাস্‌বে—টিট্‌কারী দেবে। বল্‌বে, রাক্ষসীর আবার কান্না—রাক্ষসী মা'র আবার চোখে জল! তাই আমার আর সে কান্নার পথও নাই।

স্বরজা।—　　　　[গীতাবশেষ।]

দেখ মা চোখে আর নাহি অশ্রুবারি,
শুকায়েছে সব (আর) কাঁদিতে না পারি,
আমি কোথা বা জুড়াব, কোথা বা দাঁড়াব,
আমি হইলাম ভবে চির-কাঙালিনী॥

[স্বরজাকে ধরিয়া লইয়া সরমার প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্বর্গ—বৈজয়ন্তসভা।

ইন্দ্র, যম, পবন, বরুণ ও অন্যান্য
দেবগণ আসীন।

ইন্দ্র। মৃত্যুপতি! আজ তোমরা লঙ্কাপুরী পরিত্যাগ ক'রে কিরূপে স্বর্গে এসে উপস্থিত হ'লে?

যম। সুরপতি! সম্প্রতি লঙ্কাপতি দুষ্ট রাবণ সহসা উন্মত্তভাব ধারণ করেছে; বাহ্যজ্ঞান কিছুমাত্র নাই। রাজসভা পরিত্যাগ ক'রে অন্তঃপুরেই অবস্থান কর্‌ছে, আর মধ্যে মধ্যে কিসের বিভীষিকা দেখে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ছে; মন্ত্রী প্রভৃতি সকলেই তাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। কে কোথায় কি কর্‌ছে-না-কর্‌ছে, কেহই তার সন্ধান রাখ্‌ছে না; সুযোগ পেয়ে আমরা সকলেই স্বর্গে চ'লে এসেছি।

ইন্দ্র। বুঝ্‌তে পেরেছি, লঙ্কাপতির এই আকস্মিক উন্মত্ততা মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ; তাই ঐ সব বিভীষিকা দর্শন কর্‌ছে। এতদিনে তা' হ'লে পাপিষ্ঠ দশাননের পাপ ষোলকলায় পূর্ণ হ'য়ে এসেছে।

বরুণ। নারায়ণ কি মুখ তুলে চাবেন? তেমন ভাগ্য কি দেবতা-গণের আর কখন হবে? দুঃখের কথা আর কত বল্‌ব, সুরনাথ! দুরন্ত রাবণের অত্যাচারে ত্রাহি ত্রাহি রবে ডাক ছাড়্‌তে হয়েছে। বারি বহন কর্‌তে কর্‌তে এই দেখুন, বাসব, স্কন্ধদেশের অবস্থা কি হ'য়ে গেছে; এখনও ক্ষত স্থান শুষ্ক হয় নি।

পবন। দুঃখের কথা মনে হ'লে আর প্রাণ ধারণ কর্‌তে ইচ্ছা হয় না। যদি অমর হ'য়ে জন্মগ্রহণ না কর্‌তেম, তা' হ'লে এতদিন কবে

এই ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত জীবন ঐ মন্দাকিনীর জীবনে বিসর্জ্জন দিয়ে ফেল্‌তাম।

যম। একবার আমার মস্তকটার দিকে চেয়ে দেখুন, সুরনাথ, ঘাসের বোঝা বইতে বইতে কি দুর্দ্দশা ঘটেছে! পাপিষ্ঠ কবে যে এই যমের হাতে পড়্‌বে, তাই ভাব্‌ছি। সেইদিন পাপিষ্ঠকে নরককুণ্ডে ফেলে কিরূপ নির্যাতন করি, দেখিয়ে ছাড়্‌ব।

ইন্দ্র। আমাদের দুর্দ্দশা দূর হবার অধিক দিন বিলম্ব নাই, সুরগণ! শীঘ্রই রামচন্দ্রের করে পাপিষ্ঠের মৃত্যু উপস্থিত হবে।

বরুণ। কতদিনে কি হবে, কে জানে? আমার ত একেবারে অসহ্য হ'য়ে উঠেছে, আর কিছুতেই যেন সহ্য ক'রে উঠ্‌তে পারছি নে।

পবন। ব্যাটা মরবে কি, নিজে ত আর যুদ্ধে যাবে না; লঙ্কার একটা দুধের শিশু বেঁচে থাকৃতে ও ধূর্ত্ত যুদ্ধে যাচ্ছে না—এমনি চালাক ব্যাটা!

মাতলির প্রবেশ।

ইন্দ্র। কি সংবাদ, মাতলি?

মাতলি। আজ লঙ্কাযুদ্ধে ভীষণ ব্যাপার বেধেছে, দেবরাজ!

ইন্দ্র। কি রকম?

মাতলি। বিভীষণ-পুত্র তরণী আজ যুদ্ধে এসেছে।

ইন্দ্র। বিভীষণ-পুত্র তরণী! সে যুদ্ধে এসেছে? বড় যে আশ্চর্য্যের বিষয়, মাতলি! কেন না—প্রথমতঃ বিভীষণ হ'ল রামচন্দ্রের পক্ষভুক্ত, আবার তরণীও শুনেছি একজন বিশেষ রামভক্ত; ওদিকে দশানন হ'ল গিয়ে বিভীষণের শত্রু; অথচ তার আদেশে, পিতার বিরুদ্ধে রামভক্ত তরণী আজ রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এল, এর গূঢ় কারণ ত কিছু বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লেম না, মাতলি!

মাতলি। শুধু আপনি ব'লে নয়, সুরনাথ! অন্যান্য সুরগণ, যক্ষ,

কিন্নরগণ প্রভৃতি যারা যারা যুদ্ধ দর্শন করতে গিয়েছেন, কেহই এই সমস্যা-জাল ভেদ করতে পারেন নি; সকলেই বিস্মিত-নয়নে যুদ্ধের ফলাফল দেখ্‌তে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছেন।

ইন্দ্র। তরণী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হ'লে পিতা-পুত্রে তখন কি ব্যবহার করলে?

মাতলি। সে দৃশ্যও বড় চমৎকার! পিতা-পুত্রে কোন কথাবার্ত্তাই হ'ল না। পুত্রের জন্য বিভীষণকেও কিছুমাত্র বিচলিত হ'তে দেখা গেল না, বরং পুত্রের বধের জন্যই বিভীষণকে বিশেষ ব্যস্ত দেখা গেল।

ইন্দ্র। রামচন্দ্রকে দেখে রামভক্ত তরণী কি ব্যবহার করলে?

মাতলি। ভক্তির কোন লক্ষণই ত দেখা গেল না, বরং রামচন্দ্রকে কটূক্তি বর্ষণই করতে শোনা গেল।

ইন্দ্র। যতই শুনছি, ততই বিস্মিত হচ্ছি।

পবন। ও রাক্ষুসে কাণ্ড ঐরূপই হ'য়ে থাকে। ওদের পিতা-পুত্র, গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ এ সব মেনে চল্‌বার কোন নিয়ম দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

বরুণ। নৈলে কি বিভীষণ নিজের পত্নী পুত্র ছেড়ে গিয়ে রামচন্দ্রের আশ্রয় নিতে পারত? ও যেমন পিতা, তেমনি পুত্র। যা বল্‌লে, পবন ভায়া, ও রাক্ষুসে ব্যাপারই হ'ল ঐ রকমের!

ইন্দ্র। তার পর, মাতলি, যুদ্ধের ব্যাপার কিরূপ দেখ্‌লে?

মাতলি। তরণী একজন মহাবীর, তার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ঠাকুর লক্ষ্মণকে পর্য্যন্ত মূর্চ্ছা যেতে হয়েছিল।

ইন্দ্র। বল কি! তার পর?

মাতলি। তার পর এবার স্বয়ং রামচন্দ্র তার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন দেখে, দেবরাজকে এ সংবাদ দিতে চ'লে এসেছি।

ইন্দ্র। তাই ত, তরণী-যুদ্ধের অবস্থা ত বড় ভয়ঙ্কর ব'লে মনে হচ্ছে।

সহসা বৃহস্পতির প্রবেশ।

বৃহস্পতি। ভয়ঙ্কর হ'লেও রামচন্দ্রের হস্তে আজ আর তরণীর নিস্তার নাই। শীঘ্রই তরণী রামচন্দ্রের শরে প্রাণত্যাগ ক'রে বৈকুণ্ঠে চ'লে যাবে। কেন না, তরণী একজন মহাভক্ত, রামহস্তে যাতে মৃত্যু হয়, এই উদ্দেশ্যেই তরণী আজ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে।

ইন্দ্র। যুদ্ধে জয়লাভ করা তা' হ'লে তরণীর উদ্দেশ্য নয়, গুরুদেব ?

বৃহস্পতি। না, বরং নিজের রাক্ষস দেহ দান ক'রে যাতে ত্রিলোকের হিতসাধন হয়, সেই তার একমাত্র উদ্দেশ্য আর সেইজন্যই তার এই আত্মবলি।

ইন্দ্র। ধন্য—ধন্য, তরণী! রাক্ষসকুলে তুমিই ধন্য!

বৃহস্পতি। আবার পিতা বিভীষণও পুত্রের মনোভাব বুঝ্‌তে পেরে তরণী যাতে দেহত্যাগ ক'রে বৈকুণ্ঠধামে গমন করতে পারে, তার জন্যই বিশেষ চেষ্টা কর্‌ছেন। সাধ্বী জননীও পুত্র তরণীকে উৎসাহিত ক'রে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিয়েছে, যাতে তরণীর পতনে ত্রিলোকের কল্যাণ সাধন হয়। বৎস পুরন্দর! আজ স্বর্গবাসী দেবগণের বড়ই আনন্দের দিন, কেন না—স্বয়ং ভক্তচূড়ামণি তরণী আজ বিশ্ব-হিতের জন্য দধীচির ন্যায় আত্মবলি দিয়ে বৈকুণ্ঠে আগমন কর্‌ছে। তরণীর ন্যায় পুণ্যাত্মা যখন লঙ্কাপুরী পরিত্যাগ কর্‌ছে, তখন আর রাবণের নিস্তার নাই। তাই বল্‌ছি, আজ অমরার বড়ই আনন্দের দিন। চল—আমরা সকলে আনন্দ-কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে নগর ভ্রমণ ক'রে আসি।

ইন্দ্র। যে আজ্ঞা, গুরুদেব! আপনার বাক্যে আমার তরণী সম্বন্ধে সকল সন্দেহ দুর হ'য়ে গেল। দেবগণ, আজ সকলে মহানন্দে রামগুণ কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে নগর পরিভ্রমণ ক'রে আসি চল।

দেবগণ।—

গান।

আজ আনন্দে বাহু তুলে গাও রে তারকব্রহ্ম নাম।
বল রাম রাম হরে হরে, হরে হরে রাম রাম।
রামনামের আর নাই তুলনা,
ও নামের অপার মহিমা,
(একবার বল রে)
(ওই তারকব্রহ্ম রাম নাম একবার বল রে)
(ও নাম মধুর হ'তে বড় মধুর একবার বল রে)
ওই নামের গুণে শমন জিনে, পায় জীবে মোক্ষধাম।
যে নামে শিব শ্মশানবাসী,
যে নামে নারদ উদাসী,
(আর গতি নাই রে)
(ওই নাম বিনে আর গতি নাই রে)
(ওই তারকব্রহ্ম নাম বিনে আর গতি নাই রে)
হ'লেন জীব তারিতে অবনীতে অবতীর্ণ গুণধাম।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

লঙ্কা—রণক্ষেত্র।

তরণীসহ অসিযুদ্ধ করিতে করিতে
রামচন্দ্রের প্রবেশ।

রাম। বাখানি, তরণী—তব সমর-কৌশল!
লঙ্কামধ্যে মহাবীর তুমি।

তরণী। রণে ভঙ্গ দেবে নাকি, রাম!
কিছুতেই আজ তব নাহি পরিত্রাণ।

রাম। সাবধান, এবার তরণী।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

বেগে বিভীষণের প্রবেশ।

বিভীষণ। কি ভীষণ যুদ্ধ! রাম-শরে তরণী একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে; সর্ব্বাঙ্গ হ'তে রুধির-ধারা নিপতিত হচ্ছে, তবুও তরণী প্রাণপণে যুদ্ধ কর্‌ছে। কিন্তু সে দৃশ্য দেখে সহ্য কর্‌তে পার্‌লেম না, তাই দূরে স'রে এসেছি। কিন্তু কতক্ষণ এ ভাবে রামচন্দ্রের সঙ্গে তরণী যুদ্ধ কর্‌তে সমর্থ হবে? আবার ব্রহ্মবাণ ভিন্ন ত তরণীর দেহান্ত হবে না। রামচন্দ্রকে সে ব্রহ্মবাণের প্রয়োগ কে ব'লে দেবে? আমাকেই ব'লে দিতে হবে; কিন্তু তা কি পার্‌ব? পুত্রের মৃত্যু-বাণের সন্ধান পিতা হ'য়ে ব'লে দিতে পার্‌ব? পার্‌ব—পার্‌ব—নিশ্চয়ই পার্‌ব। এ বিভীষণের অসাধ্য সংসারে কি আছে? সংসারে যত নিষ্ঠুরতা, সবই এ বিভীষণ দেখিয়ে যাবে। রাক্ষসকুলে যা কেউ কথন

দেখাতে পারে নি, তা এই বিভীষণ দেখিয়ে যাবে। কি না পেরেছি? সহোদর রাবণকে পরিত্যাগ ক'রে তার শত্রু হ'য়ে দাঁড়াতে পেরেছি, নিজের অসহায়া পত্নী, পুত্র, পুত্রবধূকে সেই শত্রুপুরীমাঝে শত্রুর হাতে সঁপে দিয়ে আস্‌তে পেরেছি। আজ আবার সেই সরমার বক্ষের নিধি—বধূর জীবন-সর্ব্বস্ব—আমার একমাত্র বংশদুলাল তরণীকে বধ কর্‌বার জন্য তার মৃত্যুবাণের সন্ধান রামচন্দ্রকে ব'লে দিতে প্রস্তুত হয়েছি। জগতের ইতিহাসে এমন নিষ্ঠুর পিতার আদর্শ চিত্র বোধ হয় এই প্রথম। তবে কি না পেরেছি? কি না পার্‌ব? যখন নিষ্ঠুরতার উপাসনাই একমাত্র জীবনের সার ব'লে গ্রহণ করেছি, যখন প্রকৃত রাক্ষস-বৃত্তিকেই কর্ত্তব্য ব'লে ধারণ করেছি, যখন চণ্ডালের নৃশংসতাকেই ধর্ম্ম ব'লে মেনে নিয়েছি, তখন আমি না পার্‌ব কি! কিছুক্ষণ পরেই ত্রিলোকবাসী নির্ণিমেষ চক্ষে বিস্মিত হ'য়ে চেয়ে দেখ্‌বে যে, এই রাক্ষস বিভীষণ—এই চণ্ডাল বিভীষণ—কিরূপ নিশ্চল—নিস্পন্দভাবে অচল, অটল হ'য়ে নিজ পুত্রের হত্যাসাধন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে? সে দৃশ্য দেখে জগতের পিতারা সব দুই হস্তে চক্ষু না ঢেকে থাক্‌তে পার্‌বে না, সে দৃশ্য দেখে জগতের পুত্রেরা সব আর পিতার কোলে থেয়ে যাবে না। বিভীষণ! হাঁ—এইবার ঠিক পথ ধরেছিস্। যাক্, আর অপেক্ষা করা হবে না; এখনই শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য শেষ ক'রে ফেলি গে। রামচন্দ্রকে তরণী-বধের ব্রহ্মাস্ত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দিই গে! কিন্তু—কিন্তু এ কি কর্‌ছি! যে কার্য্যকে ত্রিলোকের হিতসাধন ব'লে গ্রহণ কর্‌ব ভেবেছি, সে কার্য্য কর্‌তে তবে কেন দুঃখ বোধ কর্‌ছি, কেনই বা নিজেকে এমন নিষ্ঠুর ব'লে—রাক্ষস ব'লে—চণ্ডাল ব'লে নিন্দা কর্‌ছি? এই কি তবে আমার আত্মবলি? এই কি তবে আমার বিধিবিহিত-ব্রত-সাধনের জন্য আত্মবিসর্জন দেওয়া? না—না, এ আমার

ভণ্ডামি, নিতান্ত ভণ্ডামি। গুরুদেব! তোমার দীক্ষা শিক্ষা যে ভেসে যায়! রামচন্দ্র! প্রভু! তোমার ভণ্ড ভক্ত বিভীষণ এবার তার স্বরূপ প্রকাশ ক'রে ফেলেছে, আর এ বিশ্বাসঘাতকের কথায় বিশ্বাস ক'রো না।

নেপথ্যে।—জয় রাম! জয় রাম!

বিভীষণ। ঐ রাম-জয়ধ্বনি হ'ল। ছুটে যাই—ছুটে যাই; গুরুদেব! রক্ষা ক'রো—শাস্তি দিয়ো! জয় রাম! জয় রাম!

[বেগে প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

রণক্ষেত্র।

রক্ষঃসৈন্যসহ কপি-সৈন্যগণের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ, অপর দিক্ দিয়া রামচন্দ্র ও তরণীর যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ও প্রস্থান। তৎক্ষণাৎ বেগে হনূমান্, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। কৈ বৎস, পবন-কুমার!
নাহি হেরি রঘুনাথে হেথা,
তরণীর রণে কাতর শ্রীরাম,
শুনিলাম এইমাত্র অঙ্গদের মুখে।

হনূমান্। যুঝিছেন প্রভু রাম
পশ্চিম দুয়ারে তরণীর সনে,

কোন চিন্তা নাই তব, ঠাকুর লক্ষ্মণ !
স্থির হ'য়ে চলুন শিবিরে।
এখনও তব অঙ্গ হ'তে
বহিছে রুধির-স্রোত ;
কাজ নাই রণে গিয়া তব।

সুগ্রীব। তাই কর, ঠাকুর লক্ষ্মণ !
আমি আর পবন-নন্দন
যাই মোরা দুইজনে মিতার সাহায্যে।

লক্ষ্মণ। না কহিয়ো হেন কথা মোরে।
একেশ্বর রামচন্দ্রে করি' পরিহার,
না পারি তিষ্ঠিতে আমি নিশ্চিন্ত অন্তরে।
কি জানি কি মায়াবী রাক্ষস,
মায়াবলে ইন্দ্রজাল করিয়া বিস্তার,
কি বিপদ্ ঘটায় এখন।
শুন, হে মারুতি ! শুন, হে সুগ্রীব !
প্রাণ মোর হতেছে চঞ্চল,
যাব আমি রামের সন্ধানে।
এস সাথে তোমরা আমার,
বিলম্বিতে নাহি পারি আর।

[সকলের প্রস্থান।

শশব্যস্তে উন্মত্তপ্রায় বিভীষণের প্রবেশ।

বিভীষণ। না, পারি না—পারি না আর দেখিতে সমর।
পুত্রপানে চাহি যবে,
দেখি চেয়ে যেন

যুদ্ধোন্মত্ত তরণীর নেত্রদ্বয়,
মাঝে মাঝে মোর পানে করে দৃষ্টিপাত।
কিন্তু সেই দৃষ্টিপাতে,
নীরব ভাষায়,
কত মর্ম্মভেদী গাথা শুনায় আমায়।
কত অভিমান, কত যে করুণা
শুনি যেন তরণীর প্রতি দৃষ্টিপাতে।
হা, সরমা! পুণ্যবতী তুমি!
দারুণ এ দৃশ্য তব না হ'ল হেরিতে।
যদি আজি দেখিতে সমক্ষে
যুদ্ধরত তরণীর এই দৃষ্টিপাত,
তবে মাতা তুমি, যতই পাষাণী হও,
যতই কর্ত্তব্য-ডোরে বাঁধি' বুক
পুত্রে দাও সমরে বিদায়,
কিন্তু হায়! তবু কহি সরমা তোমায়,
মাতা তুমি—না পারিতে সহিতে কদাচ;
ধরিতে যাইতে বুকে পুত্র-প্রাণধনে।
আনিতে হৃদয়ে টানি' হৃদয়-রতনে।
কিন্তু আমি?
আমি থাকি নীরবে নিঃশব্দে
ভীষণ শোকের বজ্র চাপিয়ে বক্ষেতে।
আমি থাকি প্রলয়ের ভীষণ বিপ্লবে
অন্তরের অন্তস্তলে ঢাকিয়া তখন।
ও-হো-হো! পুত্র!

প্রাণপুত্র তরণী আমার !
নাহি পারি—কোন্ পাপে বল্,
পুত্র ব'লে পরিচয় দিতে তোরে আজি ?
একবার যদি—"পুত্র তুই মোর"
এই কথা ঘুণাক্ষরে রামচন্দ্র
পারেন জানিতে,
তা' হ'লে সে দয়ার জলধি
এখনি সমর হ'তে হবেন বিরত।
কিন্তু পুত্র !
হতভাগ্য নিষ্ঠুর জনক তোর—
থাকিতে জীবিত তুই,
নাহি দিবে পরিচয় কভু।

ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম।—

গান।

কেন উচাটন, হও বিভীষণ,
কর স্থির মন, হে ধার্ম্মিকবর।
তুমি নহ ত অজ্ঞান, তবে কেন জ্ঞান
হারাও হে ধীমান্, হইয়ে কাতর।
বিশ্ব-হিতব্রতে হয়েছ হে ব্রতী,
উদ্‌যাপিতে সে ব্রত এসেছ সম্প্রতি,
সে ব্রতের বলি, আত্ম-পুত্র-বলি
তবে কেন বলী, চিন্ত' নিরন্তর।

মুছে ফেল মায়া, মুছে ফেল স্নেহ,
অনিত্য সংসারে নহে কারো কেহ,
এক ধর্ম্ম কর্ম্ম ভিন্ন, নাহি বন্ধু অন্য,
সেই ধর্ম্ম-ধনের জন্য হও হে তৎপর ॥

[প্রস্থান।

বিভীষণ। সত্যই যা ব'লে গেলে, ধর্ম্ম! তাই। একমাত্র তুমি ভিন্ন জীবনে বন্ধু ত আর নাই। স্ত্রী বল—কন্যা বল—পুত্র বল, এরা ত কেহ সেই শেষের দিনে সাথী হয় না, এক ধর্ম্মই জীবনে মরণে, ইহ-পরলোকে সঙ্গের সঙ্গী হ'য়ে থাকে। তবে কেন সেই পুত্রের স্নেহে এত অধীর, এত কাতর হ'য়ে পড়্ব? পুত্র এসেছে তার কর্ম্ম কর্তে, তার কর্ম্মানুসারে সে সেই পথে চ'লে যাবে; তার কর্ম্মফলে আজ যদি তার মৃত্যুর দিন উপস্থিত হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে সাধ্য কি আমি, শত অশ্রু ঢেলে—শত প্রাণ ফিরে তাকে সেই মৃত্যুর হাত হ'তে ফিরিয়ে আন্তে পারি? তবে কেন—তবে কেন বৃথা মমতায় মুগ্ধ হ'য়ে আপন কর্ত্তব্যপথ হ'তে বিচ্যুত হই? তবে কেন 'হা পুত্র' 'হা পুত্র' ব'লে কেঁদে কেঁদে নিজের ধর্ম্ম পালনে বিমুখ হই? না—তা হব না, মনকে দৃঢ় কর্তে হবে—চিত্তকে স্থির কর্তে হবে—শত তরণীর ঢলঢল্ মুখ ভুলে যেতে হবে, তবে সে বিশ্বযজ্ঞে আত্ম-বলিদান কার্য্য আমার সম্পূর্ণ হবে। তাই যাই—আর চিন্তা কর্ব না, আর স্নেহে-দুর্ব্বলতাকে হৃদয়ের প্রান্তেও আস্তে দেবো না। পুত্রবধের ব্রহ্মাস্ত্র আজ রামকে স্মরণ করিয়ে দিই গে; নতুবা তরণী নিপাত হবে না। রাম! রাম! রাম!

[বেগে প্রস্থান।

অন্য দিক্ দিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে রাম ও তরণী এবং তৎ-
পশ্চাৎ লক্ষ্মণ, হনূমান্, সুগ্রীব, তৎপশ্চাৎ
বিভীষণের প্রবেশ।

[রাম ও তরণী যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, সহসা রামচন্দ্র তরণীর ধনুক কাটিয়া ফেলিলেন এবং যুদ্ধ ক্ষান্ত হইল।]

রাম। এই যে, তরণী! তোমার হাতের ধনুক কেটে ফেলেছি, এখন তুমি কি কর্‌তে চাও? তোমাকে আমি এখনও বল্‌ছি, তুমি যুদ্ধ ত্যাগ ক'রে গৃহে ফিরে যাও! শুনেছি—তোমার পিতা মাতা আছেন; সেই নিষ্ঠুর পিতা মাতার কাছে গিয়ে নিজের রুধির-রঞ্জিত দেহখানি একবার দেখাও গে, তা' হ'লেও যদি তাঁদের পাষাণ হৃদয়কে পুত্রস্নেহ কিছুমাত্র দ্রব কর্‌তে পারে।

বিভীষণ। [স্বগত] ও সব কথা শুনে বিচলিত হওয়া হবে না; স্থির হ'য়ে—কর্ণ বধির ক'রে দাঁড়িয়ে থাকি।

তরণী। রাম! তুমি আমার পিতা বা মাতাকে চেন না, তাই তাঁদের নিষ্ঠুর ব'লে নিন্দা কর্‌ছ; কিন্তু যদি তাঁদের হৃদয় আজ তোমার কাছে খুলে দেখাতে পার্‌তেম, তা' হ'লে দেখ্‌তে পেতে, রাম, তাঁদের হৃদয়ে কি দেবত্ব—কি মহত্ব! তা' হ'লে বুঝ্‌তে পার্‌তে, রাম! কি মহৎ উদ্দেশ্যের বীজ তাঁদের সেই হৃদয়-ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত! কি ত্যাগের উজ্জ্বল চিত্র তাঁদের হৃদয়ে চিত্রিত! কি আত্মবিসর্জ্জনের পূত মন্দাকিনী তাঁদের হৃদয়ে প্রবাহিত! শুনেছি, তুমি নারায়ণ, অন্তর্যামী। কিন্তু আত্মবিস্মৃত ব'লেই আমার পিতা ও মাতাকে চিন্‌তে পার নি।

বিভীষণ। [স্বগত] পিতৃ-গৌরব! আজ ক্ষণেকের তরে তরণীর কথা শুনে বিভীষণের বক্ষকে স্ফীত ক'রে তোল্।

রাম। তরণী! তোমার পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তি দেখে হৃদয়ে

আমি অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ কর্‌লেম। এখন একবার এমন স্বর্গাদপি গরীয়ান্ পিতা ও স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতার নাম শুন্‌তে পেলে, তরণী, আমি আরও আনন্দলাভ কর্‌তে পার্‌তেম।

বিভীষণ। [স্বগত] মহাসমস্যা উপস্থিত—তরণী, তোমার! সাবধানে উত্তর দিয়ো, পুত্র!

তরণী। যাঁর মুখে একবার আমি আমার পিতা, মাতার নিন্দা শুন্‌তে পেয়েছি, আমি সেই পিতৃ-মাতৃ-নিন্দাকারীর নিকটে কখনও আমার সেই পরমপূজ্য পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর নাম-কীর্ত্তন কর্‌তে ইচ্ছুক নই। তবে জেনে রেখো, রাম! নীচ রাক্ষসকুলেও দেবতার স্থান একেবারে অসম্ভব নয়। যাক্ রাম, এটা যুদ্ধক্ষেত্র, এসেছি যুদ্ধ কর্‌তে, এখানে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন; সুতরাং এস, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। এই আমি অপর ধনুক গ্রহণ কর্‌লেম।

রাম। তরণী! আমি এখনও বল্‌ছি, তুমি যুদ্ধে নিরস্ত হ'য়ে গৃহে ফিরে যাও! তোমার অঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপ কর্‌তে আমার বড়ই কষ্ট বোধ হয়।

তরণী। [স্বগত] আহা! দয়াল রাম! তোমার শত্রুর উপরেও অনন্ত দয়া, তোমার দয়ার যে আর সীমা নাই, রাম!

রাম। চুপ্ ক'রে কি ভাব্‌ছ, তরণী? যাও—গৃহে ফিরে যাও।

তরণী। রাম! তোমার মতন কাপুরুষ ত আমি কোথাও দেখি নাই। যে বীর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে দুঃখ অনুভব করে, তার ত বীর-সমাজে বীর ব'লে পরিচয় দেওয়া উচিত হয় না। তার উচিত—অস্ত্র-শস্ত্র ত্যাগ ক'রে যোগী, ঋষিদের মত বনে গিয়ে বাস করা। ছিঃ! ছিঃ! ক্ষত্রিয়-সমাজে তোমার ন্যায় আর কয়জন কাপুরুষ আছে, রাম?

হনূমান্। ওঃ! অসহ্য—অসহ্য! ঠাকুর লক্ষ্মণ! বালকের স্পর্দ্ধা দেখ্‌তে পাচ্ছ?

তরণী। রাম! তোমাপেক্ষা তোমার ঐ বানরটার বরং কিছু তেজ আছে।

বিভীষণ। [স্বগত] তরণীর উদ্দেশ্য, কটূক্তি দ্বারা রামকে উত্তেজিত করা।

লক্ষ্মণ। দাদা! এখনও ঐ রাক্ষসাধমের কটূক্তি স্থির-কর্ণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌ছেন? যে মুখে দুষ্ট রাক্ষস আজ রাম-নিন্দা কর্‌ছে, ইঙ্গিত পেলে এখনই একটি শর দ্বারা ঐ মুখ জন্মের মত বাক্-শক্তিহীন ক'রে ফেলি!

সুগ্রীব। এ ভাবে যদি মিতা শত্রুকে আস্পর্দ্ধা দিয়ে যুদ্ধ না ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন, তা' হ'লে আর মা জানকীর উদ্ধার কেমন ক'রে হবে?

তরণী। ঐ শোন, রাম! তোমার গুণের ভাই লক্ষ্মণ আর তোমার সুগ্রীব মিতা কি বলে? লক্ষ্মণের বল্‌বার মুখ আছে বটে, কেন না—একবার যখন আমার শরে অনুগ্রহ ক'রে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছিলেন।

লক্ষ্মণ। অসহ্য এ বিদ্রূপ! সাবধান, রাক্ষস! [ধনুক আকর্ষণ]

রাম। [তৎক্ষণাৎ নিজ ধনুকে শর যোজনা করিয়া লক্ষ্মণকে পশ্চাতে রাখিয়া] আয়—তবে, তরণী!

[উভয়ের ধনুর্যুদ্ধ আরম্ভ, কিঞ্চিৎ যুদ্ধ করিতে করিতে
উভয়ে অসি লইয়া অসিযুদ্ধ করিলেন এবং তরণীর
অসি ভঙ্গ হইলে পুনরায় উভয়ে ধনুক লইলেন।]

রাম। তরণী! এখনও নিবৃত্ত হও বল্‌ছি।

তরণী। তরণী বীরমাতার পুত্র, সে কখনই প্রাণভয়ে যুদ্ধে ক্ষান্ত হবে না, এ কথা যেন রামচন্দ্রের বেশ মনে থাকে।

বিভীষণ। [স্বগত] একি! আমি এখনও চুপ্ ক'রে আছি? তরণীর মৃত্যুবাণ যে "ব্রহ্ম-অস্ত্র" সে কথা এখনও রামকে ব'লে দিচ্ছি না? এইবার বলি।

তরণী। [স্বগত] এখনও ত পিতা আমার মৃত্যুর ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছেন না। তবে কি পিতার অন্তরে পুত্রস্নেহ জেগে উঠ্ল? না— আমার ব্রহ্ম-অস্ত্রে মৃত্যুর কথা রামচন্দ্রকে ব'লে দিতে বিস্মৃত হচ্ছেন? তাই যদি হয়, হায়! তা' হ'লে যে, আমার বাসনা পূর্ণ হবে না! আমি যে আজ বড় আশা ক'রে রাম-করে প্রাণ দিয়ে বৈকুণ্ঠে চ'লে যাব ব'লে রণে এসেছিলাম; তবে কি এ রাক্ষসাধম তরণীর সে আশা পূর্ণ হবে না!

বিভীষণ। [রামের কর্ণে অনুচ্চস্বরে] নারায়ণ! একমাত্র ব্রহ্ম-অস্ত্র ভিন্ন তরণীর মৃত্যু হবে না, ব্রহ্মার নিকট তরণী এই বর প্রাপ্ত হয়েছে। অতএব, রাজীবলোচন! আজ এখনই সেই ব্রহ্ম-অস্ত্র ধনুকে যোজনা ক'রে তরণীকে সংহার করুন।

তরণী। [স্বগত] এইবার বোধ হয়, পিতা আমার মনের ভাব বুঝ্তে পেরে আমার মৃত্যু-অস্ত্রের কথা রামচন্দ্রের নিকট প্রকাশ ক'রে দিলেন।

রাম। [জনান্তিকে] সখা! সহসা ব্রহ্ম-অস্ত্র বালক তরণীর উপর নিক্ষেপ কর্‌ব?

বিভীষণ। তাই করুন, নারায়ণ! তরণী যখন কিছুতেই যুদ্ধে নিরস্ত হবে না, তখন তাকে সংহার করাই উচিত।

রাম। কিন্তু—কিন্তু, সখা!

হনূমান্। আর কিন্তু কিছুই নাই, রঘুনাথ! এখনই ঐ রাক্ষসটাকে বধ ক'রে ফেলুন।

তরণী। কি হে, কাপুরুষ রাম! এখনও লজ্জা হচ্ছে না, অস্ত্র ধ'রে যে যুদ্ধ কর্‌তে জানে, সে যে এমন নির্লজ্জ হয়, তা আজ তোমাকেই প্রত্যক্ষ করা গেল। এইভাবেই তুমি তোমার সীতা উদ্ধার কর্‌বে? ছিঃ—ছিঃ! যার নিজের স্ত্রী শত্রুর গৃহে দিবারাত্র লাঞ্ছনা ভোগ কর্‌ছে, সে কেমন ক'রে যে, এখনও লোক-সমাজে মুখ তুলে কথা কয়, তা বুঝ্‌তে পারি না।

সুগ্রীব
হনূমান্
লক্ষ্মণ } [একসঙ্গে উত্তেজিত হইয়া] তবে না রে, নীচ রাক্ষস! [তরণীকে বধ করিতে উদ্যত]

রাম। তবে আয়, তরণী! তোর সমর-সাধ পূর্ণ করি। [ব্রহ্মাস্ত্র ধনুতে যোজনা করিয়া দাঁড়াইলেন।]

বিভীষণ। [স্বগত] এইবার—এইবার, বিভীষণ! হৃৎপিণ্ডটা দু'হাতে শক্ত ক'রে চেপে রাখ্; এইবার চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত ক'রে দাঁড়া, নৈলে পেরে উঠ্‌বি নে। গুরুদেব! একবার এই মুহূর্ত্তে বিভীষণকে বল দাও—শক্তি দাও। [বিচলিত ভাব প্রদর্শন।]

রাম। ও কি, সখা! অমন অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ছ কেন?

বিভীষণ। না—না, ও কিছুই না; কতক্ষণে তরণী বধ হবে, তার জন্য চঞ্চল হ'য়ে উঠেছি। আপনি আর অপেক্ষা কর্‌বেন না।

তরণী। [স্বগত] এইবার তরণী, তোর মুক্তির পথ পরিষ্কার হবে। ঐ যে রামচন্দ্র আমার মৃত্যু-অস্ত্র "ব্রহ্ম-অস্ত্র" ধনুকে সন্ধান ক'রে মন্ত্রঃপূত কর্‌ছেন। পিতা, পিতা! মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয়কে দুই হাতে চেপে রাখ, নতুবা পার্‌বে না;—আমায় মুক্তির পথে যেতে দিতে পার্‌বে না। একবার এ সময়ে মা কোথায় রৈলে? দেখে যাও, মা! তোমার তরণী মৃত্যুবাণ দেখে একটুও বিচলিত হ'য়ে ওঠে নি—একটুও কেঁপে

ওঠে নি। তোমার তরণী তোমার শেষ আদেশ অক্ষরে অক্ষরে সার্থক করেছে।

রাম। এইবার, তরণী! প্রস্তুত হও। এই ব্রহ্মবাণ ধনুকে যোজনা করেছি, এখনই তোমার ভব-লীলা সাঙ্গ হবে।

বিভীষণ। [অস্থির হইয়া সরিয়া গিয়া স্বগত] বিশ্বব্রহ্মাণ্ড! মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হও! বায়ু! থেমে যাও! চন্দ্র, সূর্য্য! মুহূর্ত্তের জন্য অন্ধকারে ডুবে যাও! জগতের পিতাগণ! চক্ষু ঢেকে এখান থেকে স'রে যাও! বিভীষণ এমনই মহাপরীক্ষা দিচ্ছে। ও-হো-হো! ঐ—ঐ বুঝি যায়, ঐ—ঐ ব্রহ্ম-অস্ত্র তরণীর বুকে গিয়ে পড়ে! না—না, দেখ্‌ব না—দেখ্‌ব না। [দুইহাতে চক্ষুর্দ্বয় বন্ধ করিলেন]

রাম। এইবার সাবধান, তরণী! [অস্ত্রত্যাগ ও তরণীর বক্ষে অস্ত্র বিদ্ধ হইল।]

তরণী। জয় রাম! জয় রাম!

[তরণী পড়িয়া যাইতেছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিভীষণ "ওরে, তরণী, কর্‌লি কি রে বাপ্‌! কর্‌লি কি রে বাপ্‌!" বলিয়া তরণীকে পশ্চাদ্দিক্ হইতে জড়াইয়া ধরিলেন। তরণী বিভীষণের বক্ষে রহিলেন।]

আঃ শান্তি! বড় শান্তি আজ, আজ সংসার ছেড়ে চ'লে যাবার সময় পিতার কোলে শুয়ে নিলেম। পিতা! পিতা!

বিভীষণ। তরণী! পুত্র! রাম রাম বল, বৎস! এ সময়ে ঐ তারকব্রহ্ম নাম ভিন্ন অন্য গতি নাই, বাবা! রাম রাম বল, রাম রাম বল।

তরণী। [ক্ষীণস্বরে] রাম! রাম! তারকব্রহ্ম রাম! উদ্ধার কর—উদ্ধার কর।

রাম। [বিচলিত হইয়া] লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ রে! এ কি ভাই, এ কি কর্‌লেম! কারে বধ কর্‌লেম! এ যে বিভীষণের পুত্র তরণী! হায়!

হায়! লক্ষ্মণ রে! আজ আমি কি সর্ব্বনাশ ক'রে ফেলেছি! দূর হও, ধনুর্ব্বাণ! দূর হও, আমি চল্‌লেম—এ দৃশ্য দেখ্‌তে পারা যায় না!
[বেগে গমনোদ্যত, তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক ধারণ]

তরণী। যেয়ো না—যেয়ো না, রাম! এই অন্তিমকালে একবার তোমাকে ভাল ক'রে প্রাণ ভ'রে দেখ্‌ব। এতক্ষণ শত্রুভাবে দেখেছি, এখন একবার ভক্তির চক্ষে তোমার ঐ নবদূর্ব্বাদল-শ্যামমূর্ত্তি দেখে প্রাণ শীতল করি।

বিভীষণ। দাঁড়াও, রাম! তোমার ঐ অভয় চরণ-তরণীতে একবার তোমার ভক্ত তরণীকে স্থান দিতে হবে। তরণী তোমার পরমভক্ত, তোমার চরণ-তরণীতে স্থান পাবে ব'লেই তোমার হাতে প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু এ সময়ে তোমার ভক্তকে তুমি স্থান না দিলে আর তার স্থান আজ জগতে কেউ দিতে পার্‌বে না। তরণী! জীবনধন! আয়—তোকে এই মহাযাত্রার সময়ে ঐ ভবপারের কাণ্ডারী রামের অভয় পদ-তরণীতে তুলে দিয়ে যাই, তা' হ'লে পার হ'তে আর চিন্তা থাকবে না। জীবনে ত এ পিতা তোর কোন কাজ করতে পারে নাই, তাই আজ তোর শেষ মুহূর্ত্তে, তোর নিষ্ঠুর পাষাণ পিতা তোর একটা শেষের কাজ ক'রে যাক্। [বক্ষে করিয়া তুলিয়া রামের পাদমূলে রাখিতে রাখিতে] এই নাও, রাম! আমার সর্ব্বস্বধন প্রাণকুমার তরণীকে তোমার অভয়পদে সঁপে দিচ্ছি। দয়াল রাম! আমার অনাথ বালক তরণীকে পার ক'রো, এই আমার শেষ ভিক্ষা। তরণী রে! বল, বাপ্! এ সময়ে রাম রাম বল! রাম রাম বল!

তরণী। রাম! রাম! রাম! তারকব্রহ্ম রাম!

[সকলে চক্ষু ঢাকিয়া শোকে কাতর হইয়া বসিয়া পড়িলেন]

বিভীষণ। সরমা! এখন একবার দেখে যাও, তোমার বুকের ধনকে আজ কার আশ্রয়ে রেখে দিলাম। তরণীর জন্য আর আমাদের কোন চিন্তাই কর্‌তে হবে না, অনায়াসে তরণী আজ ঐ অভয় চরণ-তরণীর আশ্রয়ে ভবপারাবার পার হ'য়ে যেতে পার্‌বে।

তরণী। [রামের প্রতি চাহিয়া] আহা-হা! কি সুন্দর তুমি, রাম! কি আনন্দময় তুমি রাম! কি শান্তিময় তুমি রাম! রাম! দয়াল রাম! আমার প্রাণারাম রাম! আজ মহাশান্তি দিয়েছ— মহাতৃপ্তি দিয়েছ। ভক্তের উপর তোমার এত দয়া—এত করুণা তা আগে এতদূর জান্‌তে পারি নাই! কিন্তু, ভক্তবৎসল! আজ তা জান্‌তে পার্‌লেম। আজ তা বুঝ্‌তে পার্‌লেম। আমি আজ বড় আশায় বুক বেঁধে মাতৃ-আশীর্ব্বাদ নিয়ে তোমার কাছে এসেছিলাম, প্রভু! দয়ালচাঁদ! আজ আমার সে সাধ—সে বাসনা পূর্ণ ক'রে দিয়েছ। আর কিছু চাই নে, আর কোন সাধ নাই, রাম! কেবল যতক্ষণ দৃষ্টিশক্তি আছে—যতক্ষণ বাক্‌শক্তি আছে, ততক্ষণ কেবল তোমার ঐ মনোহর সুন্দরতম রূপ দেখি, আর মধুর—বড় মধুর—মধুর হ'তেও মধুর ঐ তারকব্রহ্ম রাম নাম প্রাণ ভ'রে রসনায় উচ্চারণ করি।

বিভীষণ। বল্ রে—বল্ রে, প্রাণ ভ'রে ঐ রাম নাম বল্।

তরণী। রাম! রাম! রাম! বড় মধুর নাম, বাবা! বড় সুমধুর! রাম! রাম! রাম!

রাম। মিত্র বিভীষণ! তুমি আমাকে নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পাদন করাবে ব'লেই কি এতদিন আমার সঙ্গে মৈত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলে? এ কি মিত্রতা, না পরম শত্রুতা? কি নিষ্ঠুর পিতা তুমি! কি নির্দ্দয় পিতা তুমি!! কি ভীষণ বিভীষণ তুমি!!!

তরণী। আমার দয়াল পিতাকে নিষ্ঠুর ব'লে আমার এই

মহাশান্তির ব্যাঘাত ক'রো না, রাম! ঐ পরম দয়াল পিতার পুত্র হ'তে পেরেছিলাম ব'লেই ত আজ তোমাকে লাভ করতে পেরেছি, রাম! তাই বলছি, দয়াল রাম! প্রাণের দেবতা আমার! এ সময়ে আমার পিতৃ-নিন্দা ক'রে আমার এত আনন্দে নিরানন্দ এনে দিয়ো না।

রাম। কি পিতৃভক্ত তুই রে, তরণী! কি ভক্তিময় প্রাণ তোর রে, তরণী! কি উচ্চ হৃদয় তোর রে, তরণী! আয় রে—আয়, প্রাণের তরণী! তোকে একবার বক্ষে ধ'রে এই চির-সন্তপ্ত বক্ষ আজ শীতল করি। [তরণীকে বক্ষে ধরিলেন]

বিভীষণ। ভাগ্যবান্ পুত্র! আজ তোর কত ভাগ্য চেয়ে দেখ্! যে বক্ষে কৌস্তুভ-মণি শোভা পায়—যে বক্ষে ভৃগুপদচিহ্ন শোভা পায়, সেই হর-বক্ষোবিহারী হরি আজ তোকে নিজেই বক্ষে ধরেছেন! আজ রাক্ষসকুলে তুই-ই ধন্য! তুই-ই সার্থক! ভাগ্যবান্! আজ তোকে পুত্ররূপে পেয়ে তোর পিতা-মাতাও ধন্য হ'ল।

রাম। লক্ষ্মণ রে! তোকে বক্ষে ক'রে যেমন আনন্দ পাই, আজ এই তরণীকে বুকে ধ'রে তা হ'তেও যেন আনন্দলাভ করছি। ভাই রে! এমন আনন্দের ধন তরণীকে আজ আমি না জেনে বধ ক'রে কি অন্যায়ই করেছি, ভাই! সংসারের এমন একটি উজ্জ্বল ভক্তরত্নকে বধ ক'রে যথার্থ ই সংসারকে একটি অমূল্য রত্নে বঞ্চিত ক'রে ফেলেছি, ভাই! এই যে—তরণীর চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত হ'য়ে আসছে। আহা! ক্ষণকাল পরেই এমন রত্ন সংসার থেকে চির অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। [ধীরে ধীরে তরণীকে ভূমিতে রাখিলেন]

তরণী। [চক্ষু মুদ্রিত করিয়া] দাও, রাম! একবার এই তরণীর মস্তকে তোমার পাদপদ্ম দুখানি দাও, আমি ঐ পাদপদ্ম শিরে ধ'রে তোমার বৈকুণ্ঠে চ'লে যাই। নারায়ণ! পারের কাণ্ডারি!

এতক্ষণে তোমাকে হৃদয় মধ্যেও পেয়েছি। এই যে তোমার ঐ ঢল্ ঢল্ নব জলধর মূর্ত্তি আমি নয়ন মুদ্রিত ক'রে হৃদয় মধ্যে দেখ্‌তে পাচ্ছি। কোথায়, মা! দেখে যাও, তোমার তরণী আজ কি ধনের অধিকারী হয়েছে! স্নেহময়ী মা আমার! আমার জন্য তুমি কোন চিন্তা, শোক, খেদ ক'রো না; আমি আজ পরমানন্দে সেই বৈকুণ্ঠে চ'লে যাচ্ছি। আর পিতা! পূজ্যপাদ! দুঃখ-কষ্টের কোন দায়ই নাই, কেন না তোমার পুত্রকে ত তুমিই আজ নিজের হাতে এনে আনন্দের পথে রেখে দিয়েছ। আজ তোমার পুত্রের আনন্দ নিজের চক্ষেই দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পাচ্ছ। এখন আশীর্ব্বাদ কর, পিতা! জীবনান্তে আমি যেন সেই বৈকুণ্ঠধাম লাভ কর্‌তে পারি। দয়াল রাম! তোমার বড় দয়া, তাই মিনতি কর্‌ছি—আজ যে ভাবে হৃদয়ে দাঁড়িয়ে আছ, এই ভাবেই যেন তোমাকে হৃদয়ে ধ'রে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি; তা' হ'লে আর আমার কালের ভয় থাক্‌বে না। তাই কর, দয়াল! তাই কর, কৃপাময়! না—আর কথা কইতে পার্‌ছি না। রসনা! অবশ হ'তে না হ'তে বল্ একবার তারকব্রহ্ম নাম বল্; এর পর আর সময় পাবি নে।

বিভীষণ। [সজল চক্ষে তরণীর মুখ দেখিতে দেখিতে] বল, বাপ্‌ তরণী! প্রাণ ভ'রে রাম রাম বল।

তরণী। রাম! রাম! রাম!

বিভীষণ। বল সকলে উচ্চৈঃস্বরে জয় রাম! জয় রাম!

অন্যান্য সকলে। জয় রাম! জয় রাম!

তরণী। রাম—রা—ম—রা— [মৃত্যু]

বিভীষণ। হ'য়ে গেল! পাখী আমার রাম নাম বল্‌তে বল্‌তে উড়ে গেল। তরণী! তরণী! কোথা গেলি, বাপ্‌! [তরণীর

বক্ষে পড়িতেছিলেন, কিন্তু থামিয়া] না—না, এ সময়ে তরণীর অঙ্গ স্পর্শ করা হবে না। [সরিয়া বসিয়া] যাক্, সব ফুরিয়ে গেল; বিভীষণের মহাপরীক্ষা দেওয়া আজ শেষ হ'য়ে গেল। আর চিন্তা নাই—আর ভাবনা নাই, স্নেহের বন্ধন যা ছিল, তা আজ জন্মের মত ছিন্ন হ'য়ে গেল। প্রভু রাম! সকলই তোমার ইচ্ছা। [জানুদ্বয়ের মধ্যে মুখ রাখিয়া বসিলেন।]

সহসা আলুথালু বেশে উন্মাদিনীর ন্যায়
ছুটিয়া সুরজার প্রবেশ।

সুরজা। [প্রবেশ পথ হইতে] কৈ—কৈ, সুরজার জীবন-প্রদীপ কোথায় নির্ব্বাণ হয়েছে রে? সুরজার ভাঙা কপাল কোথায় ভেঙেছে রে? ঐ যে—ঐ যে, আমাকে সঙ্গে নেবার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছে! [বেগে আসিয়া তরণীর বক্ষে পতন ও সরোদনে]

গান।

কোথা যাও, যাও হে আমায় (আজ) ফেলিয়ে।
আমায় যাও—যাও—যাও হে, তোমার সঙ্গে নিয়ে॥
এক সঙ্গেতে খেলা ঘরে,
কাটিয়েছি খেলা ক'রে,
(একা কোথা যাও নাথ)
(আমায় একা ফেলে বল কোথা যাও নাথ)
(ছিলাম আমি তোমার তুমি আমার)
তবে কেন আজ বল হে নাথ, যাবে আমায় ছাড়িয়ে।
এই চরণে ধরেছি তোমার, [তথাকরণ]
আমায় সঙ্গ ছাড়া ক'রো না আর,
(সাথী কর হে নাথ)

(আমায় সাথের সাথী কর হে নাথ)
(তোমার চিরসাথের সাথী যে আমি)
(আজি) হইতে সঙ্গিনী, এ চির-সঙ্গিনী,
এসেছে দেখ গো সাজিয়ে ॥

যাই—যাই, রাম! রাম! [পদতলে প্রাণত্যাগ]

সকলে। ও-হো-হো! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

রাম। লক্ষ্মণ! কি শোচনীয় দৃশ্য দেখ, ভাই! ঐ সাধ্বী পতিব্রতাও আজ পতিশোকে প্রাণত্যাগ কর্‌লে।

বিভীষণ। [উঠিয়া জ্ঞানশূন্য ভাবে] বাকি যা ছিল, সেটিও হ'য়ে গেল। আর কি! বিভীষণ এখন একেবারে নিশ্চিন্ত। সব বাঁধন আজ কেটে গেল। আর চাই কি! আর কিসের তরে এই সংসারে থাক্‌ব? যারা আমায় বেঁধে রেখেছিল, তারা ত আজ একসঙ্গেই সে বাঁধন কেটে চ'লে গেল। থাক্‌লেম, এক সরমা আর আমি। সরমা পুণ্যবতী, তার স্থান সে স্থির ক'রেই রেখেছে। কিন্তু আমি কোথায় যাব? আমার স্থান ত এ সংসারে কোথায়ও নাই। সহোদর ছিল, সে পূর্ব্বেই ত্যাগ করেছে, তার পর পুত্র, পুত্রবধূ? তারাও আজ ত্যাগ ক'রে চ'লে গেল। তবে আর কি? প্রভু রাম! আজ তোমার হতভাগ্য বিভীষণকে বিদায় দাও। আমি জানি যে, আমার মত মহাপাপী জীবনে কখন তোমার কৃপালাভ কর্‌তে পারে না। যে সাধন ক'রে তরণী আজ তোমার চরণ-তরণী পেয়ে অনায়াসে পারে চ'লে গেল, সে সাধন-বল এ রাক্ষসের ত নাই, প্রভু! তবে আর কেন? যাই—সংসার ছেড়ে একদিকে চ'লে যাই। যেখানে গেলে সংসারের নাম গন্ধও শুন্‌তে হবে না, সেই অনির্দ্দিষ্ট দেশে উদ্দেশ্যবিহীন লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবন ল'য়ে ক্ষিপ্ত গ্রহের মতন ছুটে যাই!

রাম! রাম! রাম! [সজল চক্ষে অবনত মুখে ধীরে ধীরে প্রস্থানোদ্যত।]

রাম। [তৎক্ষণাৎ বিভীষণকে বক্ষে ধরিয়া গমনে বাধা দিয়া] স্থির হও, সখা! তোমার এ শোকের সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমি জানি না, তথাপি তোমাকে ধৈর্য্য ধ'রে স্থির হ'তে বল্‌ছি। তোমার মত ধীর—তোমার মত জ্ঞানী—তোমার মত বিচক্ষণ ধার্ম্মিক যদি শোকেতে অধীর হ'য়ে পড়ে, তা' হ'লে স্থির হবে কে? তরণীর শোকে এক তুমিই আকুল হয়েছ, তা নয়, সখা! ঐ দেখ, সখা! আজ তরণীর শোক কি ভীষণ ভাবে প্রজ্বলিত হ'য়ে সকলকে দগ্ধ ক'রে ফেল্‌ছে। তাই আজ সকলেই তরণীর শোকে নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন কর্‌ছেন। পূর্ব্ব হ'তে যদি তুমি একবার ঘুণাক্ষরেও আমাকে তরণীর পরিচয় দিতে, তা' হ'লে আজ এমন সর্ব্বনাশ ঘট্‌ত না! ও উন্মাদিনী রমণী কে আসে?

অদূরে উন্মাদিনী সরমার প্রবেশ।

সরমা। [প্রবেশ পথ হইতে বলিতে বলিতে অগ্রসর] তরণী কি আমার এখনও পার হ'তে না পেরে ঘাটে ব'সে আছে? পারের তরী নিয়ে কাণ্ডারী কি তা' হ'লে এখনও ঘাটে ফিরে আসে নাই? তরণীকে যে আমি সকলের আগেই সকালে সকালে পারের যাত্রী সাজিয়ে ঘাটে পাঠিয়ে দিয়েছি। [নিকটে আসিয়া তরণীকে দেখিয়া] না—না, ঐ যে —ঐ যে, আমার তরণী তরীতে চেপে ব'সে রয়েছে। [সুরজাকে দেখিয়া] ও আবার কে? সর্ব্বনাশি! তুইও আবার এসে জুটেছিস্? তুই কিছুতেই ওকে ছাড়্‌বি নে, রে কালামুখি! ছেলে আমার পারে যাবার জন্য যাত্রা ক'রে ঘর থেকে চ'লে এসেছে, তুই আবার কেন বাধা দিতে বসেছিস্, রে সর্ব্বনাশি!

বিভীষণ। [স্বগত] পার নাই, সরমা! তুমিও স্থির থাক্‌তে পার নাই! অভাগিনি! তুইও উন্মাদিনী হ'য়ে উঠেছিস্‌?

সরমা। ঐ যে পারের ঠাকুর কাণ্ডারী সেজে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তবে দাও—ঠাকুর! তরী ভাসিয়ে দাও। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আস্‌ছে যে! তরণীকে আমার সত্বর-সত্বর পার ক'রে দাও।

রাম। [জনান্তিকে] ভাই লক্ষ্মণ! দেখ, বিভীষণ-পত্নী সরমা পুত্র-শোকে উন্মাদিনী হ'য়ে এসে উপস্থিত। আর যে এ করুণ দৃশ্য দেখ্‌তে পারি নে, ভাই!

সরমা। তরণী! বাপ্‌ আমার! মাণিক আমার! ওঠ ওঠ, ঐ যে কাণ্ডারী তোমার জন্য তরী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন; যাও, বাবা! যাও, সঙ্গে যাবার জন্য ঐ যে তোমার চির-সঙ্গিনী সুরজা এসে দাঁড়িয়ে আছে, ওকেই সঙ্গে নিয়ে যাও। ও অভাগিনী তোমাকে ছেড়ে এক-তিলও থাক্‌তে পারে না। যাও—দুজনে একসঙ্গে তোমার সেই চির-বাঞ্ছিত ধামে চ'লে যাও—আর আমি দুজনকে একসঙ্গে মিশ্‌তে বাধা দেবো না, বাবা!

বিভীষণ। পাগলিনি! আর কেন? সংসার-খেলা ত হ'য়ে গেল, এখন যাও—যার যার স্থানে চ'লে যাও।

সরমা। যাব, যাব, একটু দেরি কর, ছেলেকে বৌকে আমার তরীতে উঠিয়ে দি আগে, তার পর চ'লে যাব। চ'লে যাব বৈ কি, খেলা ভেঙে গেল যখন, তখন আর কি নিয়ে খেলা কর্‌ব? কাজেই চ'লে যাব বৈ কি, চ'লে যাব! তুমি ত আগে থেকেই খেলা শেষ ক'রে চ'লে এসেছ, তোমার আর ভাবনা কি?

বিভীষণ। না, তা নাই—ভাবনা চিন্তা, শোক দুঃখ, স্নেহ মমতা আর আমার নাই, সরমা; সকলেরই হাত থেকে বেঁচে গেছি; নতুবা কি

পার্‌তেম ? নিজে পুত্রবধের উদ্যোগ ক'রে দিয়ে তার মৃত্যু কি তা' হ'লে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পার্‌তেম ? কিছুতেই না, এই যে আজ চক্ষের ওপর পুত্র গেল, পুত্রবধূ গেল, তার পর তোমারও এই অবস্থা, কৈ—একটুও ত দৃক্‌পাত করি নাই। এই দেখ, সরমা ! এই দেখ, ঠিক অচঞ্চল ভাবে স্থাণুর ন্যায় স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি। একবিন্দুও অশ্রু চোখের কোণে আস্‌তে পারে নি, একটা স্পন্দনও বুকের মধ্যে উঠে নি, একেবারে নির্ব্বিকার—নিষ্কম্প—অচল—অটল।

সরমা। তুমি মনে করেছ, আমি বুঝি পারি নি ? আমিই বুঝি কেঁদেছি ? একটুও না। তুমি কত কঠিনা, পাষাণী দেখেছ, তুমি কত বড় বজ্রময়ী রাক্ষসী দেখেছ ? পুত্রকে বিদায় কালে সরমাকে দেখ্‌লে সে ভ্রম তোমার ভেঙে যেত। তুমি কি কখন মৃত্যুর জন্য বিদায় কালে মাকে সেই পুত্রের কাছে হাস্যময়ী হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকৃতে দেখেছ ? তুমি কি কখন পুত্রের মৃত্যু-কামনায় তার মাকে তার ইষ্টদেবের কাছে করযোড়ে প্রার্থনা কর্‌তে দেখেছ ? তা' হ'লে সরমার কিছুই তোমার দেখা হয় নাই।

রাম। [স্বগত] উঃ ! পুত্রহারা জনক-জনীর করুণ হৃদয়ের কি মর্ম্মঘাতী শোক-উচ্ছ্বাস ! শুন্‌লে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। [চক্ষু মুছিলেন]

লক্ষ্মণ। [স্বগত] এই শোচনীয় দৃশ্যের কথা জীবনে কখন বোধ হয় ভুল্‌তে পার্‌ব না ; আর এই জনক-জননীর মতন আত্মবলি দিতে জগতে আর কেউ কোথাও দেখেছে ব'লে ত শুনি নাই। ধন্য, বিভীষণ ! তুমিই ধন্য !

বিভীষণ। সরমা ! আর এখন এ ভাবে বিলাপ করায় আমাদের কোন ফলই হবে না। সরমা ! আমরা যখন বিশ্বহিত-ব্রতে ব্রতী হ'য়েই

ব্রত উদ্‌যাপন করেছি, তখন তার জন্য অনুশোচনা কর্‌লে যে, আমরা মহাব্রত উদ্‌যাপনের ফললাভে বঞ্চিত হব। এখন এস, আমরা আজ আমাদের শোক দুঃখ, ব্যথা বেদনা, মান অভিমান—ঐ সর্ব্বদুঃখবিমোচন-কারী ভূভারহারী ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে সমর্পণ ক'রে, ঐ এক-মাত্র তারকব্রহ্ম নাম জপ কর্‌তে কর্‌তে রাক্ষসজন্ম সার্থক করি। [উভয়ের একসঙ্গে রামচন্দ্রকে প্রণাম করণ]

সকলে। জয় রাম! জয় রাম! জয় রাম!

রাম। হে আত্মত্যাগের মহা-আদর্শরূপী জনক, জননি! তোমাদের আর কি ব'লে আশীর্ব্বাদ কর্‌ব! তবে এইমাত্র বল্‌তে পারি, তোমাদের মতন আত্মত্যাগী—তোমাদের মত বিশ্বহিত-ব্রতী—তোমাদের মত পুণ্যবান্ পুণ্যবতীর সাধনা কখনই ব্যর্থ হবার নয়। তোমরা তোমাদের এই মহাসাধনার ফলে সশরীরে সেই নারায়ণের অক্ষয় বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হবে, তার আর সন্দেহ নাই।

সহসা শোকোন্মত্ত কুন্তীলকের যষ্টিতে ভর
দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে প্রবেশ।

কুন্তীলক। [প্রবেশ পথ হইতে] ওরে, কোন্ পথে যাব? আমাকে একবার পথটা দেখিয়ে দে ত তোরা! যেখানে সোনার দাদা আর দিদি আমার চ'লে পড়েছে। আমি একবার তাদের কাছে যাব।

সরমা। ঐ যে বাবাও এসে উপস্থিত হয়েছেন। যাই—যাই, বাবাকে গিয়ে ধরি। [কুন্তীলকের নিকটে গিয়া] এই যে, বাবা! এইদিকে আসুন; আমি ধ'রে নিয়ে যাচ্ছি। [হস্ত ধরিতে উদ্যোগ]

কুন্তীলক। [ক্রোধে যষ্টি উঠাইয়া] দূর হ—স'রে যা তুই! আমাকে স্পর্শ করিস্ না। আমার ত'রোকে ত তুই-ই খেয়েছিস্, রাক্ষসি! দূর হ

—দূর হ! [অগ্রসর হইয়া তরণী ও সুরজাকে ক্ষণকাল চাহিয়া দেখিয়া তরণীর প্রতি] তুই শালা, বাপ্‌টি মেরে,মান ক'রে এখানে প'ড়ে আছিস্! [সুরজাকে দেখাইয়া] আর ও শালী তোর পায়ের কাছে প'ড়ে মানভঞ্জন কর্‌ছে। এ একবারে উল্টো—তা হবে না, রে শালা! তা হবে না। তুই ওঠ্—ওঠ্, তার পর তুই গিয়ে ও শালীর পায়ে ধ'রে মানভঞ্জন কর্‌বি, তবে আমি শুন্‌ব। ইঃ! তবুও মুখে কথা নেই? বটে! দাঁড়া, আগে ঐ শালীটাকে উঠিয়ে এনে তোর কান মলিয়ে দি, তবে ঠিক হবে। [সুরজার কাছে গিয়া হাত ধরিয়া] ওঠ্—ওঠ্, শালী আবার পায়ে ধর্‌তে শিখেছেন!

রাম। [স্বগত] ওঃ! কি মর্ম্মভেদী করুণ দৃশ্য! আর সহ্য করা যায় না।

সরমা। বাবা! বাবা! [কাছে গেলেন]

কুম্ভীলক। [লাঠি উঠাইয়া] আবার! আবার! এক বাড়িতে মাথাটা গুঁড়িয়ে ফেলে দেবো। আমায় বিরক্ত করিস্ না, আমি আগে ত'রোটার ঘুম ভাঙাই। [তরণীর কাছে গিয়া হাত ধরিয়া টানিলেন] ওরে! এ ত দাদার আমার সাধারণ ঘুম নয় রে, এ যে কাল-ঘুমে আমার দাদাকে ধরেছে রে! এই যে—এই যে, বুকটা ফেটে গিয়ে রক্ত পড়েছে রে! ওরে, কে আমার দাদার ঐ দশা ঘটালে রে! হায়! হায়! সোনার ছবিটি আমার রক্তজবা সেজে প'ড়ে আছে রে! ত'রো রে, ত'রো! তোর দাদামশায় যে এসে তোকে ডাক্‌ছে। আয়—খেল্‌বি আয়। সুরজা যে পুতুল সাজিয়ে তোর জন্যে ব'সে রয়েছে। ঐ যে—ঐ দেখ্ সুরজা খেল্‌বার জন্যে তোর পায়ে ধ'রে সাধ্‌ছে। তবুও সাড়া দিলি নে? ও—হো—হো! ওরে, নাই রে—নাই রে, আর দাদা আমার বেঁচে নাই রে! [রোদন]

সরমা। [হস্ত ধরিয়া] আর কাঁদ্‌বেন না, বাবা! তরণী আর বধূ আমাদের বৈকুণ্ঠে চ'লে গেছে।

কুম্ভীলক। [উঠিয়া] কে আমার ত'রোকে সেখানে পাঠালে? বল্ বল্, তার নাম বল্। [রামকে দেখাইয়া] ঐ বুঝি! ঐ সেই ভিখারী বেটা বুঝি? বলি, তুই আমার ত'রোর বুকে বাণ মেরে মেরে ফেলেছিস্? তবে দাঁড়া আগে, এই বুড়ো কুম্ভীলকের এই লাঠির একটা ঘা আগে সহ্য কর্। [আঘাত করিতে যষ্টি উত্তোলন ও সরমা কর্ত্তৃক ধারণ]

হনুমান্। [সক্রোধে] কি! কি! কে রে তুই? [বলিয়া উঠিতেছিল, তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণ ধরিয়া ফেলিলেন]

লক্ষ্মণ। স্থির হও, মারুতি! দেখ্‌ছ না—বৃদ্ধ একেবারে শোকে উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে?

কুম্ভীলক। দে তবে ছেড়ে, বেটি! আমি একবার সেই রাক্ষস-বেটা বিভীষণটাকে দেখ্‌ব। সেই নিষ্ঠুর রাক্ষসটাই আমার ত'রোর মৃত্যুবাণ এনে দিয়েছে। আগে তার মাথাটা ফাটিয়ে ফেলি, দে ত। [মারিতে চেষ্টা]

সরমা। [বাধা দিয়া] বাবা! বাবা! করেন কি—করেন কি?

কুম্ভীলক। য়্যাঁ! কি কর্‌ছি! তাই ত! কোথায় আমাকে নিয়ে এসেছিস্ বল্ ত, মা! আমার ত'রো কৈ রে, সরমা? আজ তাদের কোথাও বেরুতে দিস্ না, দরজা বন্ধ ক'রে রাখিস্। আজ তাদের যম নাকি তাদের নিতে আস্‌ছে।

সরমা। চুপ্ করুন, বাবা!

কুম্ভীলক। বড় ঘুম পাচ্ছে রে, সরমা! তোর কোলে একবারটি ঘুমিয়ে নেবো, তার পর তাদের সঙ্গে খেলা কর্‌তে যাব। দে ত, মা! কোল পেতে দে।

সরমা। এই যে, বাবা! কোল পেতে দিয়েছি, ঘুমোন্।

তৎক্ষণাৎ গীতকণ্ঠে সাধকের প্রবেশ।

সাধক।—

গান।

ধন্য তোদের আত্মবলি দান।
এই দানের ফলে পাবি তোরা, নিদানে নির্ব্বাণ।
যে ব্রত আজ ক'রে সাধন, কর্‌লি বিশ্বের হিতসাধন,
তোদের ভবের বাঁধন, হ'ল ছেদন গাবে ভবে এই যশোগান।
যাবি পুলকে গোলোকে চ'লে, পাবি হরিপদে স্থান।

[বিভীষণ ও সরমা প্রণাম করিলেন]

সাধক। ভক্ত বিভীষণ! আজ পরীক্ষায় যথার্থই উত্তীর্ণ হয়েছ। আর মা সরমা! তুই আজ হ'তে সংসারে যথার্থই "বীরমাতা" রূপে পরিচিতা হবি, মা! ঐ দেখ্, মা! বৈকুণ্ঠ হ'তে দেববালকগণ ও দেববালাগণ তরণীর ও বধূমাতার দেহ নিয়ে যাবার জন্য আগমন কর্‌ছে।

গীতকণ্ঠে দেববালকগণ ও দেববালাগণের প্রবেশ।

গান।

দেববালকগণ।—[তরণীর কাছে আসিয়া]

আয় আয় আয়, তোরে ল'য়ে যাই ভাই,
সেই নিত্যধামে।

দেববালাগণ।—[সুরজার কাছে আসিয়া]

আয়-আয়, তোরে ল'য়ে যাই বোন্,
সেই নিত্যধামে।

সকলে।—যেথায় লইয়ে কিশোরী, বাজিয়ে বাঁশরী
আছে হরি ত্রিভঙ্গ ঠামে।

দেববালকগণ।—আয় রে আত্মত্যাগী কর্ম্মবীর,
আয় রে চিত্তজয়ী ধর্ম্ম-স্থির,
দেববালাগণ।—আয় লো সাধ্বী সু পতিব্রতা,
আয় লো পতিসনে হ'য়ে মিলিতা,
সকলে।— [উভয়ের নিকটে গিয়া] (সেথায় নিয়ে যাব)
(যথায় নিত্য প্রেমের ঢেউ ব'য়ে যায়)
(যথায় মিলন-বাঁশী নিত্য বাজে)
(যথায় মিলনে আর বিরহ নাই রে)
যথায় শূন্য-হৃদয় পূর্ণ করে নিত্য মধুর হরিনামে।

[বালকগণ তরণীকে এবং বালিকাগণের সুরজাকে লইয়া প্রস্থান।

ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম। "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ" "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ"। আজ সকলে দেখুক্, যারা একমাত্র ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে সংসারে কর্ম্ম ক'রে যায়, তাদের পরিণাম ফল কি মধুময়! কি শান্তিময়! কি আনন্দময়! আত্মত্যাগী মহাত্মা বিভীষণ! আজ ঐ আত্মত্যাগিনী সহধর্ম্মিণী সরমাকে সঙ্গে ক'রে একবার ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে দেখ—তোমাদের পুত্র তরণী আর বধূ সুরজা, ঐ দেখ—ঐ বৈকুণ্ঠধামে গিয়ে কি ভাবে নিত্যানন্দ লাভ কর্‌ছনে। স্বয়ং নারায়ণ ও লক্ষ্মী, ঐ দেখ—তাদিগে কি ভাবে চামর ব্যজন কর্‌ছেন। আজ সকলকেই আমি দিব্যশক্তি প্রদান কর্‌ছি, সকলেই ঐ মহামিলন দেখে জীবন সার্থক কর—নয়ন চরিতার্থ কর।

[পট পরিবর্ত্তন]

উজ্জ্বল দৃশ্য।

বৈকুণ্ঠধাম।

সহসা শূন্যোপরে উজ্জ্বল বেশে তরণী এবং সুরজা মিলিতভাবে উপবিষ্ট, উভয় পার্শ্বে নারায়ণ ও লক্ষ্মী দাঁড়াইয়া চামর ব্যজন করিতেছিলেন।

ধর্ম্ম। কর—সকলে উচ্চৈঃস্বরে রাম জয়ধ্বনি কর।

সকলে। জয় রাম! জয় রাম! জয় রাম!

কুশীলক। [সত্বর উঠিয়া, দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে] ওরে, আমার শালা রে! ওরে আমার শালী রে! ভারি মজা কর্‌ছিস্? যেতে পার্‌লে তোদের এক-একটা কানমলা দিয়ে আস্‌তেম।

ধর্ম্ম ও সাধক।—

গান।

দেখ রে দেখ রে আজি কি মহামিলন।
বৈকুণ্ঠের সিংহাসনে শোভিছে যুগল রতন।
দেখ রে ভক্ত-গৌরব,
লভিল নিত্য বিভব,
যাদের করেন চামর ব্যজন, ওই স্বয়ং লক্ষ্মী, নারায়ণ;
হেরে অঘোর ভাবে বিভোর, ফুরাল তোর জনম-মরণ।
একবার সঘনে বদনে বল (আজ) হরি হরি সর্ব্বজন॥

যবনিকা পতন

Co. Pd. by Paul & Bro.